উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

২ আশ্বিন ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 19 September 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 123

এ বড় কঠিন সময়, কেটে যাক কালো মেঘ

শৌভিক রায়
শিক্ষক, কোচবিহার মহারাজা নৃপেন্দ্রনারায়ণ হাইস্কুল

অন্য পেশা নাকি শিক্ষকতা? প্রশ্নটা সেদিনও ছিল।

তিন দশক আগে যখন এই পেশায় এলাম, তখন একবারও মনে হয়নি চাকরি করতে এসেছি। বরং গর্বিত হয়েছি এমন মহান একটি পেশায় যোগ দেওয়ার সুযোগ পেয়ে। পরিবারের অনেকে এই পেশায় ছিলেন, তাই কখনও অন্য জীবিকার কথা ভাবিনি। শিক্ষকতাকেই বরাবর পাখির চোখ করেছি। শুধু আমি নই। আমার বন্ধুবৃত্তের অধিকাংশ এই পেশাকে বেছে নিয়েছিল। কারণ, প্রশ্নাতীত সম্মান ও শ্রদ্ধা।

প্রতিটি মানুষ নিজের বাবা-মায়ের পরে যে মানুষটিকে আসনে বসায়, তিনি একজন শিক্ষক। সমাজে তাঁদের পরিচিতি অন্য যে কোনও পেশার মানুষের চাইতে হাজারগুণ বেশি। ভবিষ্যতের সুনাগরিক গড়ার গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব তাঁদের কাঁধে। শিক্ষাগত যোগ্যতা নেওয়ার পর বেশিরভাগ বাঙালি পরিবারের ছেলেমেয়েরা এসএসসি'র নোটিফিকেশনের অপেক্ষায় দিন গুনতেন। এখন সেসব অতীত।

হঠাৎ করে সবকিছু ওলট-পালট হয়ে গেল। আজ অবস্থা এমন যে, ঠগ বাছতে গাঁ উজাড় হয়ে যাচ্ছে! কে কবে কল্পনা করেছিল যে, শিক্ষকদের গায়েও দাগি তকমা লেগে যাবে! আর তার অভিঘাতে টালমাটাল হয়ে পড়বে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা! নিয়োগের সঠিক পদ্ধতি না মানা সত্ত্বেও যাঁরা এতদিন পড়িয়েছেন, কী শিখিয়েছেন তাঁরা কোমলমতি পড়ুয়াদের? মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষার যে খাতাগুলো তাঁরা চেক করেছেন, সেসবের কি আদৌ সঠিক মূল্যায়ন হয়েছে? টাকার বিনিময়ে চাকরি কিনে বা বেচে পেশার অপমান করতে বাধেনি কোনওপক্ষের। শুধুই কি শিক্ষাক্ষেত্র? সামাজিক সুস্থিতি নষ্ট হয়নি? যদি শুধুমাত্র চাকরি চলে যাওয়ার দিক দিয়ে বিচার করি, তবে দেখব সেটাও প্রভূত পরিমাণে হয়েছে।

সবচেয়ে বড় ব্যাপার হল, এই দাগি শিক্ষকরা আগামী প্রজন্মের কাছে এমন এক দৃষ্টান্ত তৈরি করলেন যে, ভবিষ্যতে পেশায় আসতে দশবার ভাববে অনেকে। যাঁরা দাগি নন, তাঁরাও আজ সব হারিয়েছেন। ফের কোর্ট কেস, প্যানেল বাতিল ইত্যাদির আশঙ্কায় নিরাপত্তাহীনতা নয় শুধুমাত্র। মানুষের আড়চোখে দেখা এবং কীভাবে চাকরি হয়েছে, সেই প্রশ্ন তোলার আশঙ্কা কুরে-কুরে খাবে চাকরিপ্রার্থীদের।

এখন না হয় ভালো বেতন দেওয়া হয়। অথচ একসময় স্থানীয় স্তরে শিক্ষার আলো পৌঁছে দিতে নীতিগত কারণে কম পারিশ্রমিক থাকা সত্ত্বেও শুধুমাত্র সম্মান ও শ্রদ্ধার জন্য এই পেশাকে বেছে নিয়েছেন অনেকে। গ্রামে স্কুল স্থাপনে এগিয়ে এসেছেন বহু মানুষ। বিনা পারিশ্রমিকে তাঁরা মাসের পর মাস পড়িয়েছেন। অবসরের পর নিয়মিত স্কুলে পড়াতে যাওয়ার দৃষ্টান্ত আজও রয়েছে এই বাংলায়।

কিন্তু যখন সেই পেশার মর্যাদা, বিশ্বাসযোগ্যতা, সম্মান ভূলুণ্ঠিত হতে দেখি, বড় কষ্ট লাগে। যদি এরকম চলতে থাকে, তবে তো রাষ্ট্রের বিপদ। এই পেশা নিয়ে নতুন প্রজন্মের মনে নেতিবাচক প্রভাব তৈরি হলে বিপদ সমাজের। এরপরের প্রজন্মকে শেখাবে কে? আমরা যতই বড় হয়ে কারিগরি ও প্রযুক্তির সাহায্যে আকাশ ছুঁই না কেন, ভিত তৈরি করে দেবেন শিক্ষকরাই।

রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগে যে দুর্নীতি হয়েছে, যেভাবে শিক্ষকদের গায়ে দাগি তকমা লেগেছে, আন্দোলন করতে গিয়ে লাঠির বাড়ি খেতে হয়েছে- তা দুশ্চিন্তার বড় কারণ। রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থায় এমন ছবি কখনোই কাম্য ছিল না।

তবু আশাবাদী মানুষ হিসেবে স্বপ্ন দেখি যে, আমার প্রিয় পেশার ওপর থেকে কালো মেঘ কেটে যাবে। যে সমস্ত মানুষ স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে, গ্রাম-শহরে চক-ডাস্টার হাতে নিয়ে রোজ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন সমাজসংস্কারের, তাঁদের রোল মডেল হিসেবে বেছে নেবে ছেলেমেয়েরা। ঝলমলে আকাশে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবে শিক্ষক সমাজ।

মাথা নত করে দাঁড়াও হে...

এ মাসেরই প্রথম সপ্তাহে স্কুলে স্কুলে ধুমধাম করে পালিত হয়েছে শিক্ষক দিবস। সেই আদিকাল থেকে গুরুদের কাঁধে মানুষ গড়ার দায়িত্ব। সমাজের ভিত তৈরি তাঁদের কর্তব্য। এ রাজ্যে সেই শিক্ষকদের নিয়োগ প্রক্রিয়ার গায়ে লেগেছে কাদার দাগ। নামের সঙ্গে জুড়েছে 'দাগি' শব্দটি। এই পরিস্থিতিতেও কিছু মানুষ রোল মডেল হয়ে উঠছেন ছেলেমেয়েদের কাছে।

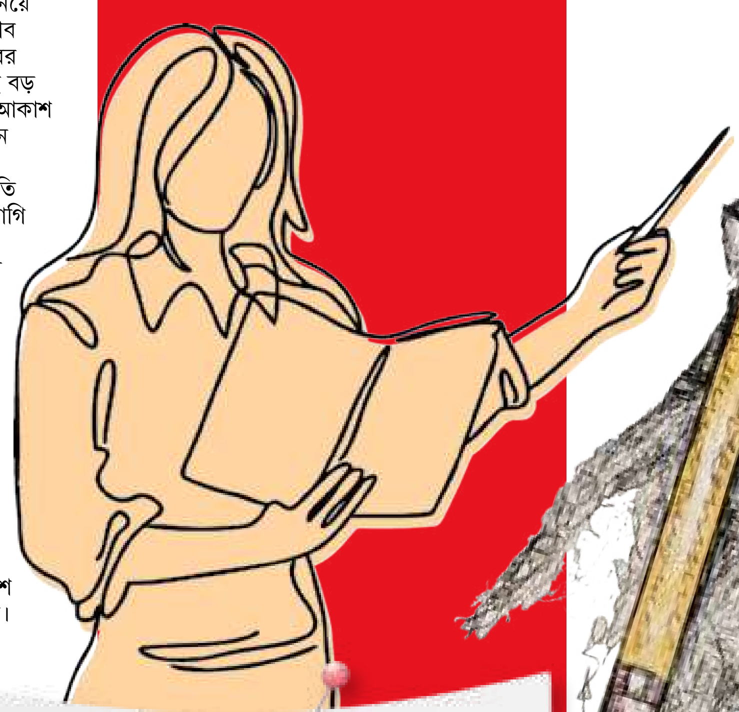

ধৃজতি রায়
(বীণা মোহিত মেমোরিয়াল স্কুল, কোচবিহার)

বিদ্যালয় একটি মন্দির। প্রত্যেক শিক্ষক আমার কাছে দেবদূতের মতো। তাঁদের শ্রদ্ধা করি, ভালোবাসি। তাঁদের শাসন, পরামর্শ আমাদের পথচলাকে আরও সহজ করে তোলে। সকলের কাছেই কিছু না কিছু শিখেছি, শিখছি। কোনও কোনও শিক্ষক একটু বেশি আপন হয়ে ওঠেন। তেমন একজন আমাদের সন্দীপ কুণ্ডু স্যর। তিনি সবসময় বন্ধুর মতো মেলামেশা করেন। ঠিকমতো লেখাপড়া করছি কি না, খেয়াল রাখেন। ভালো রেজাল্ট হলে প্রশংসা করেন। খারাপ হলে পাশে থাকেন।

কতরকমের গল্প শুনেছি স্যরের কাছে। কোনওটা কাল্পনিক, কোনওটা বাস্তব। সব গল্পই কিছু না কিছু শেখায়। উনি আমাদের ভালোলাগা, মন্দলাগা মন দিয়ে শোনেন। আমাদের মতো করে ভাবতে চান। কখনও কোনও অসুবিধা হলে সাহায্য করেন। ভয় না পেয়ে এগিয়ে যেতে উৎসাহ দেন। লেখাপড়ায় ফাঁকি দিয়ে বকুনিও খেয়েছি। কিন্তু স্যর বেশিক্ষণ রাগ করে থাকতে পারেন না। মা-বাবার পর তো শিক্ষকরাই পারেন একটা মানুষকে সঠিক পথ দেখাতে। ঠিক আর ভুলের মাঝে পার্থক্য দেখিয়ে দিতে। আমার কাছে প্রতিদিনই তাঁরা বিশেষ মানুষ। রোজদিন শিক্ষক দিবস।

স্নিগ্ধা বর্মন
(সুনীতি অ্যাকাডেমি, কোচবিহার)

আমাদের স্কুলে অনেক ম্যাডাম আছেন। কেউ রাগি, কেউবা ভীষণ মিষ্টি। দুষ্টুমি করলে ম্যাডামরা বকেন বটে, কিছুক্ষণ পর আবার আদর করেন। সবাইকে আমার ভালো লাগে। একজন তাঁদের মধ্যে স্পেশাল। অরুন্ধতী নিয়োগী ম্যাডাম। উনি সবসময় হাসিমুখে কথা বলেন। ওঁর কথা বলার ধরন আমার খুব পছন্দের। ম্যাডাম যখন ক্লাসে পড়ান, তখন আমি হাঁ করে তাকিয়ে থাকি।

কিন্তু ম্যাডামের সামনে পড়াশোনা ছাড়া অন্য বিষয়ে কথা বলতে সাহস পাই না। তাই এখানে লিখছি। আপনি ভীষণ ভালো জানেন। আমি বড় হয়ে আপনার মতোই শিক্ষিকা হতে চাই। আমিও ছাত্রছাত্রীদের আপনার মতো হাসিমুখে পড়াব। কয়েকবছর পর আমি যখন স্কুল শেষ করে কলেজে ভর্তি হব, আমি চাই তখনও যেন আপনার সঙ্গে আমার যোগাযোগ একইরকম থাকে।

বাড়িতে মা, বাবা আর ঠাম্মি আছে। স্কুল থেকে বাড়িতে ফিরে আমি রোজ স্কুলের গল্প করি। বান্ধবীদের সঙ্গে কী কথা হল, কী পড়লাম- এসবের পাশাপাশি সেই গল্পের অনেকটা অংশজুড়ে থাকেন অরুন্ধতী ম্যাডাম।

অর্ঘ্যদীপ ঘোষ
(আলিপুরদুয়ার বিশ্ববিদ্যালয়)

এই জীবনে বহু শিক্ষক-শিক্ষিকার সান্নিধ্যে আসার সৌভাগ্য হয়েছে। বিদ্যালয় জীবনে তেমন একজন শ্যামলবাবু। শ্যামল ঘোষ আলিপুরদুয়ার হাইস্কুলে বাংলা পড়াতেন। তাঁর কথামতো আমি বিদ্যালয়ে বেত সরবরাহ করতাম। সেই নিয়ে সহপাঠীরা ভীষণ রাগারাগি করত। ক্লাস এইটে তাঁর ক্লাসগুলো এখনও বেশ মনে পড়ে। পথের পাঁচালী পড়াচ্ছিলেন একদিন। সেসময় অপ্রাসঙ্গিক কথা বলায় একটা হালকা বেতের বাড়ি খেতে হয়েছিল। পুরো বিদ্যালয় আর কলেজ জীবনে ওটাই একমাত্র ছিল কোনও শিক্ষকের দেওয়া শাস্তি। কিন্তু যে শিক্ষা পেয়েছিলাম, তা আজও মেনে চলি।

টিফিন পিরিয়ড শেষ হলেই স্যর বেত হাতে নিয়ে বের হতেন। কাউকে বেত্রাঘাত করতে হত না, দেখেই সবাই ভয় পেত। সবসময় পরিপাটি থাকতেন। কিছুদিন আগে স্কুলে তাঁর সঙ্গে দেখা হয়ে মনে হল, বয়স যেন আমাদের বেড়েছে। তাঁর নয়। স্যরের সুস্বাস্থ্য কামনা করি।

মনীষা দাস
(শহিদ ক্ষুদিরাম কলেজের প্রাক্তনী, কামাখ্যাগুড়ি)

শিক্ষকরা শুধুমাত্র পাঠ্যপুস্তকের জ্ঞান দেন না, তাঁরা শেখান কীভাবে পরিপূর্ণ মানুষ হতে হয়। কীভাবে স্বপ্ন দেখতে হয় আর সেই স্বপ্ন পূরণের লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হয়। আমার শিক্ষাজীবনের প্রতিটি স্তরে যাঁরা আমাকে পথ দেখিয়েছেন, তাঁদের অবদান ভোলার নয়। তাঁদের প্রণাম, শ্রদ্ধা ও গভীর কৃতজ্ঞতা জানাই।

স্কুল জীবনে ভূগোল শিক্ষক বিজয়কুমার চন্দ ছিলেন আমার অনুপ্রেরণা। পৃথিবীকে নতুনভাবে দেখার চোখ খুলে দিয়েছিলেন। হয়তো তাঁরই জন্য আমার ভূগোলে প্রতি আগ্রহ জন্মায় এবং সেই নিয়ে এগোনোর সাহস পাই। কলেজের অভিজিৎ আর দুলন স্যর আমার ভাবনার জগৎকে আরও প্রসারিত করেছেন। নানা তত্ত্বের সঙ্গে বাস্তবিক উদাহরণ মিলিয়ে বোঝানোর ভঙ্গি শেখার আনন্দ দিয়েছে আমাকে। শুধু বইয়ের জ্ঞান নয়, জীবন নিয়েও শিক্ষা দিয়েছেন তাঁরা।

রূপসা দে
(প্রসন্নদেব মহিলা মহাবিদ্যালয়, জলপাইগুড়ি)

ছোটবেলা থেকে মা-বাবার পর শিক্ষক আমার অভিভাবক। তাঁদের সাহায্যে আমরা বড় হয়ে উঠি, ভালো মানুষ হতে পারি, সুন্দর সমাজ গড়তে পারি। প্রাইমারি, হাইস্কুলের পর এখন কলেজে পড়ছি। প্রতিটি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক দিবস পালনে অংশ নিয়েছি। কিন্তু এই একটা অনুষ্ঠান তাঁদের অবদানের স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট নয়। চাই, সারাবছরের সম্মান। যখন কোথাও শিক্ষক নিগ্রহের কথা শুনি, সংবাদপত্রে পড়ি- মন খারাপ হয়ে যায়। এটা শুধু আর পাঁচটা পেশার মতো নয়। নানা কারণে বর্তমান পরিস্থিতি টালমাটাল। কিন্তু তাই বলে গোটা শিক্ষক সমাজকে কটাক্ষ করা যায় না।

মনে পড়ে, আমি যখন হাইস্কুলে পড়তাম তখন আমার গৃহশিক্ষক মিষ্টু বণিক দিদি বলেছিলেন, 'রূপসা তুমি শুধু তোমার লক্ষ্য উঁচু রেখো। যেন কেউ তোমাকে টলাতে না পারে। মাত্র কয়েকবছর প্রচুর পরিশ্রম করতে হবে, তাহলে আর বাকি জীবন নিয়ে ভাবতে হবে না।' আমি মন্ত্রের মতো সেই কথা মেনে চলি।

প্রত্যেক শিক্ষক আমার কাছে সমান শ্রদ্ধেয়। আমার মা-বাবা আর্থিক কারণে বেশিদূর পড়তে পারেননি। আমার কর্তব্য, সফল হয়ে তাঁদের মুখ উজ্জ্বল করা। বাবা-মায়ের, শিক্ষকদের গর্বের কারণ হয়ে ওঠা।

সাম্যময় দাস রায়
(জলপাইগুড়ি জিলা স্কুল)

শিক্ষক সমাজ জাতির মেরুদণ্ড। তাঁরা আমাদের সঠিক পথ দেখান। ভুল করলে শুধরে দেন। বকাঝকা করলেও ভালোবাসেন। এই সম্পর্কে যেমন শ্রদ্ধা থাকবে, তেমন বন্ধুত্বও থাকবে। আমাদের কোথায় অসুবিধে, কী সমস্যা- সব কথা মন খুলে যেন তাঁদের কাছে বলতে পারি। ওঁরা তো মানুষ গড়ার কারিগর। প্রাচীনকালের গুরু থেকে আজকের শিক্ষকরা নিরলসভাবে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। বাড়িতে বড়রা বলেন, সবকিছু ভালো-খারাপ মিশিয়ে হয়। একটা মানুষের মধ্যে যেমন কিছু গুণ থাকে, তেমন দোষও থাকে। আবার একটি পেশায় কিছু ভালো মানুষ থাকেন, কিছু খারাপ। আমরা কোনটাকে গ্রহণ করব, কাকে নিজের রোল মডেল হিসেবে বেছে নেব- সেটা তো আমাদের ওপর নির্ভর করছে।

ডোনা বর্মন
(শিলিগুড়ি কলেজ)

টিচার্স ডে বলতে প্রথমেই মনে পড়ে স্কুলের দিনগুলো। দুর্গাপুজোর মতো এই দিনটার জন্য অপেক্ষা করতাম সারাবছর। প্রায় এক মাস আগে থেকে প্ল্যান শুরু হত। কোন শিক্ষককে কী উপহার দেব। রানিডাঙ্গা কালারাম হাইস্কুলে বাংলার অনু ম্যাডামকে একটু বেশিই ভালোবাসতাম আমি। তাই তাঁকে স্পেশাল গিফট দেওয়ার ইচ্ছে থাকত সবসময়।

এখন কলেজে পড়ি। প্রতিবছর শিক্ষক দিবসে ম্যামের কথা মনে পড়ে। তিনি আমার পরিবারের একজন হয়ে উঠেছিলেন। পড়ুয়াদের নিজের সন্তানের মতো স্নেহ করতেন। জীবনে নিয়মানুবর্তী হওয়া কতটা জরুরি, সেটা আমি ম্যামের কাছেই শিখেছি।

গুছিয়ে ধন্যবাদ বলা হয়ে ওঠেনি কখনও। এখানেই বলছি, থ্যাংক ইউ ম্যাম।

আসছে আসছে

আমেজটাই ভালো

শুভেচ্ছা চট্টোপাধ্যায়

সময়কে ভাগ করতে সারা দুনিয়া যতই খ্রিস্টাব্দ আর খ্রিস্টপূর্বাব্দে ভরসা রাখুক, বাঙালি বাপু অতকিছুর ধার ধারে না। তাদের খুব সহজ হিসেব, পুজোর আগে এবং পুজোর পরে। ব্যস কথা শেষ। পুজোর আগের যে ভাগ, তার সঙ্গে বেশকিছু বিশেষ জিনিস আর অনুভূতি জড়িয়ে থাকে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে সেসব পালটে পালটে যায়। যেমন যখন একদম কুঁচো, তখন শুধু ক'টা জামা হল, কোনদিন কোন বেলায় কোন জুতোর সঙ্গে মিলিয়ে পড়ব ইত্যাদি নিয়ে ভাবতাম।

সেসময় আরও এক মজার জিনিস হত। পাড়ায় নিজের বাড়িতে ঠাকুর বানাতেন এক কাকু (মৃৎশিল্পী)। আমার যত রাগ ছিল তাঁর ওপর। খালি মনে হত, উনি কাজে দেরি করছেন জন্যই পুজো শুরু হতে দেরি হচ্ছে। এরপর কুঁচো থেকে খানিক ধেড়ে হলাম। পুজো আসছে ফিলিং খানিক বদলাল। এখন পুজোর মার্কেটিং মানে কিন্তু পাঁচতলা মল পুরোটাই অনলাইন। তখন সেরকম ছিল না। গরমে, ভিড়ে, ধাক্কাধাক্কি করে পছন্দসই জামা বেছে নেওয়া ছিল রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। সেই ভিড় যে একেবারে হারিয়ে গিয়েছে, তা অবশ্য নয়। আফটার অল পুজোর মরশুম বলে কথা। এই অনুভূতিকে প্রশ্রয় না দেওয়া ছাড়া উপায় কি আর আছে?

ছোটবেলায় পুজোর প্রায় এক মাস আগে থেকে শুরু হয়ে যেত ছটফটানি। স্কুল থেকে ফিরেই মায়ের কাছে আবদার, জামা কিনতে নিয়ে যেতে হবে। দেরি করা যাবে না কিছুতেই। মায়ের কঠিন শাসনও চলত সেসময়। কুড়িটা অঙ্ক, ইতিহাস আর ভূগোলের না পড়া চ্যাপ্টারগুলো শেষ করলেই নিয়ে যাওয়া হবে। কী আর করা, ক'টাদিন অপেক্ষা করতে হত বৈকি।

তবে জামার সঙ্গে 'টামা'-র লিস্টটাও ধরিয়ে দেওয়া হত।

টিফিন টাইমে কিংবা ক্লাসের ফাঁকে যখনই সময় পাওয়া যাক, তখনই আলোচনার বিষয়বস্তু থাকত পুজো। কার ক'টা জামা হল, এবারে আলাদারকম কিছু হল কি না, ফ্রক ছেড়ে চুড়িদারে পৌঁছোনো গেল কি না- এসব।

মহালয়ার পরপরই একসঙ্গে বসে আড্ডা দিতে দিতে বন্ধুদের সঙ্গে চারটে দিনের প্ল্যান সেরে নেওয়া ছিল রেওয়াজ। এখন অবশ্য সেই জল অন্য খাতে বইছে। থিম বেসড প্যান্ডেল আর নামকরা প্রতিমা দেখার জন্য লাইন দিতে গিয়েই তো চলে যায় বেশিরভাগ সময়। বাকিটুকু পাড়ায় বসে পুরোনো বন্ধু, যাদের অনেকের সঙ্গেই বছরে এক-আধবার দেখা হয়, তাদের সঙ্গে গল্প করা মাস্ট। এরইমধ্যে মা-বাবা, বন্ধুদের ম্যানেজ করে মনের মানুষটির জন্য একটি বেলা রাখা চাই। আর সেটা যদি অষ্টমী না-ই হল তো পুরো পুজো মাটি!

তবে, একটা জিনিস খুব মিস করি। পুজোর আগে শারদীয়া পত্রিকা বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে প্রথম লক্ষ্য থাকত, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেগুলো কিনে কমিকস আর গল্পগুলো পড়ে ফেলা। টিউশনির ব্যাচে স্যর একটু সময়ের জন্য বাইরে গেলেই খোঁজ নেওয়া শুরু হত বন্ধুদের মধ্যে কে কতগুলো কমিক্স, গল্প পড়ে ফেলেছে (পড়ে ফেললেও এখনকার মতো স্পয়েলার দেওয়ার বদভ্যাস কারও ছিল না)।

আর এখন তো এসবের থেকে প্রায় সাত সমুদ্র তেরো নদী দূরে। শুধু অপেক্ষায় থাকি, পুজোয় কবে বাড়ি ফিরতে পারব। যে বন্ধুর সঙ্গে সেই ছোট্টবেলা থেকে পুজোয় ঘুরেছি, ক্লাবের প্যান্ডেলের বাঁশে উঠেছি, ম্যাগাজিনের গুলি ছুড়ে বেলুন ফাটিয়েছি- সে আমার জন্য অপেক্ষা করে। পথ চেয়ে বসে থাকে বাবা, মা, ভাই, বোন, ঠাকুমারা। আমার বাড়ি, রাস্তা, পাড়ায় ক্লাবের মাঠ, নীল আকাশ, পেঁজা তুলোর মতো মেঘ।

বড় হয়ে বুঝেছি, দিন গোনাতেই সব সুখ। সব আনন্দ। উত্তেজনা। তারপর কখন যে মুহূর্তগুলো হুস করে চলে যায়, বোঝা যায় না।

এর থেকে 'মা' আসছেন, এই আমেজটাই বরং বেশি ভালো। যা রোজকার থোড় বড়ি খাড়া জীবন থেকে মুক্তির এক ডাক নিয়ে আসে অজান্তে। *(লেখক স্নাতকোত্তর পড়ুয়া)*

উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

APD

সেনসেক্স : ৮৩,০১৩.৯৬ (+৩২০.২৫)
নিফটি : ২৫,৪২৩.৬০ (+৯৩.৩৫)

সুশীলার পাশে মোদি
নেপালে সাম্প্রতিক আন্দোলনে প্রাণহানির ঘটনায় ব্যথিত নরেন্দ্র মোদি। সে কথা জানাতে বৃহস্পতিবার তিনি টেলিফোনে নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির সঙ্গে কথা বলেন। ▸▸ ১০

ভোট দিতে পারবেন না হাসিনা
শেখ হাসিনার এনআইডি (জাতীয় পরিচয়পত্র) লক করে দিল কমিশন। এর ফলে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচনে তিনি ভোট দিতে পারবেন না। ▸▸ ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
৩৩° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৬° সর্বনিম্ন	৩২° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন	৩৩° সর্বোচ্চ	২৫° সর্বনিম্ন

বোর্ড সভাপতি বাছাইয়ে কাল বৈঠকে শা ▸▸ ১১

২ আশ্বিন ১৪৩২ শুক্রবার ৫.০০ টাকা 19 September 2025 Friday 14 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 123

পুজোর আকাশে মেঘেদের হাফ ছুটি

সানি সরকার

শিলিগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মেঘের কোলে রোদ হেসেছে, বাদল গেছে টুটি। আহা, হাহা, হা।

সপ্তমী কিংবা অষ্টমীর দুপুরে প্রিয়জনকে নিয়ে ঘুরতে বেরিয়ে আপনার ইচ্ছে হতেই পারে দু'কলি গেয়ে নিতে। কারণ, গত ক'দিনের প্যাচপেচে বৃষ্টি আর স্যাঁতসেঁতে আবহাওয়ায় পুজোর কেনাকাটা করতে করতে অনেকের মনেই চিন্তার উদ্রেক – পুজোর ক'টা দিন বৃষ্টি হবে না তো?

অনেকে নিশ্চিত হতে মুঠোফোন হাতে বারবার ঢুঁ মারছেন 'ওয়েদার ফোরকাস্ট'-এ। কেউ কেউ আবার খবরের কাগজ খুলে পাতার পর পাতা ওলটাচ্ছেন- এই যদি পুজোর ক'টা দিনের হাওয়ার খোঁজ পাওয়া যায়!

সারাবছর আবহাওয়ার দিকে যতটা না নজর থাকে, তার চাইতে ঢেড়গুণ বেশি থাকে পুজোর সময়। শুধু কি আর ঘোরাঘুরি, কত লোকের রুটিরুজি জড়িয়ে থাকে বলুন তো পুজোকে কেন্দ্র করে। হাওয়া অফিসেও তাই ব্যস্ততা বেড়ে যায় কয়েকগুণ।

এরপর আটের পাতায়

ব্যাংকের কোড বদলে বিপাকে স্কুলগুলি

মিড-ডে মিলে সংকট

ভাস্কর শর্মা

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্রায় দেড় মাস ধরে মিড-ডে মিলের বরাদ্দ টাকা পাচ্ছে না আলিপুরদুয়ার জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলি। সরকারি বরাদ্দ না মেলায় পড়ুয়াদের মুখে দুপুরের খাবার তুলে দিতে এখন শিক্ষকদের হিমসিম খেতে হচ্ছে। শিক্ষকদের দাবি, প্রশাসনের আধিকারিকদের সমস্যার কথা জানিয়েও সুরাহা হচ্ছে না। ফলে, জেলার প্রায় ৮৪২টি প্রাথমিক স্কুলের একই সমস্যা হচ্ছে। মিড-ডে মিলের রান্নার কাজের সঙ্গে যুক্ত রাঁধুনিরাও গত অগাস্ট মাসের সাম্মানিক এখনও পাননি।

মিড-ডে মিল খাচ্ছে পড়ুয়ারা।

পুজোর আগে কী কারণে কয়েক হাজার পড়ুয়ার জন্য বরাদ্দ মিড-ডে মিলের টাকা পাচ্ছে না স্কুলগুলি? শিক্ষা দপ্তরের কর্তারা জানিয়েছেন, এই সমস্যার জন্য ব্যাংক কর্তৃপক্ষই দায়ী। তাদের দাবি, উত্তরবঙ্গ ক্ষেত্রীয় গ্রামীণ ব্যাংক নাম পরিবর্তন করে হয়েছে পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংক। তাই ব্যাংকের আইএফএসসি কোড-ও পরিবর্তন হয়েছে। এই অবস্থায় স্কুলগুলির মিড-ডে মিলের অ্যাকাউন্টে আগের ব্যাংকের আইএফএসসি কোডই দেওয়া রয়েছে। মূলত এই কারণেই নাকি স্কুলগুলি বরাদ্দ টাকা পাচ্ছে না। বিষয়টি শিক্ষা দপ্তর থেকে ব্যাংক কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। কিন্তু দেড় মাসেও সমস্যার সমাধান হয়নি।

গত অগাস্ট থেকে জেলার প্রাথমিক স্কুলগুলিতে মিড-ডে মিলের জন্য বরাদ্দ সরকারি অনুদান আসছে না। এর মধ্যে আবার আগামী ২৫ তারিখ পুজোর ছুটি পড়বে স্কুলগুলিতে। তবে প্রায় দেড় মাসের অনুদান বকেয়া থাকা সত্ত্বেও শিক্ষকরা পড়ুয়াদের খাবার দেওয়া কিন্তু বন্ধ করেননি। প্রধান শিক্ষকরা জানান, প্রতি মাসে র‍্যাশন থেকে চাল আসছে। কিন্তু সবজি, তেল, নুন, মশলা বা জ্বালানি কেনার টাকা থাকছে না। কয়েক মাস ধরে শিক্ষকরাই গাঁটের কড়ি দিয়ে সেইসব খরচ মেটাচ্ছেন।

আলিপুরদুয়ার নেতাজি প্রাথমিক স্কুলের প্রধান শিক্ষক তমোঘ্নকিশোর সরকার বলেন,

এরপর আটের পাতায়

ভোট চোরদের রক্ষাকর্তা...

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : সরাসরি মুখ্য নির্বাচন কমিশনের দিকে তির রাহুল গান্ধির। লোকসভার বিরোধী দলনেতার তীব্র কটাক্ষ, 'ভোট চোরদের রক্ষা করছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। তিনি গণতন্ত্রকে ধ্বংস করছেন।' রাহুলের ভাষায়, 'হালকা চালে নয়, লোকসভার বিরোধী দলনেতা হিসেবে একথা বলছি।' প্রযুক্তি ব্যবহারে ভোট চুরির নতুন তথ্য বৃহস্পতিবার সামনে এনেছেন তিনি।

রাহুলের অভিযোগ, 'কর্ণাটকের আলন্দে ৬,০১৮ ভোট মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। এজন্য কর্ণাটকের বাইরের মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে আবেদন জমা দেওয়া হয়েছিল।' সম্পূর্ণ কেন্দ্রীভূত পদ্ধতিতে বিশেষ সফটওয়্যার ও কলসেন্টারকে কাজে লাগিয়ে এই কাজ করা হয়েছে বলে মন্তব্য করে তিনি জানান, আলন্দ আসনে কংগ্রেসের ঘাঁটি বলে পরিচিত বুথগুলির ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। বিশেষ নজর দেওয়া হয়েছে সংখ্যালঘুদের দিকে।

লোকসভার বিরোধী দলনেতার বক্তব্য, 'আলন্দে ওই ঘটনার তদন্তে নেমে কর্ণাটকের সিআইডি গত ১৮ মাসে ১৮টি চিঠি পাঠিয়েছে কমিশনকে। কিন্তু একটির উত্তরও দেওয়া হয়নি। যে সমস্ত তথ্য চাওয়া হয়েছিল, তা না জানিয়ে অন্য কথা বলা হয়েছে।' এরপরই মুখ্য নির্বাচন কমিশনের উদ্দেশে রাহুল বলেন,

মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে সরাসরি নিশানা রাহুলের

'আমাদের দাবি, সিইসি নিজের কাজ করুন। সিআইডি প্রমাণ চাইছে। এক সপ্তাহের মধ্যে প্রমাণ দিন। নাহলে দেশের তরুণরা মেনে নেবেন যে, আপনি আর সংবিধানকে রক্ষা করছেন না।'

অভিযোগের পক্ষে প্রমাণ দিতে সূর্যকান্ত ও ববিতা চৌধুরী নামে দুজনকে সাংবাদিক বৈঠকের মঞ্চে তিনি উপস্থিত করেন। বিরোধী দলনেতার দাবি,

এরপর আটের পাতায়

আজ 'মিহিরা'র মুক্তি গোটা দেশে

মুখিয়ে গোটা উত্তরবঙ্গ

ব-এ বিনোদন

মিহিরা সিনেমার একটি দৃশ্য।

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ১৮ সেপ্টেম্বর : হাতে পপকর্ন নিয়ে মুম্বই কিংবা রাজস্থানের মাল্টিপ্লেক্সে বসে দেখছেন কোচবিহারে তৈরি করা কোনও সিনেমা। উত্তরবঙ্গের সিনেমাপ্রেমীদের কাছে এ এক স্বপ্নই বটে। তবে শুক্রবার সেই সুযোগই হতে চলেছে। কোচবিহারে তৈরি পূর্ণদৈর্ঘ্যের সিনেমা 'মিহিরা' মুক্তি পাচ্ছে গোটা দেশে। বাংলা ও হিন্দি ভাষায় ১০০টি সিঙ্গল স্ক্রিন ও মাল্টিপ্লেক্সে সেটি প্রদর্শিত হবে। উত্তরবঙ্গে নির্মিত এই প্রথম কোনও সিনেমা একসঙ্গে গোটা দেশে বাংলা ও হিন্দি ভাষায় মুক্তি পাচ্ছে বলে দাবি নির্মাতাদের।

কোচবিহার শহর লাগোয়া টাকাগাছের বাসিন্দা সজল বর্মন এই সিনেমার প্রযোজক। পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বাবাই সেন ও তাঁর সহকারীরা। প্রায় দু'বছর ধরে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সিনেমাটি তৈরি হয়েছে। কোচবিহারের নানা হেরিটেজ স্থাপত্য, রাসমেলা সহ উত্তরবঙ্গের নানা জায়গায় পাশাপাশি সিকিম, অসমেও শুটিং হয়েছে। চারটি গান রয়েছে। তার মধ্যে একটি রাজবংশী ভাষায়। হিন্দি ভাষায় মুক্তি পাওয়া সিনেমায় রাজবংশী ভাষার গানটি অপরিবর্তিত রাখা হয়েছে।

নির্মাতারা জানিয়েছেন, নারীকেন্দ্রিক এই সিনেমার গল্পের মাধ্যমে কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সচেতনতার বার্তা দেওয়া হয়েছে। রাজবংশী কৃষ্টি ও সংস্কৃতি সেখানে ফুটে উঠেছে। সিনেমায় খরাজ মুখোপাধ্যায়, রাহুল রায়ের মতো বিখ্যাত অভিনেতাদের পাশাপাশি কোচবিহারের কুমকুম বর্মন, প্রদীপ বর্মন, ঋতমা বর্মনরা অভিনয় করেছেন। একটি চরিত্রে কোচবিহার পুরসভার চেয়ারম্যান রবীন্দ্রনাথ ঘোষকেও দেখা যাবে।

প্রযোজক সজল নিজেও অভিনয় করেছেন। তিনি বলেন, 'এটি আমাদের প্রথম সিনেমা। কোচবিহার থেকে সিনেমা তৈরি করে গোটা দেশে সেটির মুক্তি দেওয়া একটি চ্যালেঞ্জ ছিল। আশা করি, প্রত্যেকের সিনেমাটি ভালো লাগবে। অনলাইনে টিকিট বিক্রির সাইটে দেখা যাচ্ছে, তিন-চারটি সিনেমা হলে প্রথমদিনের শোয়ের পুরো টিকিটই বিক্রি হয়ে গিয়েছে।'

উত্তরবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরেই ফিল্ম সিটির দাবি রয়েছে। প্রসেনজিৎ চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে টলিউডের প্রথম সারির অনেক কলাকুশলীরাও সেই দাবিতে নানা সময়ে সরব হয়েছেন। এখানে যে ফিল্ম সিটির অত্যন্ত প্রয়োজন, তা নিজেদের সিনেমা তৈরি করতে গিয়ে হাড়ে হাড়ে টের পেয়েছেন 'মিহিরা'র নির্মাতারা।

সহ প্রযোজক চন্দনা বর্মনের কথায়, 'উত্তরবঙ্গের প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে সিনেমার শুটিংয়ের জন্য অনেকেই আগ্রহী। এখানে ফিল্ম সিটি তৈরি হলে নির্মাতাদের অনেক সুবিধা হবে।' পরিচালক বাবাই সেনের আশা, 'দু'বছর ধরে প্রত্যেকে অনেক খেটে সিনেমাটি তৈরি করা হয়েছে। দর্শকদের ভালো লাগলেই আমরা খুশি।'

কোচবিহারের গর্ব

- কোচবিহার শহর লাগোয়া টাকাগাছের বাসিন্দা সজল বর্মন এই সিনেমার প্রযোজক
- পরিচালনায় রয়েছেন বাবাই সেন ও তাঁর সহকারীরা
- প্রায় দু'বছর ধরে ২ ঘণ্টা ১০ মিনিটের সিনেমাটি তৈরি হয়েছে
- কোচবিহারের নানা হেরিটেজ স্থাপত্য, রাসমেলা সহ উত্তরবঙ্গের নানা জায়গার পাশাপাশি সিকিম, অসমেও শুটিং হয়েছে

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-52 of 2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. **DDP/NIT- 52 of 2025-26** Closing date extended upto 23/09/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Additional Executive Officer Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-53 of 2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/NIT- 53 of 2025-26 Closing date extended upto 23/09/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Additional Executive Officer Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-51 of 2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. **DDP/NIT- 51 of 2025-26** Closing date extended upto 23/09/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website **www.wbtenders.gov.in**

Sd/- Additional Executive Officer Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/N-54 of 2025-26

Corrigendum Notice of NIT No. DDP/NIT- 54 of 2025-26 Closing date extended upto 23/09/2025 at 13.00 Hours. Details of NIT may be seen in the website www.wbtenders.gov.in

Sd/- Additional Executive Officer Dakshin Dinajpur Zilla Parishad

OFFICE OF THE BLOCK DEVELOPMENT OFFICER, DINHATA-I DEVELOPMENT BLOCK
P.O.-DINHATA, DIST-COOCHBEHAR, P.S.-DINHATA, PIN-736135

E-Tender are invited from bonafied resourceful Contractor / Bidder for NIT No- Din-I/BDO/APAS/02/25-26, dated- 18.09.2025 of the BDO, Dinhata-I Dev. Block for 15 nos scheme under APAS fund. Details are shown in www.wbtender.gov.in. The last date for submission of tender upto 11.10.2025 at 4.00 P.M.

Sd/- Block Development Officer Dinhata-I Development Block

e-Tender Notice

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:- 1) WBMAD/JM/CH/eNIT-48/2025-26 Memo No.2610/JM Dated: 18/09/2025 2) WBMAD/JM/CH/eNIT-49/2025-26 Memo No.2611/JM Dated: 18/09/2025 3) WBMAD/JM/CH/eNIT-50/2025-26 Memo No.2612/JM Dated: 18/09/2025 4) WBMAD/JM/CH/eNIT-51/2025-26 Memo No.2613/JM Dated: 18/09/2025 5) WBMAD/JM/CH/eNIT-52/2025-26 Memo No.2614/JM Dated: 18/09/2025 **Last date of bidding (on line) dated:- 10/10/2025 at 6.55 P.M.** Details of which are available in the web portal **www.wbtenders.gov.in** & **www.jalpaigurimunicipality.org** & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer Jalpaiguri Municipality

বিস্তৃত আভ্যন্তরীণ পরিষ্কারকরণ এবং তৈলযুক্ত কাদার অপসারণ

টেন্ডার নং. আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৮৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নামঃ উঃ পূঃ সীমান্ত রেলওয়ের নিউ বঙ্গাইগাঁওস্থিত সিএণ্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপের বিটিপিএন ট্যাংক ওয়াগনের ব্যারেল থেকে ব্ল্যাক অইল এবং পেট্রোল/এলপিজির তৈলযুক্ত কাদার অপসারণ এবং বিস্তৃত আভ্যন্তরীণ পরিষ্কারকরণ। কাজের আনুমানিক রাশিঃ ১৮,২৯,৭৮১.৮০/- টাকা। ডাক সুরক্ষা জমাঃ ৩৬,৬০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

সিডব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ ৮০/ডব্লিউ-২/এপিডিজে., তারিখঃ ০৯-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ টেন্ডার নং.ঃ ১৮-এপি-II-২০২৫। কাজের নামঃ "গোসাইগাঁও হাটে - নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ এডিইএন/ফকিরাগ্রাম জংশন সেকশনের অধীনে জরাজীর্ণ কোয়ার্টারগুলির পরিবর্তে ১০টি ইউনিট টাইপ-II কোয়ার্টার (ডাবল স্টোরিড) নির্মাণ"। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,১৮,৩৭,২৪৯.৬৪ টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,০৯,২০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা হবে ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), আলিপুরদুয়ার জং.
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

দুই তলযুক্ত ৮ ইউনিট টাইপ-II কোয়ার্টারের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ৮২/ডব্লিউ-২/এপিডিজে তারিখঃ ১৬-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ৩১-এপি-III-২০২৫। কাজের নামঃ এসএসই/ডব্লিউ/হাসিমারা অধিক্ষেত্রের অধীনের কালচিনিতে দুই তলযুক্ত ৮ ইউনিট টাইপ-II স্টাফ কোয়ার্টারের নির্মাণ। টেন্ডার রাশিঃ ২,১১,৪৪,৭২৫.৮১/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৫৫,৭০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ১০-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১০-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্র-পত্র সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

পূর্ব রেলওয়ে

সংশোধনী

চিফ মেটিরিয়ালস ম্যানেজার/এডিএমএন কর্তৃক এই সংবাদপত্রে পূর্বে প্রকাশিত পূর্ব রেলওয়ের সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এর অতিরিক্ত ই-নিলাম কর্মসূচির সংশোধনী, যেখানে নিম্নরূপ অতিরিক্ত কর্মসূচি যুক্ত করা হয়েছে : শিয়ালদহ ডিভিসনে অতিরিক্ত নিলামের তারিখ : ২৫.০৯.২০২৫। শিয়ালদহ ডিভিসন এবং অন্যান্য ডিপো ও ডিভিসনের অন্যান্য তারিখগুলি অপরিবর্তিত থাকবে।

Stores-35/2025-26

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন : @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

Office of the Principal Maharaja Jitendra Narayan Medical College & Hospital

e-Tender Notice

Tender in invited for **'Supply of Indian and Foreign Medical Journals'** at MJNMCH vide Memo No. MJNMC/PRIN/2191/2025, Dated 18/09/2025. Details are available from the following sites : **www.wbtenders.gov.in, www.coochbehar.gov.in, www.mjnmch.ac.in**

Sd/- Principal, MJNMC&H Coochbehar

৩০০টি বিসিএন ওয়াগনের ছাদ এবং বডি মেরামতের সম্পূর্ণ পুনর্নবীকরণ

টেন্ডার নং.ঃ এম-২৪৯-আরএসপি-২০২৫-২৬- ডিআরজি-১২। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ কাজের নামঃ সিএণ্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপ, উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও-এ ৩০০ বিসিএন ওয়াগনের ছাদ এবং বডি মেরামতের সম্পূর্ণ পুনর্নবীকরণ। বিজ্ঞাপিত মূল্যঃ ৪,৩৫,৩৩,১০৮/- টাকা; বায়নার ধনঃ ৩,৬৭,৭০০/- টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৩-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম/এনবিকিউএস
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

রঙিয়া ডিভিশনে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং : আরএনওয়াই-ইএল-টি-১৬-২০২৪-২৫-আরটি-৩, তারিখ : ১৫-০৯-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নোক্ত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। কাজের নাম : রঙিয়া ডিভিশনে - গ্রামীণ ফিডারের পরিবর্তে এসইবি-এর টাউন ফিডার থেকে দুধনই, আমজোঙ্গা, নিউ মিসামারি, তাতিবাহার, তুকিয়া, গোহপুর, হেলেম, ঢেকিয়াজুলি রোড, ধলাইবিল এবং নাহরলাগুন স্টেশনে রেলওয়ে সাব-স্টেশনগুলিতে বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা। বিজ্ঞাপিত মূল্য : ২,৪৫,৫৯,৭৬০.৩২/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৭২,৮০০/- টাকা; টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ১০-১০-২০২৫ তারিখে ১৩০০ টায় এবং খোলা ১০-১০-২০২৫ তারিখে বন্ধের পরে। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

সিনিয়র ডিইই, রঙিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম চিত্তে মানুষের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/জিএসইউ/০৫ অব ২০২৫, তারিখঃ ১১-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ (ক) কাটিহার ডিভিশনের রেল ক্রসিংয়ে রোড ওভার ব্রিজ সহ লেভেল ক্রসিং অপসারণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন। (৪৯ এল-ক্রসিং)। (খ) কাটিহার ডিভিশনের রেল ক্রসিংয়ে রোড ওভার ব্রিজ সহ লেভেল ক্রসিং অপসারণের জন্য সম্ভাব্যতা সমীক্ষা এবং বিস্তারিত প্রকল্প প্রতিবেদন। (৫১ এল-ক্রসিং)। টেন্ডার মূল্যঃ ৯,০৭,৮৭,০১৮.৬০ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৬,০৩,৯০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৬-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডেপুটি চিফ প্রোজেক্ট ম্যানেজার (গতি শক্তি), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

কাটিহার ডিভিশনের অধীনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ কেআইআর/ইএনজিজি./৫৭ অব ২০২৫, তারিখঃ ১০-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে : টেন্ডার নং. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ নিউ জলপাইগুড়িতেঃ- টেনিস কোর্ট, ব্যাডমিন্টন কোর্টের ফ্লোরিং, টেবিল টেনিস, গ্যালারি এবং টয়লেট ব্লক সহ রেল কর্মীদের জন্য জিম সুবিধার ব্যবস্থা। টেন্ডার মূল্যঃ ৩,৮৩,৮১,০০৫.৭৯ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৪১,৯০০.০০ টাকা। টেন্ডার নং. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ কাটিহার ডিভিশনের কিষাণগঞ্জ, নিউ জলপাইগুড়ি, শিলিগুড়ি জংশন, হলদিবাড়ি স্টেশনগুলিতে পার্সেল সুবিধার জন্য শেড সহ পার্সেল কেন্দ্র সরবরাহ। টেন্ডার মূল্যঃ ৪,৫৫,০০,৩৩৯.৩৫ টাকা; বিড সিকিউরিটিঃ ৩,৭৭,৫০০.০০ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ০৭-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ০৭-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরের ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ০৭-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত http://www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম (ওয়ার্কস), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০০৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১১০৬০০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১০৫১৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১২৬৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১২৭০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.- 10 (2025-26) Memo No- 3508/BDO, eNIT No.- 12 (2025-26) Memo No- 472/PS, dated-16/09/2025 of Executive Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. Last date of submission is 09/10/2025. And incase of eNIT No.- 11 (2025-26) Memo No- 3509/BDO dated-16/09/2025 of Block Development Officer & Executive Officer last date of submission is 25/09/2025. The details of NIT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal http://wbtenders.gov.in & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/- BDO & E.O Blg. P.S

শিয়ালদহ ডিভিসনে রক্ষণাবেক্ষণ সংক্রান্ত কাজের জন্য ট্রেনের যাত্রাপথ পরিবর্তন

পয়েন্ট নং ২২৫বি/২২৬এ রূপান্তরের জন্য, শিয়ালদহ ডিভিসনের দমদম জংশন স্টেশন লিমিটে ডাউন/সিসিআর লাইনে ২০.০৯.২০২৫ (শনিবার) তারিখ ২৩.০০ ঘঃ থেকে ২১.০৯.২০২৫ (রবিবার) তারিখ ০৫.০০ ঘঃ পর্যন্ত ৬ ঘন্টার ট্রাফিক ব্লকের প্রয়োজন হবে। তদানুযায়ী, নিম্নলিখিত ট্রেনগুলি রবিবার (২১.০৯.২০২৫) নিম্নরূপে পরিবর্তিত পথে চলবেঃ (১) ১৩১৪৮ ডাউন বামনহাট-শিয়ালদহ উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস [যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.০৯.২০২৫ (শনিবার)] ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল-নৈহাটি-দমদম জংশন হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে এবং বেলঘরিয়া স্টেশনে থামবে। (২) ১২৩৪৪ ডাউন হলদিবাড়ী-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল [যাত্রা শুরুর তারিখ ২০.০৯.২০২৫ (শনিবার)] ডানকুনি-দমদম জংশন হয়ে চলার পরিবর্তে ব্যান্ডেল-নৈহাটি-দমদম জংশন হয়ে পরিবর্তিত পথে চলবে। ব্লক চলাকালীন ট্রেন চলাচলে বিলম্ব হতে পারে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, শিয়ালদহ
পূর্ব রেলওয়ে

রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য ই-নিলাম কর্মসূচি

ডিওয়াই. সিএমএম/এনএফআর/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে অক্টোবর' ২০২৫ মাসের জন্য ইউনিট ভিত্তিক রেলওয়ের স্ক্র্যাপ সামগ্রী বিক্রির জন্য নিম্নবিবরণ অনুযায়ী ই-নিলাম কর্মসূচি স্থির করা হয়েছে :

জিএসডি-নিউ জলপাইগুড়ির জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	অক্টোবর' ২০২৫	১৪-১০-২০২৫ ও ২৯-১০-২০২৫

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	অক্টোবর' ২০২৫	১৪-১০-২০২৫ ও ২৯-১০-২০২৫

কাটিহার ডিভিশনের জন্য

ক্র.নং.	মাস	স্থির করা তারিখ
১	অক্টোবর' ২০২৫	১৪-১০-২০২৫ ও ২৯-১০-২০২৫

আগ্রহী বিডাররা আইআরইপিএস ওয়েবসাইট www.ireps.gov.in এর মাধ্যমে ই-নিলামে অংশগ্রহণ করতে পারেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার/নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

স্টোরের ই-প্রোকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৬৬/০১৩/২৫-২৬, তারিখ ঃ ১১-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ক্রম. নংঃ১; টেন্ডার নং ঃ এনজে২৫৫১৮৯;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ০৩-১০-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ ৩-ফেজ বৈদ্যুতিক লোকোমোটিভের জন্য সম্পূর্ণ ট্র্যাকশন মোটর (৬এফআরএ৬০৬৮) সরবরাহ, স্পেসিফিকেশন নং. ৪টিএমএস.০৯৬.০৮১ অল্ট সর্বশেষ এবং এসটিআর নং. সিএলডব্লিউ/২০০৮/৩পিএইচটিএম/এসটিআর/০০০১ অল্ট২ বা সর্বশেষ। প্রেরক: - এসএসই/আইসি/এমইসিএইচ/শিলিগুড়ি জং., উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে। পরিমাণ: ০৬ টি।

দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম চিত্তে মানুষের সেবায়

স্টোর ই-প্রোকিউরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং.ঃ এস/৬৬/০১২/২৫-২৬, তারিখ ঃ ১০-০৯-২০২৫। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে।
ক্রম. নংঃ১; টেন্ডার নং ঃ এনজে২৫৫১৯০;
বন্ধ/খোলার তারিখ ঃ ০১-১০-২০২৫।

সংক্ষিপ্ত বর্ণনা ঃ সার্কিট মডিউল - এইচএইচপি ডিজেল লোকোমোটিভের জন্য পিআরজি ৩০১।
প্রেরক: - এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে।
পরিমাণ: ১২টি।

দ্রষ্টব্য ঃ টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি এবং টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, দরদাতারা ওয়েবসাইটে (www.ireps.gov.in) লগ ইন করতে পারেন উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক সম্ভাব্য দরদাতাদের উপরোক্ত ওয়েবসাইটে লগ ইন করতে হবে এবং যদি তারা ইতিমধ্যেই আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত থাকেন, তাহলে ইলেকট্রনিকভাবে তাদের প্রস্তাব জমা দিতে হবে। যদি তারা আইআরইপিএস -এ নিবন্ধিত না হন, তাহলে তাদের ভারত সরকারের তথ্যপ্রযুক্তি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফায়েড এজেন্সিগুলি থেকে ক্লাস-III ডিজিটাল স্বাক্ষর সার্টিফিকেট গ্রহণ করে উপরোক্ত টেন্ডারে অংশগ্রহণ করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

ডেপুটি চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রণাম চিত্তে মানুষের সেবায়

কর্মখালি

সিকিউরিটি গার্ডের কাজের জন্য লোক চাই। থাকা ফ্রি, খাওয়ার সুব্যবস্থা ও অন্যান্য সুবিধা। বেতন সাক্ষাতে। M:- 96356-58503. (C/117995)

সেতুর কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. সিওএন/২০২৫/এসইপি/০১ তারিখঃ ১১-০৯-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের হেতু অভিজ্ঞ এবং খ্যাতিপ্রাপ্ত ঠিকাদার (গণ)/ফার্ম (সমূহ) থেকে ই-টেন্ডার পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আমন্ত্রণ করা হয়েছেঃ টেন্ডার নং. সিই/সিওএন/জেআইআরবি/২০২৫/০৯/আরটি-১। কাজের নামঃ উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের জিরিবাম-ইম্ফল নতুন ব্রডগেজ রেলপথ প্রকল্পের অন্তর্গত আওয়াংখুল-টুপুলের মধ্যের সেতু নং. ১৪৬ (৩ × ৩০.৫ মিটার), ১৪৭ ডি (১ × ৩০.৫ মিটার), ১৪৯ বি (১×৩০.৫ মিটার) এবং ১৭৬ (১ × ৩০.৫ মিটার ডাবল ট্র্যাক) এ ৪ টি বৃহৎ সেতুর (সাবস্ট্রাকচার এবং সুপার স্ট্রাকচার) নির্মাণ সহিত সহযোগী সুরক্ষা কাজ (নির্মাণ)। টেন্ডার রাশিঃ ৭৮,৫৩,৯৮,৭১৫.৪৭/- টাকা। বায়না রাশিঃ ৪০,৭৭,০০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ০৭-১০-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ০৭-১০-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার প্রপত্র সহিত সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মুখ্য অভিযন্তা/সিওএন/মণিপুর প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে (নির্মাণ শাখা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমি Narayan Chandra Das আমার SBI শেয়ার সার্টিফিকেটে আমার নাম ভুল থাকায়, গত 08/7/25 তারিখে শিলিগুড়ি কোর্টে E.M দ্বারা অ্যাফিডেভিট বলে, আমি Narayan Das থেকে Narayan Chandra Das নামে পরিচিত হলাম, উভয় একই ব্যক্তি। (C/118271)

●

আমি Mitu Sikdar আমার মেয়ের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No-B-2022: 19-90026-000355 Dt- 03/03/2022, আমার নাম ভুল থাকায় গত 26/08/25 এ প্রথম শ্রেণী J.M কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে ভুল সংশোধন করে Mitu Sikdar (Baidya) থেকে Mitu Sikdar করা হল যা উভয় এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি। (C/118276)

●

আমার ভোটার ID নং WB/01/004/594187 নাম ভুল থাকায় গত 08.08.25, J.M. 3rd Court, সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Obeda Begam Molla এবং Mosammat Obeda Molla এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। নীলকুঠি রেল ঘুমটি, এন.এন.রোড, ওয়ার্ড নং 09, কোতোয়ালি, কোচবিহার, প: ব:(ভারত) (C/118116)

●

আমি Md. Liakat Ali আমার মেয়ের মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, রেজিস্ট্রেশন কার্ড, পাশ সার্টিফিকেট (Regd. No. 6172-124487, Roll. 105622N, No.0020) এবং উচ্চ মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ড, পাশ সার্টিফিকেট, রেজিস্ট্রেশন কার্ড (Regd. No. 1182141511 of 2018-2019, Roll. 160421 No. 2036) আমার নাম ভুল থাকায় গত 15/09/2025 -এ প্রথম শ্রেণি J.M. কোর্ট মালদায় অ্যাফিডেভিট বলে সংশোধন করে Liakat Ali থেকে Md. Liakat Ali করা হল। (C/118285)

●

আমার পুত্রের জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 16.09.2025 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Ayaan Hirsi Ali Sarkar এবং Ayaan Hirsi Ali এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হল। Amir Sarkar জলপাইগুড়ি। (C/117488)

●

জন্ম শংসাপত্রে নাম ভুল থাকায় গত 16.09.2025 তারিখে J.M. 2nd কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Kriste Parvin এবং Kriste Parveen এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলে পরিচিত হইলাম। (C/117486)

ত্যাজ্যপুত্র

I am Md Washi Akhtar Shah, S/o. Idrish Shah, Vill & Po. Akhta Got, Sitamari, Bihar, Current Address C/o. Bismillah hotel, Po. & Ps. Jaigaon, Dt. Alipurduar, W.B., 16/09/2025, I declared my son Ali Akhtar Shah disinherit an affidavit on Alipurduar Court. Ali Akhtar Shah will have no right to my movable and immovable property. (C/118278)

অ্যাফিডেভিট

I, Saidul Sekh, S/o Late Kalu Sekh, resident of Vill. & P.O. Sujapur, P.S. Kaliachak, District- Malda, Pin- 732206 (W.B.) declare before the Executive Magistrate at Malda vide Affidavit No. 162269 dt. 12.09.2025 that my son's name is erroneously recorded as "Moyedul Islam" instead of "Mayedul Islam" and my name is recorded as "Saidul Sk" instead of "Saidul Sekh"in all the documents of my son's Madhyamik Pariksha (Roll-R00853, No. 0094, Reg. No. R1110051-062). Saidul Sekh and Saidur Sk is the same and one identical person; and Mayedul Islam and Moyedul Islam is also the same and one identical person. (C/118274)

CINEMA সিনেমা

Now Showing at BISWADEEP
JOLLY LLB-3
*ing : Akshay Kumar, Arshad Warsi & others
Time : 1:15, 4:15, 7:15 P.M.

Now Showing at রবীন্দ্র মঞ্চ
শক্তিগড় ৩নং লেন, (শিলিগুড়ি)
JOLLY LLB-3 (Hindi)
*ing : Akshay Kumar, Arshad Warsi
Time : 12:30 & 6:30 P.M.
KAPAL (Bengali)
Time : 3.30 P.M.
A.C/Dolby Sound

আজ টিভিতে

উজি চেষ্টা করে পরিস্থিতি সামলাতে। তবু শেষরক্ষা হবে কি?
জোয়ার ভাঁটা রাত ৯.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ অমানুষ, দুপুর ১.৩০ সিঁদুরের বন্ধন, বিকেল ৫.০০ মজনু, সন্ধে ৭.৩০ বাঙালি বাবু ইংলিশ মেম, রাত ১০.৩০ বলো না তুমি আমার
কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ৯.০০ চ্যালেঞ্জ-টু, দুপুর ১২.৩০ এমএলএ ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৩.৩০ পরিবার, সন্ধে ৭.০০ আওয়ারা, রাত ১০.০০ কে তুমি নন্দিনী
ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মায়াবিনী
আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ সাগর কন্যা
কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ গ্যাঁড়াকল
জি সিনেমা : দুপুর ১২.৪১ হিম্মতওর, বিকেল ৩.১১ হিরো-দ্য বুলেট, ৫.৩৯ রাধে, সন্ধে ৭.৫৫ বেবি জন, রাত ১০.৫৩ স্যামি-টু
জি অ্যাকশন : বেলা ১১.২০ মার্কেট রাজা এমবিবিএস, দুপুর ২.১৫ মেগামন, বিকেল ৫.০৫ অঙ্গারে, সন্ধে ৭.২৮ টু পয়েন্ট জিরো, রাত ১০.৩০ গাউলি
জি বলিউড : বেলা ১১.১১ বুলন্দি, দুপুর ২.০২ নসীব অপনা অপনা, বিকেল ৪.৫৩ ফুল অওর কাঁটে, রাত ৮.০০ ঘায়ল, ১০.৫২ নফরত কি আঁধি
অ্যান্ড এক্সপ্লোর এইচডি : দুপুর ১২.২০ কঞ্জুস মকখিচুস, ২.২৫ তমাশা, বিকেল ৪.৫৮ মিসেস চ্যাটার্জি ভার্সেস নরওয়ে, সন্ধে ৭.০১ ছত্রিওয়ালি, রাত ৯.০০ উরি : দ্য সার্জিক্যাল স্ট্রাইক, ১১.২০ নীল বট্টে সন্নাটা

রাধে বিকেল ৫.৩৯
জি সিনেমা

শাহি চিকেন কোর্মা তৈরি শেখাবেন সুনন্দনা হালদার।
রাঁধুনি দুপুর ১.৩০ **আকাশ আট**

কে তুমি নন্দিনী রাত ১০.০০ কালার্স বাংলা সিনেমা

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : বাবার স্বাস্থ্যের কারণে আর্থিক চাপ বাড়তে পারে। মাথা ঠান্ডা রেখে কাজ করুন। প্রেমের সমস্যার সমাধান। বৃষ : অলসতার কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হওয়ার সম্ভাবনা। বিপন্ন কোনও পরিবারের পাশে দাঁড়িয়ে তৃপ্তি। মিথুন : সামান্যে সন্তুষ্ট থাকুন। নতুন সম্পদ কেনার সুযোগ। কর্কট : কোনও কাজে মনোনিবেশে বাধা। সঞ্চয়ে মন দিন। বাড়িতে নতুন অতিথির আগমনে আনন্দ। সিংহ : নতুন চাকরির সুযোগ পেতে পারেন। ব্যবসায় অর্থাগম হবে। কর্মক্ষেত্রে মর্যাদা বৃদ্ধি। কন্যা : নতুন ব্যবসায় বিনিয়োগে সাফল্য পেতে পারেন। মায়ের পরামর্শে পারিবারিক অশান্তি মিটবে। তুলা : সংসারের প্রয়োজনে দূরস্থানে যেতে হতে পারে। প্রতিযোগিতায় সাফল্য আসবে। হাঁটুর ব্যথায় দুর্ভোগ। বৃশ্চিক : সন্তানের উচ্চশিক্ষায় টাকার বাধা কাটবে। সম্পত্তি নিয়ে ভাইয়ের সঙ্গে বিবাদের অবসান। ধনু : সামান্য কারণে বন্ধুর সঙ্গে মনোমালিন্য হতে পারে। সৃজনশীল কাজে সাফল্য আসায় খুশি। মকর : বেকাররা কাজের সুযোগ পাবেন। প্রেমের সঙ্গীকে অকারণে কষ্ট দিয়ে ফেলে মনঃকষ্ট। কুম্ভ : আপনার উপস্থিতবুদ্ধিতে সফলতা আসবে। আইনগত ঝামেলার সম্মুখীন হতে পারেন। মীন : সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে কোনও আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্ক নষ্ট হতে পারে। সামাজিক স্বীকৃতিলাভ।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২ আশ্বিন, ১৪৩২, ভাঃ ২৮ ভাদ্র, ১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২ আহিন, সংবৎ ১৩ আশ্বিন বদি, ২৬ রবিঃ আউঃ। সূঃ উঃ ৫।২৮, অঃ ৫।৩৬। শুক্রবার, ত্রয়োদশীর রাত্রি ১১।৫৫। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৮।৫৯ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- দক্ষিণে, রাত্রি ১১।৫৫ গতে পশ্চিমে। বারবেলাদি- ৮।৩০ গতে ১১।৩২ মধ্যে। কালরাত্রি- ৮।৩৪ গতে ১০।৩ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- ধান্যচ্ছেদন, দিবা ৮।৩০ মধ্যে বিক্রয়বাণিজ্য, দিবা ১১।৩২ গতে দীক্ষা নবশয্যানসনাদ্যুপভোগ শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন। বিবিধ(শ্রাদ্ধ)- ত্রয়োদশীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। অমৃতযোগ- দিবা ৬।২২ মধ্যে ও ৭।৮ গতে ৯।২৭ মধ্যে ও ১১।৪৬ গতে ২।৫১ মধ্যে ও ৩।৩৭ গতে ৫।৩৬ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৯ গতে ৯।১৮ মধ্যে ও ১১।৪৮ গতে ৩।৭ মধ্যে ও ৩।৫৭ গতে ৫।২৮ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সততা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

দুর্ঘটনায় মৃত্যু তরুণের

মাদারিহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : যত দিন যাচ্ছে তত বেপরোয়া বাইকচালকের দৌরাত্ম্য বাড়ছে পথঘাটে। সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে গতির নেশায় মত্ত হয়ে মৃত্যুর ঘটনাও। ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়ে সেই মারণফাঁদ যেন আরও ভয়ঙ্কর হয়ে উঠছে প্রতিদিন। বুধবার নিজের গ্যারাজে বিশ্বকর্মাপুজো করেছিলেন মাদারিহাট অশ্বিনীনগর এক নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা কৃষ্ণ সরকার (২৬)। পুজোর পর রাতে এক ধাবায় খেয়ে বাইক চালিয়ে বাড়ি ফিরছিলেন এই তরুণ। বাড়ির কাছে মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালের সামনে এশিয়ান হাইওয়ের ওপর ট্রাকের সঙ্গে সংঘর্ষে প্রাণ হারান কৃষ্ণ।

মাদারিহাট

মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদার জানালেন, ঘটনাটি বুধবার মাঝরাতের। বৃহস্পতিবার বিকেল অবধি ট্রাকের হদিস পাওয়া যায়নি। এদিন মাদারিহাটের সমস্ত গ্যারাজ বন্ধ রাখা হয়। স্থানীয় অশোক রায়, কানাই দাসরা জানালেন, বৃহস্পতিবার সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করার পরিকল্পনা ছিল আমাদের। শোভাযাত্রা করে প্রতিমা নিরঞ্জনে যাওয়ার কথা। সবকিছু বাতিল করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার সব গ্যারাজ বন্ধ রাখা হয়েছে। গত ৫ সেপ্টেম্বর এই ৪৮ নম্বর এশিয়ান হাইওয়েতে ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু হয়েছিল উত্তম ছেত্রী নামের এক তরুণের। হাইওয়ে তৈরির পর এই রাস্তায় বাইক দুর্ঘটনায় প্রায় ১৬০ জনের মৃত্যু হয়েছে।

তৃণমূলে গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব আরও তীব্র

সোনাপুর, ১৮ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূলের অঞ্চল সভাপতি ও অঞ্চল চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা হতেই প্রাক্তন ব্লক সভাপতি মনোরঞ্জন দে ও বর্তমান ব্লক সভাপতি তুষারকান্তি রায়ের গোষ্ঠীর মধ্যে কোন্দল শুরু হয়েছে। তুষার আবার বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলালের ঘনিষ্ঠ। অঞ্চল কমিটির পরিবর্তন নিয়ে বৃহস্পতিবার মনোরঞ্জনের বাড়িতে একটি বৈঠক করেন তাঁর অনুগামী নেতারা। সেখানে পদ হারানো নেতারা মনোরঞ্জনের সামনে ক্ষোভ উগরে দেন। পদত্যাগের হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন কেউ কেউ। এবিষয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনার আশ্বাস দিয়েছেন মনোরঞ্জন। যদিও এবিষয়ে তিনি সংবাদমাধ্যমে কোনও মন্তব্য করেননি। এনিয়ে মথুরার তৃণমূলের চা বাগান ইউনিট কমিটির সম্পাদক দুলু মারান্ডি বলেন, 'ব্লক নেতৃত্ব অঞ্চলের সঙ্গে কথা না বলে সিদ্ধান্ত নিয়েছে। এভাবে কাউকে পদ দেওয়া ঠিক হয়নি। আমরা অঞ্চল চেয়ারম্যানের বদল মানছি না। সিদ্ধান্ত বদল না হলে সবাই পদ থেকে ইস্তফা দেবে।'

স্কুলে ভ্রাম্যমাণ মিউজিয়াম

ফালাকাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর : মাটি ছাড়া হাইড্রোফোনিক পদ্ধতিতে চাষ হয়, শুনেছিল ফালাকাটার রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলের সপ্তম শ্রেণির পড়ুয়া সায়ন ওরাওঁ। তবে প্রত্যক্ষ করেনি। বৃহস্পতিবার নর্থবেঙ্গল সায়েন্স সেন্টারের ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের মোবাইল ভ্যানে হাইড্রোফোনিক পদ্ধতিতে চাষের মডেল দেখল সে। তার সঙ্গে ছিল তার সহপাঠীরাও। বিষয়টি পড়ুয়াদের বুঝিয়ে দিয়েছে উঁচু ক্লাসের দিদিরা। ওরা দেখেছে মোবাইল ফোনের টাওয়ার কীভাবে কাজ করে। কীভাবে গাড়ির স্টিয়ারিং ঘোরে, কপিকল কীভাবে কাজ করে। মডেল দেখিয়ে জেনারেটরের কর্মপদ্ধতিও বুঝিয়ে দিয়েছে দিদিরা।

ন্যাশনাল কাউন্সিল অফ সায়েন্স মিউজিয়ামের প্রতিনিধি হিরণ্ময় রায় জানান, মোবাইল ভ্যানটি ২৫ অগাস্ট আলিপুরদুয়ার জেলায় ঢোকে। বৃহস্পতিবার প্রদর্শনী শুরু হয় রাইচেঙ্গা বিদ্যানিকেতন হাইস্কুলে।

দু'দিন পথে পড়ে প্রৌঢ়, উদ্ধারে সাজু

বীরপাড়া ও মাদারিহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : লঙ্কাপাড়া জঙ্গল এলাকায় বল্লালগুড়িতে মাদারিহাট-টোটোপাড়া সড়কে দু'দিন ধরে খোলা আকাশের নীচে পড়েছিলেন এক প্রৌঢ়। অনাহারে দুর্বল হওয়ায় চলার শক্তি ছিল না। বাঁ পায়ের ক্ষতস্থানে কিলবিল করছিল পোকা। নাকে রুমাল দিয়ে দূরে সরে যাচ্ছিলেন পথচলতি মানুষজন। বৃহস্পতিবার বিকেলে মাদারিহাট থানার ওসি অসীম মজুমদারের কাছে এই খবর পৌঁছায়। এরই মধ্যে ওই প্রৌঢ়কে উদ্ধার করে পল্লি চিকিৎসক বিনোদকুমার সিংয়ের কাছে নিয়ে যান সমাজকর্মী সাজু তালুকদার। বর্তমানে সাজু পরিচালিত হেভেন শেলটার হোমে ওই বৃদ্ধের শুশ্রূষা চলছে।

সাজু বলেন, 'সম্ভবত ওই প্রৌঢ় হিন্দিভাষী। তাছাড়া তিনি মানসিক ভারসাম্যহীন বলেই মনে হচ্ছে।' ওই প্রৌঢ় যে জায়গায় দু'দিন পড়েছিলেন সেটি হাতি অধ্যুষিত। বুধবার রাতেও হাতি ঘোরাঘুরি করছিল ওই এলাকায়। এমনকি প্রৌঢ়ের কয়েক ফুট দূর দিয়েই চলে যায় হাতির পাল। অথচ প্রৌঢ়ের ক্ষতি করেনি। এতে অবাক স্থানীয়রা।

বোনাস-ক্ষোভ ৩ বাগানে

আলিপুরদুয়ার ব্যুরো

১৮ সেপ্টেম্বর : শ্রীনাথপুর চা বাগানের পর এবার কোহিনুর চা বাগানেও বোনাস নিয়ে আন্দোলনে শ্রমিকরা। শ্রমিকদের অভিযোগ, কবে, কত হারে বোনাস দেওয়া হবে তা নিয়ে কিছুই জানাচ্ছে না মালিকপক্ষ। অথচ সরকারি নির্দেশ ছিল ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে সব চা বাগানের শ্রমিকদের ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিতে হবে। কিন্তু শ্রীনাথপুর চা বাগানের মতো কোহিনুর চা বাগানে মালিকপক্ষ সেই নির্দেশ অমান্য করছে বলে অভিযোগ। এই কারণেই বৃহস্পতিবার ফ্যাক্টরির সামনে জমায়েত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন শ্রমিকরা।

তৃণমূল শ্রমিক নেতা কেদার নেওয়ার অভিযোগ, 'বেশিরভাগ চা বাগান কর্তৃপক্ষ ২০ শতাংশ হারে বোনাস দিয়ে দিয়েছে। অথচ কোহিনুর চা বাগানে এখনও পর্যন্ত বোনাস দেওয়া হয়নি। যা নিয়ে ক্ষোভ জন্মেছে শ্রমিকদের মধ্যে। মালিকপক্ষ বোনাস নিয়ে টালবাহানা করছে।' হাতেগোনা আর কয়েকদিন পরেই পুজো। অথচ মজুরি ছাড়া কিছুই পাচ্ছে না শ্রমিকরা। দ্রুত বোনাস দেওয়ার দাবি জানিয়েছে শ্রমিকরা। এদিকে শুধু বোনাস নয় বাগানের অনেক শ্রমিক অবসর নেওয়ার পরও গ্র্যাচুইটির টাকা পাচ্ছে না বলে অভিযোগ। এমনকি পিএফ নিয়েও সমস্যা হচ্ছে। বিক্ষোভকারীরা জানিয়েছেন, শুক্রবার বাগান সাপ্তাহিক বন্ধ। শনিবার দাবিগুলি নিয়ে ফের সরব হবেন বলে জানিয়েছেন তাঁরা। দ্রুত সমস্যার সমাধান না হলে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন শ্রমিকরা।

বীরপাড়া চা বাগানের কারখানার সামনে গেট মিটিং শ্রমিক-কর্মচারীদের।

সুজানা কুজুর নামে এক শ্রমিকের কথায়, 'পুজোর আর ১০ দিনও বাকি নেই। ১৫ সেপ্টেম্বরের মধ্যে বোনাস দেওয়ার কথা। কিন্তু মালিকপক্ষ বোনাস কবে দেবে বা কত শতাংশ দেওয়া হবে তা নিয়ে কিছুই বলছে না। কীভাবে পুজোর কেনাকাটা করব তা নিয়েই চিন্তায় আছি।'

অন্যদিকে, ২০২৩ সালে বাগান বন্ধের আগের ৭ মাসের পুজোর বোনাস সহ চলতি বছরের ২০ শতাংশ বোনাস মেটানোর দাবিতে বৃহস্পতিবার বিক্ষোভ দেখান কালচিনি চা বাগানের শ্রমিকরা। এদিন দুপুরে বাগানের শ্রমিকরা ফ্যাক্টরির গেটের সামনে একত্রিত হয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকেন। কালচিনির বিধায়ক বিশাল লামা পৌঁছে দ্রুত বোনাস নিষ্পত্তির দাবি জানান। বিধায়ক বলেন, 'আগামী সোমবারের মধ্যে শ্রমিকদের ২০ শতাংশ বোনাস না দিলে বৃহত্তর আন্দোলন হবে। তাছাড়াও বাগান খোলার সময় নতুন মালিক চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল আগের ৭ মাসের বোনাস এই বছর পুজোর আগে দেওয়া হবে।' বিধায়ক ও শ্রমিকরা এই দাবি করলেও, আগের ৭ মাসের বোনাস দেওয়ার প্রতিশ্রুতির কথা অস্বীকার করেছে বর্তমান বাগান মালিক। তাছাড়া ২০ শতাংশ হারে বোনাস দেওয়া নিয়েও পরিষ্কার করে কিছুই বলতে চাননি।

বোনাস ইস্যুতে বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিক, কর্মচারীদের মধ্যেও ক্ষোভ বাড়ছে। ২০ শতাংশ হারে বোনাসের দাবিতে মঙ্গলবার থেকে সকালে গেট মিটিং করছেন শ্রমিকরা। বৃহস্পতিবারও গেট মিটিং হয়। বিষয়টি নিয়ে এদিন সন্ধ্যায় বাগানের অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার দেবকান্ত ভট্টাচার্য জানান, শ্রমিকদের সঙ্গে আলোচনার মাধ্যমে বোনাস নিয়ে সমাধানসূত্র খোঁজার চেষ্টা হচ্ছে।

অপ্সরা খাতুন নামে এক শ্রমিক বলেন, 'মুখ্যমন্ত্রী ২০ শতাংশ বোনাস দেওয়ার কথা বলেছেন। কিন্তু বাগানের ম্যানেজার মাত্র ৮.৩৩ শতাংশ হারে বোনাসের প্রস্তাব দিয়েছেন। আমরা এটা মানব না। ২০ শতাংশ বোনাসই চাই।' সরস্বতী ওরাওঁয়ের বক্তব্য, 'পুজোর মাত্র কয়েকদিন বাকি। কিন্তু আদৌ বোনাস পাব কি না, তা ম্যানেজারও জানাতে পারছেন না। তিনদিন ধরে গেট মিটিং করছি। এর শেষ দেখে ছাড়ব।'

এই বাগানটি মেরিকো টি কোম্পানি পরিচালনা করে। শ্রমিকদের অভিযোগ মেরিকো বাগানটির দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই শ্রমিকদের মজুরি এবং কর্মচারীদের বেতন নিয়মিত মিলছে না।

বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের বেহাল অবস্থা

নিরাপত্তা নিয়ে অনেক প্রশ্ন

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতালের নিরাপত্তার বেহাল ছবির যেন বদল ঘটছে না। কখনও রোগীর পরিজনদের বিরুদ্ধে হাসপাতালে ঢুকে চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীদের উপর হামলা করার অভিযোগ উঠছে। আবার কখনও হাসপাতালের চিকিৎসক, নিরাপত্তাকর্মীর বিরুদ্ধে দুর্ব্যবহারের অভিযোগ তুলেছেন রোগীর পরিজনরা। এরই মধ্যে হাসপাতালে ঘটে যাওয়া একের পর এক ঘটনার পরও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের উদাসীনতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

গত ১৫ সেপ্টেম্বর রাত পৌনে দশটা নাগাদ ড্রেসিং রুমের ভিতর প্রবেশ করে গণ্ডগোল বাধানোর অভিযোগ ওঠে কয়েকজনের বিরুদ্ধে। তাঁদের মধ্যে তৃণমূলের একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য এবং বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যার স্বামী ছিলেন বলে খবর। হাসপাতালে ঢুকে চিৎকার-চ্যাঁচামেচি করতে থাকায় চিকিৎসক তাঁদের বাধা দিলে চিকিৎসকের জামা ধরে টানাহ্যাঁচড়া করা হয় বলে অভিযোগ। হেলমেট দিয়ে হামলা করার চেষ্টাও করা হয়। এদিকে, হামলাকারীদের পরিচয় জানা গেলেও হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে অজ্ঞাতপরিচয় কয়েকজনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়।

শুনসান রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে হয় নার্সদের। -সংবাদচিত্র

একের পর এক ঘটনা

- ১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ইমার্জেন্সি গেটে এক নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন এক তরুণ
- ১৫ সেপ্টেম্বর রাতে ড্রেসিং রুমে ঢুকে গণ্ডগোল বাধান কয়েকজন
- তাঁদের মধ্যে তৃণমূলের একাধিক পঞ্চায়েত সদস্য এবং বীরপাড়া-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের এক সদস্যার স্বামী ছিলেন
- ১১ সেপ্টেম্বর রাতে চিকিৎসাধীন রোগিণীর স্বামী মহিলা ওয়ার্ডে ঢোকার আবদার করেন
- তাঁকে বাধা দিতে গিয়ে আক্রান্ত হন এক নিরাপত্তাকর্মী

এমনকি অভিযোগ দায়েরের আগে চিকিৎসকদের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ বৈঠক করেছেন হাসপাতাল সুপার কৌশিক গড়াই। যা নিয়ে নতুন করে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। সুপার অবশ্য বলছেন, 'অভিযোগ তো দায়ের করা হয়েছে। তাছাড়া এধরনের ঘটনা ঘটলে অভিযোগ দায়েরের নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।' রোগীকল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইককে ফোন করা হলেও তিনি সাড়া দেননি।

গত ১১ সেপ্টেম্বর রাতেও একটি ঘটনা ঘটে। চিকিৎসাধীন রোগিণীর স্বামী হঠাৎ করে আবদার করতে থাকেন তাঁকে মহিলা ওয়ার্ডে ঢুকতে দিতে হবে। তাঁর সঙ্গে ছিলেন আরও এক তরুণ। নিরাপত্তাকর্মী বাধা দিলে শুরু হয় কথা কাটাকাটি থেকে ধস্তাধস্তি। উত্তেজিত তরুণ হেলমেট দিয়ে নিরাপত্তাকর্মীকে আঘাত করার চেষ্টা করেন বলে অভিযোগ। ঘটনার মুহূর্তটি ধরা পড়ে হাসপাতালে থাকা সিসিটিভি ক্যামেরায়। নিরাপত্তাকর্মীদের অভিযোগ, অনেক সময় মদ্যপ অবস্থায় এসে ঝামেলা করছেন রোগীর পরিজনেরা। নিরাপত্তাকর্মীরাই নিরাপত্তার অভাব বোধ করছেন। হাসপাতালে পুলিশ প্রহরা থাকলেও বাকবিতণ্ডায় হস্তক্ষেপ করে না তারা। কখনও আবার পুলিশ হস্তক্ষেপ করার আগেই পগারপার হয়ে যায় অভিযুক্ত।

যেমন গত ১৬ সেপ্টেম্বর সন্ধ্যায় ইমার্জেন্সি গেটে এক নিরাপত্তাকর্মীর সঙ্গে তর্কাতর্কিতে জড়িয়ে পড়েন এক তরুণ। ভেতরে ঢুকতে দেওয়ার দাবি জানাতে থাকেন তিনি। নিরাপত্তারক্ষীদের কথায়, ওই তরুণের গা থেকে মদের গন্ধ বেরোচ্ছিল। এক নিরাপত্তাকর্মী বলেন, 'এই হল পরিস্থিতি। প্রতিদিন এরকম ঝামেলা হচ্ছে।' বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বীরপাড়ার বাসিন্দা তথা আলিপুরদুয়ারের সাংসদ মনোজ টিগ্গা।

তাঁর বক্তব্য, 'রাজ্যজুড়ে আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে। হাসপাতালেও নিরাপত্তা নেই। বীরপাড়া হাসপাতালে প্রায়শই এধরনের ঘটনা ঘটছে।'

আগে ২০২২ সালের ১৮ এপ্রিল এক চিকিৎসককে নিগ্রহের অভিযোগ ওঠে। ২০২১-এর ৬ জুন এক রোগীর মৃত্যুর পর নার্সদের শারীরিকভাবে নিগ্রহ করেন রোগীর পরিজনেরা। ২০২০ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর রোগীর হাতেই প্রহৃত হন এক চিকিৎসক। ২০২০ সালের ৩ সেপ্টেম্বরও রোগীর পরিজনদের হাতে প্রহৃত হন এক চিকিৎসক। পরদিন আউটডোর পরিষেবা বন্ধ রেখে মৌনমিছিল করেন চিকিৎসক, নার্স, স্বাস্থ্যকর্মীরা। ২০১৯ সালের ৩০ জুলাই দালালের প্রহারে আহত হন ব্লাড ব্যাংকের কর্মী তানজার আলি। সেবারও কর্মবিরতি পালন করেন হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স ও স্বাস্থ্যকর্মীরা। তবে সাম্প্রতিককালের ঘটনাগুলিতে চুপ সকলে।

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

কর্মব্যস্ততা।। উত্তর চব্বিশ পরগনার বর্তির বিলে ছবিটি তুলেছেন তপজিৎ চাকী।

খুঁটিপুজো করে দোকান চালুর প্রস্তুতি

সুভাষ বর্মন

পলাশবাড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মহাসড়ক তৈরির জন্য ভাঙা পড়ে পুরোনো দোকান। ব্যবসায়ীদের নতুন দোকান তৈরির জন্য আলাদা জমির ব্যবস্থা করে জেলা পরিষদ। কিন্তু তিন মাস অতিক্রান্ত, এখনও রাস্তা তৈরির কাজ সম্পন্ন হয়নি। দাবি মেনে তৈরি হয়নি হাইড্রেনও। এদিকে সামনে দুর্গাপুজো। পুজোর আগে ব্যবসা করতে না পারায় ব্যবসায়ীদের কপালে চিন্তার ভাঁজ।

দোলাচলের মধ্যেই বৃহস্পতিবার পলাশবাড়িতে রাস্তার পাশে নিজের নিজের জায়গায় খুঁটিপুজো করে অস্থায়ী দোকান তৈরি করে ব্যবসা চালু করার প্রস্তুতি শুরু করেন অনেকেই। জেলা পরিষদের সহকারী সভাধিপতি মনোরঞ্জন দে বলেন, 'ব্যবসায়ীরা দোকান তৈরি করছেন। এটা অবশ্যই ভালো দিক। কারণ, ব্যবসার জন্যই জমির প্লট বণ্টন করা হয়। আর হাইড্রেন তৈরি সহ বাকি পরিকাঠামোর কাজও দ্রুত করে দেওয়া হবে।'

যেসব দোকান সেসময় ভাঙা পড়ে, তার মধ্যে বেশ কয়েকটি সেলুন রয়েছে। রয়েছে দর্জির দোকান। এই সমস্ত দোকানে পুজোর আগে বেশ ভালো ব্যবসা হয়। কিন্তু চলতি বছর তা হয়নি। এখন পুজোর আগে আর মাত্র নয়দিন বাকি। ব্যবসায়ীদের আশা, কয়েকটা দিনে যদি কোনওরকমে ব্যবসা করা যায়।

গত ১৯ জুন পলাশবাড়ির রাস্তার দু'ধারের ব্যবসায়ীদের জন্য প্লট বণ্টন করে প্রশাসন।

ব্যবসা শুরু

- ব্যবসায়ীদের জন্য প্লট বণ্টন করে প্রশাসন
- তিন মাস পেরোলেও রাস্তার কাজ বা ড্রেন তৈরির কাজ শেষ হয়নি
- বৃহস্পতিবার থেকে অস্থায়ী দোকান তৈরি করে ব্যবসা শুরু ব্যবসায়ীদের
- তবে বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সংযোগ মিলছে না বলে অভিযোগ

ব্যবসায়ীদের মধ্যে একমাত্র জনার্দন ঠাকুর এখনও পর্যন্ত টিন দিয়ে কোনওরকমে দোকান তৈরি করে এদিন থেকে কাজও শুরু করে দেন। সুজিত শীল, সুবোধ সরকাররা দোকান তৈরির কাজে হাত দিয়েছেন। প্রত্যেকেই নিজের নিজের জায়গায় খুঁটিপুজো করেন। তবে অভিযোগ, বারবার আবেদন করা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সংযোগ মিলছে না। বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থার মেজবিলের আধিকারিক জীবানন্দ রায় বলেন, 'অফিসে আবেদন করতে বলা হয়েছে। সরাসরি আবেদন করলে দ্রুত পরিষেবা দেওয়া হবে।'

জনার্দনের কথায়, 'পুজোর আগে ব্যবসা করতে না পারলে সংসার চলবে না। তাই বাধ্য হয়ে দোকান তৈরি করেছি। কিন্তু চারদিন ধরে বলা সত্ত্বেও বিদ্যুৎ সংযোগ পাচ্ছি না।' শিলবাড়িহাট ব্যবসায়ী সমিতির সম্পাদক নিখিলকুমার পোদ্দার বলেন, 'সামনেই পুজো। ব্যবসায়ীরা বাধ্য হয়ে নতুন জায়গায় দোকান তৈরির কাজ শুরু করেছেন। দ্রুত বিদ্যুৎ সংযোগ দেওয়ার ব্যাপারে বিদ্যুৎ বণ্টন সংস্থাকে জানিয়েছি।'

শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

চিতাবাঘের আতঙ্কে ঘুম উড়েছে খাউচাঁদপাড়ার

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : বন্য শ্বাপদের হানার থেকেও বোধহয় বেশি ভয়াবহ 'কী হয়... কী হয় আতঙ্ক'। আর সেই আতঙ্কের জেরেই রাতের ঘুম উড়ে গেছে আস্ত একটা গ্রামের। ফালাকাটা ব্লকের শালকুমার গ্রাম পঞ্চায়েতের খাউচাঁদপাড়ার পথঘাটে এখন শুধুই গ্রামবাসীর সতর্ক যাতায়াত। নির্দ্বিধায়, নিশ্চিন্তে হাঁটাচলা বন্ধ।

কার্যত চিতাবাঘের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে খাউচাঁদপাড়া। গত ১৫ সেপ্টেম্বর বাড়িতে ঢুকে চম্পা কার্জি নামের এক বৃদ্ধাকে আক্রমণ করে চিতাবাঘ। তিনি এখনও মাদারিহাট গ্রামীণ হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। বুধবার রাতে চম্পার বাড়ি থেকে আধ কিলোমিটার দূরে ওই গ্রামেরই প্রভাস সরকারের ঘর থেকে শ্বাপদে তুলে নিয়ে গেল একটি বাছুর। সকালে পাশের চা বাগান থেকে হাড়গোড় উদ্ধার করা হয়।

এদিকে, একের পর এক চিতাবাঘের হানার ঘটনার জেরে এবার মোবাইল ফোন ব্যবহারকারীদের সতর্ক করল বন দপ্তর। বিশেষ করে যারা সন্ধের পর

'যেখানে বাঘের ভয়'

- কার্যত চিতাবাঘের মুক্তাঞ্চলে পরিণত হয়েছে ফালাকাটার খাউচাঁদপাড়া
- ১৫ সেপ্টেম্বর বাড়িতে ঢুকে এক বৃদ্ধাকে আক্রমণ করে চিতাবাঘ
- বুধবার রাতে প্রভাস সরকারের ঘর থেকে তুলে নিয়ে যায় একটি বাছুর
- মোবাইল ফোনে যাঁরা বুঁদ হয়ে থাকেন তাঁদের উদ্দেশে জারি হয়েছে সতর্কবার্তা
- ফোনে মশগুল থাকলে, কখন বন্যপ্রাণীদের আক্রমণ বুঝতে পারবেন না

পথ চলতে মোবাইল ফোনে বুঁদ হয়ে থাকেন তাঁদের উদ্দেশে জারি করা হয়েছে সতর্কবার্তা। কারণ, হাতি আর চিতাবাঘের দৌরাত্ম্য মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে এই এলাকায়। বিশেষত, জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যান লাগোয়া বনবস্তির মানুষ এবং চা বাগানের মানুষদের জন্য সতর্কতা।

ঘটনা প্রসঙ্গে জলদাপাড়া পশ্চিমের রেঞ্জ অফিসার অয়ন চক্রবর্তী বলেন, 'আমরা প্রতিনিয়ত মাইকে ঘোষণা করছি এবং মিটিং করে প্রচার করছি, সন্ধ্যার পর যেন কেউ বাড়ির বাইরে না বের হন। বিশেষ করে বন লাগোয়া এলাকা ও চা বাগানগুলিতে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। তরুণ সমাজের কাছে আবেদন, সন্ধের পর মোবাইল ফোন নিয়ে রাস্তার ধারে বা মাঠেঘাটে বসবেন না। মোবাইল ফোনে মশগুল হয়ে গেলে, কখন বন্যপ্রাণীদের আক্রমণে পড়বেন, বুঝতেই পারবেন না।'

বাছুর নিয়ে যাওয়া নিয়ে মালিক প্রভাস সরকার জানান, গোয়ালে বাছুর নেই। এরপর টর্চ নিয়ে চা বাগানের দিকে যান। দেখেন দুটো চোখ জ্বলজ্বল করছে। চিতাবাঘ বাছুরটির নাড়িভুঁড়ি বের করে খাচ্ছে। এরপর ভয়ে বাড়ি ফিরে এসে বন দপ্তরে খবর দেন। রেঞ্জ অফিসার জানিয়েছেন, খাঁচা পাতার বিষয় নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ ভাবছে। তবে ক্ষতিপূরণের আবেদন করলে সরকারি নিয়মে আর্থিক সাহায্য পাবেন।

খাবারের মান পরীক্ষায় ভ্রাম্যমাণ ল্যাব

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : দুর্গাপুজোর আগে বিভিন্ন দোকানের খাবারের মান পরীক্ষা করবে ভ্রাম্যমাণ ল্যাব। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে বৃহস্পতিবার একটি ভ্রাম্যমাণ খাদ্য পরীক্ষা ল্যাব উদ্বোধন করা হয়। জেলা প্রশাসনিক ভবন ডুয়ার্সকন্যা থেকে ওই ল্যাবের উদ্বোধন হয়েছে। ল্যাবের বিষয়ে এদিন জেলা শাসক আর বিমলা বলেন, স্বাস্থ্য দপ্তর থেকে ভ্রাম্যমাণ ল্যাব দেওয়া হয়েছে। এতে অনেকটাই সুবিধা হল। এর সাহায্যে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে খাবার পরীক্ষা করা হবে। দুর্গাপুজোর আগেই বিভিন্ন দোকানে অভিযান চলবে। শুধু আলিপুরদুয়ার শহরই নয়, জেলার বিভিন্ন জায়গায় ওই ল্যাব নিয়ে যাবেন ফুড সেফটি সেলের আধিকারিকরা। কয়েকদিন আগেই আলিপুরদুয়ার শহরে বিভিন্ন খাবারের দোকান পরিদর্শনে গিয়ে জেলার ফুড সেফটি দপ্তরের আধিকারিকদের চক্ষু চড়কগাছ হয়েছিল। সেসময় দুর্গাপুজোর আগে শহরে খাবারের মান যাচাই করার দাবিও উঠেছিল। সেই দাবি এবার অনেকটাই মান্যতা পেল বলে মনে করছেন শহরবাসী।

এদিন ভ্রাম্যমাণ ল্যাবের উদ্বোধনে জেলা শাসক ছাড়াও ছিলেন জেলার মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ সুমিত গঙ্গোপাধ্যায় সহ অন্য প্রশাসনিক আধিকারিকরা। বর্তমানে আলিপুরদুয়ার জেলায় খাবারের গুণগতমান পরীক্ষা করার জন্য কোনও ল্যাব নেই। জেলা ফুড সেফটি সেলের পক্ষ থেকে খাবার পরীক্ষা করাতে হলে শিলিগুড়ি পাঠাতে হয়। এবার সেই সমস্যা অনেকটাই মিটবে বলে মনে করা হচ্ছে।

জেলার উপ মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ কুমারেশ ঘোষ জানান, ভ্রাম্যমাণ ল্যাবে সবসময় একজন ফুড অ্যানালিস্ট থাকবেন। যদিও এই ল্যাবে সব ধরনের পরীক্ষা করা সম্ভব হবে না। অনেক কিছুর জন্যই শিলিগুড়ির উপরই ভরসা করতে হবে। জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের আধিকারিকরা জানাচ্ছেন, বিভিন্ন জেলাতেই এরকম ভ্রাম্যমাণ ল্যাব থাকে। তবে এতদিন আলিপুরদুয়ার জেলায় সেটা ছিল না। দুর্গাপুজোর আগে বিভিন্ন খাবারের দোকানের গুণগতমান নিয়ে বিভিন্ন প্রশ্ন থাকে। এবছর জেলা ফুড সেফটি সেলের খাবার পরীক্ষা করার উদ্যোগ কতটা সফল হয় এখন সেটাই দেখার।

রেশমশিল্পকে চাঙ্গা করতে উদ্যোগ

রাজু সাহা

শামুকতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর : রেশমশিল্পের মধ্যে দিয়ে আলিপুরদুয়ার জেলার আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রামগুলিকে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার বিশেষ উদ্যোগ নিল রেশমশিল্প দপ্তর। রেশমগুটি থেকে সুতো বের করা থেকে শুরু করে রেশম কাপড় তৈরি- সব ক্ষেত্রে আধুনিক যন্ত্রপাতি ব্যবহারের মধ্যে দিয়ে এই উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে। এর জন্য আধুনিক মেশিনের সাহায্যে সুতো তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাজ যেমন চলছে তেমনি শীঘ্রই সুতো থেকে রেশম কাপড় তৈরি করার প্রশিক্ষণও দেওয়া হবে। বৃহস্পতিবার ৫০ জন চাষির হাতে সুতো তৈরির মেশিন তুলে দেওয়া হয়। পাশাপাশি রেশম কাপড়ের বা বিভিন্ন ধরনের পোশাকের প্রদর্শনীর সঙ্গে সেখানে সেগুলি বিক্রিও করা হয়।

রেশমশিল্প দপ্তরের ডেপুটি ডিরেক্টর সুপ্রতিমকুমার দাস বলেন, 'আমরা চাই চাষিরা নিজেরাই এন্ডি খোলস থেকে সুতো বের করে সেই সুতো দিয়ে বস্ত্র তৈরি করুন। পুরো লভ্যাংশ কৃষকরাই পাক। তার জন্য আমরা এবার কৃষকদের প্রশিক্ষণ দেওয়ার পাশাপাশি সুতো তৈরির যন্ত্র এবং কাপড় তৈরির প্রশিক্ষণ দেওয়ার ব্যবস্থা করব।'

উত্তরবঙ্গের আলিপুরদুয়ার জেলায় এক সময় ব্যাপকভাবে এন্ডি পোকা চাষ হত। আলিপুরদুয়ার-২ ব্লকের তালেশ্বরগুড়ি সহ জেলার বিভিন্ন জায়গায় রেশমশিল্প দপ্তরের অফিস এবং ফার্ম গড়া হয়। কিন্তু মাঝের কয়েকটা বছর এন্ডি পোকা চাষে এলাকাবৃদ্ধি বা চাষিদের মধ্যে এই চাষে উদ্বুদ্ধ করার তেমন কাজ হয়নি। তার মূল কারণ ওই দপ্তরের কর্মী সংখ্যা কমে যাওয়া এবং এন্ডি খোলস বা রেশম সুতো এবং পিউপা বিপণনের তেমন বাজার না পাওয়ায় চাষিরা আগ্রহ হারান।

এবার সেই ছবি পালটাতে

সুতো তৈরির প্রশিক্ষণ।

বিশেষ উদ্যোগ নিয়েছে রেশমশিল্প দপ্তর। সব মিলিয়ে অন্তত ৮০০ জন চাষি রয়েছেন। ওই চাষিদের ১০০ শতাংশই আদিবাসী।

চাষিরা জানান, এন্ডি খোলস থেকে মূলত এন্ডি রেশম সুতো বের করা হয়। সেই সুতো দিয়েই দামি দামি পোশাক তৈরি হয়। কিন্তু চাষিরা আর্থিক দিক দিয়ে পিছিয়েই থাকেন। তার কারণ সুতো বের করার যন্ত্র ছিল না তাঁদের কাছে। এবার সে যন্ত্র হাতে এসেছে। প্রশিক্ষণ না থাকায় বেশিরভাগ চাষি এন্ডি খোলস অনেক কম দামে বিক্রি করতে বাধ্য হতেন। তবে রেশমশিল্প দপ্তর সুতো তৈরির মেশিন দেওয়ার পাশাপাশি তাঁদের মেশিন চালানোর প্রশিক্ষণ এবং কাপড় তৈরির মেশিন দেওয়ার যে উদ্যোগ নিচ্ছে তাতে এই ধরনের কোনও সমস্যা আর থাকছে না।

কুমারগ্রাম ব্লকের পশ্চিম চেংমারি গ্রামের কমলা নার্জিনারি নামে এক চাষি বলেন, 'আমরা মেশিনের সাহায্যে সুতো তৈরি করে সেই সুতো দিয়ে কাপড় তৈরি করব। শুনেছি কাপড়ের অনেক দাম। বিভিন্ন জায়গায় সেই কাপড় পাঠালে আমরা আর্থিকভাবে ভীষণ লাভবান হব।'

কুমারীপুজো নিয়ে প্রতিযোগিতা

এল এল পুজো এল

সুভাষ বর্মন

শালকুমারহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার-১ ব্লকের শালকুমার ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ সুরিপাড়া গ্রামের সর্বজনীন দুর্গাপুজোর মূল আকর্ষণ কুমারীপুজো। এলাকার শিশুকন্যা সহ কিশোরীদের কাছে এই পুজোর অনুভূতি আলাদা। আর কুমারীপুজোয় তাদের এত বেশি আগ্রহ যে রীতিমতো কিশোরীদের বাছাই করে নিতে হয় পুজো উদ্যোক্তাদের। তাই নিয়ম রয়েছে, গত বছর যেসব কিশোরী কুমারীপুজোয় অংশগ্রহণ করেছিল এবার তারা সেই সুযোগ পাবে না। এখনও পর্যন্ত যারা সুযোগ পায়নি তাদের মধ্যে ৯ জনকে এবছর বেছে নিয়েছেন উদ্যোক্তারা। সুযোগ মেলায় এই ৯ জন কিশোরী ভীষণ খুশি। তারা জানিয়েছে, পুজোয় ঘোরাফেরার থেকেও এই পুজোয় সুযোগ মেলাটাই বেশি আনন্দের।

দক্ষিণ সুরিপাড়া গ্রামের পূর্বদিকে জলদাপাড়ার ধইধই ঘাট বিটের জঙ্গল। আর পশ্চিমে শালকুমারহাট বিটের বিছনবাড়ির জঙ্গল। মাঝের এই গ্রামটিতে একসময় ঢাকের শব্দ শোনাই যেত না। তবে ১৯৯৩ সাল থেকে এখানকার আট থেকে আশি সবাই পুজোয় মেতে ওঠেন। এখন এই পুজোর সঙ্গে প্রায় চারশো পরিবার যুক্ত। দক্ষিণ সুরিপাড়া প্রাইমারি স্কুলের মাঠেই স্থায়ী দুর্গা মন্দির রয়েছে। কমিটির কোষাধ্যক্ষ রবিচন রাভা বলেন, 'কুমারীপুজো দেখতে বহু মানুষের ভিড় হয়। আর পুজোয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানও হয়।'

এবার পুজোয় শামিল হওয়ার জন্য ১৯ জন আবেদন করেছিল। তার মধ্যে কমিটি ৯ জনকে বেছে নিয়েছে। এই ৯ জন হল আরোহী রায়, শ্রেয়া রায়, তানিশা রাভা, বনিতা রায়, জয়িতা শীলশর্মা, রিয়ানা রায়, চয়নিকা সিংহ রায়, দুসা বর্মন ও সৃষ্টি বর্মন। প্রত্যেকের বয়স ৬ থেকে ১১ বছর। সুযোগ মেলায় উচ্ছ্বসিত সবাই। বছর দশের তানিশা রাভার কথায়, 'গতবারও সুযোগ মেলেনি। এবার পুজো পাব। এটাই সবথেকে বেশি আনন্দের।' সন্তানদের সুযোগ মেলায় খুশি অভিভাবকরাও। আরোহীর বাবা প্রসেনজিৎ রায়ের কথায়,

দক্ষিণ সুরিপাড়ার দুর্গা মন্দির।

'কুমারীপুজো ভালো উদ্যোগ। মেয়ের খুব ইচ্ছে। এবার তা পূরণ হবে। এজন্য মেয়ে দারুণ খুশি।'

দক্ষিণ সুরিপাড়া গ্রামের দুর্গাপুজো করেন পুরোহিত যাদব চক্রবর্তী। তাঁর কথায়, 'কুমারী মেয়েদের অষ্টমী তিথিতে পুজো হবে। এজন্য সবাইকে আগের দিন নিরামিষ খেতে হবে। আর পুজোর দিন উপবাস থাকতে হবে।' পুজোর দিন স্নান সেরে কুমারী মেয়েরা মন্দিরের সামনে আসবে। শাড়ি পরানো ও আলতা জলে পা ধোয়ানো হবে। সবাইকে দেবী দুর্গার মতোই সাজানো হবে। তারপর সবাই পুজোয় বসবে। তবে এই উদ্যোগ বেশি পুরোনো নয়।'

কিন্তু কেন এই কুমারীপুজো? কমিটির সভাপতি নীলকমল রায়ের বক্তব্য, 'এখন সর্বত্র শিশু, কিশোরী ও নারীরা নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। কিন্তু তারা তো দেবী মায়ের মতো। তাই তাদের পুজো দেওয়া উচিত। সমাজে সেই বার্তা দিতেই আমরা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছি।'

পুজোর আয়োজনে ঘরে দুর্গারা

বলো দুগ্গা মাইকি

সমীর দাস

হ্যামিল্টনগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর : শুরুর কয়েক বছরের মধ্যেই দর্শনার্থীদের মন জয় করে নিয়েছে হ্যামিল্টনগঞ্জের রবীন্দ্রনগর মহিলা সংঘের দুর্গাপুজো। পুজো কমিটির সদস্যরা বিভিন্ন পেশায় যুক্ত। কেউ শিক্ষিকা, কেউ আবার এলাকায় দোকান খুলে স্বাবলম্বী হয়েছেন। রয়েছেন স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত মহিলাও। বাজেট কম হলেও আয়োজনে বিশেষ ছাপ রাখে এই পুজো।

এলাকার ২০ জনের মতো মহিলা অতিমারির সময় পুজোর সূচনা করেছিলেন। একটু একটু করে ওই পুজো এখন এলাকার জনপ্রিয় পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম হয়ে উঠেছে। পার্শ্ববর্তী নেতাজিপল্লি, ডিপোপাড়া সহ হ্যামিল্টনগঞ্জের বিভিন্ন এলাকা থেকে বহু মহিলা দর্শনার্থী আসেন এই পুজোয়। এখানে তাঁরা নিজেদের মতো করে আনন্দে মেতে ওঠেন। রবীন্দ্রনগর কলোনিতে ঢুকতেই রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মূর্তির পাশে তৈরি হচ্ছে পুজোর মণ্ডপ।

পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ ঝুমা ঘোষ হাইস্কুলের শিক্ষিকা জানালেন, এবার তাঁদের পুজোর পঞ্চম বর্ষ। তবে আফসোসের সুরে তাঁর সংযোজন, 'সরকারি নিয়ম মেনে চলার পরও আমরা পুজোর সরকারি অনুদান থেকে বঞ্চিত রয়ে গিয়েছি। অনুদান পেলে আরও বড় করে আয়োজন করতে পারব।'

এই পুজোয় মনোরঞ্জনের জন্য কোনও প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয় না। তার বদলে হয় প্রদর্শনী। মহিলা ও ছোটদের আরতি প্রদর্শনী থাকে। এছাড়া ছোটদের অঙ্কন প্রদর্শনীও থাকে। সাধ্যমতো উপহার দেওয়া হয় প্রত্যেককে। এছাড়াও এলাকায় স্কুলে ভালো ফলাফল করা পড়ুয়াদের বিশেষভাবে পুরস্কৃত করা হয়। ঝুমার কথায়, 'পরবর্তীতে ইচ্ছে রয়েছে স্থানীয় বয়স্ক নাগরিকদের সংবর্ধনা দেওয়ার।'

> স্থানীয়রা এই পুজোর সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে উঠেছেন যে পুজোর জন্য নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে পুজোর কাজ করেন।
>
> **টুলু দে কিরণ**
> কমিটির সম্পাদক

পুজো কমিটির সভাপতি মণিকা সরকার বলেন, সারা বছর নিজেদের কাজ নিয়ে আমরা প্রত্যেকে ব্যস্ত থাকি। তবে পুজোর ক'টা দিন আমরা পুজো নিয়েই ব্যস্ত থাকি। আয়োজক কমিটির সম্পাদক টুলু দে কিরণের কথায়, 'স্থানীয়রা এই পুজোর সঙ্গে এতটাই একাত্ম হয়ে উঠেছেন যে পুজোর জন্য নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে পুজোর কাজ করেন।'

শুধু বড় বাজেট হলেই হল না, দরকার নিষ্ঠার পাশাপাশি বাঙালিয়ানা, সাবেকিয়ানা। কম বাজেটেও রবীন্দ্রনগরের এই পুজো সংশ্লিষ্ট সব চাহিদাই পূরণ করে।

সচেতনতা

কালচিনি, ১৮ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা পুলিশের উদ্যোগে ও কালচিনি থানার তত্ত্বাবধানে এবার পুজোমণ্ডপগুলিতে সাইবার অপরাধ রুখতে সচেতনতামূলক প্রচার শুরু হল। বৃহস্পতিবার কালচিনি থানার ওসি অমিত শর্মা সহ পুলিশ আধিকারিকরা কালচিনি ও হ্যামিল্টনগঞ্জের বিভিন্ন পুজোমণ্ডপে গিয়ে অনুদানের চেক তুলে দেওয়ার পাশাপাশি সচেতনতার বিষয়ে প্রচারপত্র বিলি করেন। ওসি জানিয়েছেন, সাইবার অপরাধ রুখতে পুজোর আয়োজক কমিটি ও দর্শনার্থীদের পুজোর মধ্যে নানাভাবে সচেতন করার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। কিছু অ্যাডভাইজারির মাধ্যমে পুজো কমিটিগুলিকে সচেতন করা হচ্ছে। এখন থেকেই ওই কর্মসূচি পালন করা হবে।

সংবর্ধনা

হাসিমারা, ১৮ সেপ্টেম্বর : কালচিনি ব্লকের সাতালি অঞ্চলের তৃণমূলের নতুন অঞ্চল সভাপতি ও অঞ্চল চেয়ারম্যান হয়েছেন কৈলাস ছেত্রী ও ইসদোর খাড়িয়া। বৃহস্পতিবার পুরোনো হাসিমারার দলীয় কার্যালয়ে দলীয় কর্মী-সমর্থকরা তাঁদের সংবর্ধনা দিলেন। দল পুনরায় দায়িত্ব দেওয়ায় কৃতজ্ঞ কৈলাস। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে সাতালি অঞ্চলে তৃণমূলের ফল যাতে আরও ভালো হয় সেনিয়ে এখন থেকেই ময়দানে নেমে পড়েছেন তিনি।

ধানখেতে হাতি

বারবিশা, ১৮ সেপ্টেম্বর : কুমারগ্রাম ব্লকের দুটি এলাকায় বুধবার শেষ রাতে বুনো হাতির দল হানা দেয়। দলে একটি শাবক ছাড়া ছয়টি হাতি ছিল। দলটি রাধানগর এলাকায় হানা দিয়ে ধানখেত নষ্ট করে। তাণ্ডব রুখতে ভল্কা রেঞ্জের বনকর্মীরা ঘটনাস্থলে পৌঁছোন। পটকা ফাটিয়ে হাতিদের জঙ্গলমুখো করা হয়। এদিকে একটি দাঁতাল সহ সাতটি হাতির আরেকটি দল ঘাকসাপাড়া এলাকার ধানখেতে দাপিয়ে বেড়ায়।

দায়িত্ব গ্রহণ

জটেশ্বর, ১৮ সেপ্টেম্বর : মাসখানেক আগেই জটেশ্বর লীলাবতী কলেজের নতুন গভর্নিং বডির সভাপতি সহ দুই নতুন সদস্যের নাম ঘোষিত হয়। এক মাস পর তাঁরা দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। বৃহস্পতিবার দুপুরে কলেজের প্রেক্ষাগৃহের অনুষ্ঠানে তাঁদের কলেজের তরফে বরণ করে নেওয়া হয়। এদিন জটেশ্বর-২ অঞ্চল তৃণমূলের বেশিরভাগ নেতা-কর্মীই উপস্থিত ছিলেন। নতুন সভাপতি সঞ্জয় দাস বলেন, 'আমি কলেজ ও পড়ুয়াদের উন্নয়নের জন্য সবসময় পাশে থাকব।'

ঝুলন্ত দেহ

শামুকতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর : এক তরুণের ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার করল শামুকতলা থানার পুলিশ। রতন দাস নামে ৩২ বছরের তরুণের দেহ উদ্ধার করে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়েছে পুলিশ। এনিয়ে শামুকতলা থানার ওসি বিশ্বজিৎ দে জানিয়েছেন, ঘটনার তদন্ত শুরু করা হয়েছে।

গ্রেপ্তার দুই

শামুকতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর : শামুকতলা থানার ৩১সি জাতীয় সড়কে নেশা করে গাড়ি চালানোর অভিযোগে দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে শামুকতলা থানার পুলিশ। বুধবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে। দুজনের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে পুলিশ।

Notice Inviting eBid

The Block Development Officer, Karandighi, Uttar Dinajpur invites the following NIT:
1. **eNIT No.-** 36/KDI/2025-26, Memo No.- 2458/Estt, Dated: 18/09/2025. **2. eNIT No.-** 37/KDI/2025-26, Memo No.- 2459/Estt, Dated: 18/09/2025. **3. eNIT No.-** 38/KDI/2025-26, Memo No.- 2460/ Estt, Dated: 18/09/2025.
Bid Proposal submission Start date: 18/09/2025 at 6.00 PM. Bid Proposal for submission Closing date: 25/09/2025 at 6.00 PM. Bid Opening for Technical Evalution date: 27/09/2025.

Sd/-
Block Development Officer
Karandighi, Uttar Dinajpur

₹২৪৯৯ এর বেশি কেনাকাটায় থাকছে আকর্ষণীয় উপহার!

শারদ বন্দনে WITH SINCE 1989 Zedd® STUDIO

শার্ট | টি-শার্ট | জিন্স | ট্রাউজার | স্যুট | ব্লেজার | কুর্তা | এক্সেসরিজ

SINCE 1989 Zedd® STUDIO

4 STATES | 50 STORES
EXCLUSIVE BRAND SHOWROOM

Zedd IS ALSO AVAILABLE ONLINE
& AT OVER 200+ LEADING RETAIL OUTLETS
amazon Myntra Flipkart AJIO

FIND STORES

উত্তর বাংলায় আমাদের শোরুমগুলির ঠিকানা:

আলিপুরদুয়ার (মারোয়াড়ি পট্টি, ☏ 7978507105) • **বালুরঘাট** (লেনিন সরণি, ☏ 8250372326) • **চাঁচল** (গ্রামপঞ্চায়েতের বিপরীতে, ☏ 9563830613) • **কোচবিহার** (রুপ নারায়ন রোড, ☏ 9476193918) • **দিনহাটা** (চওড়াহাট বাজার, ☏ 7550873144) • **গঙ্গারামপুর** (তপন রোড, ☏ 9239518416) • **জলপাইগুড়ি** (দিনবাজার, ☏ 7718500713) • **মালদা** (নেতাজি মোড়, ☏ 8515874493, পিআরএম সেন্টারপয়েন্ট মল, ☏ 8584980069) • **রায়গঞ্জ** (উকিলপাড়া, ☏ 8250145850) • **শিলিগুড়ি** (বিধান রোড, ☏ 9641046066)

পূর্ব ভারতের বিভিন্ন স্থানে আমাদের আরও স্টোর রয়েছে! কোথায় আছে জানতে এখানে দেখুন:

আরামবাগ (লিংক রোড) • **আসানসোল** (জালান মার্কেটের নিকটে) • **বগুলা** (পুরাতন পাড়া) • **বালেশ্বর** (মতিগঞ্জ বাজার) • **বাঁকুড়া** (সুভাষ রোড) • **বারাসাত** (শেঠপুকুর এর নিকটে) • **বসিরহাট** (পুরাতন বাজার) • **বেহালা** (ট্রাম ডিপো এর নিকটে) • **বহরমপুর** (নেতাজি রোড) • **বেথুয়াডহরি** (বাস স্ট্যান্ড এর নিকটে) • **বঙ্গাইগাঁও** (স্টেশন রোড) • **বর্ধমান** (কালি বাজার) • **চাকদহ** (রঘুনাথ ভবনের নিকটে) • **চন্দননগর** (বাগ বাজার মোড়) • **চুঁচুড়া** (আখন বাজার) • **কটক** (মাংলাবাগ) • **দমদম** (যশোদা সিল্ক হাউস) • **দুর্গাপুর** (বেনাচিটি, স্টেশনরোড, সিটি সেন্টার, জংশনমল) • **গুয়াহাটি** (ফ্যান্সি বাজার) • **জামশেদপুর** (সাকচি মার্কেট) • **কালনা** (স্টেডিয়ামের বিপরীতে) • **কাঁচড়াপাড়া** (স্টেশন রোড) • **কান্দি** (কৃষ্ণবাগান রোড) • **কাটোয়া** (গোয়েঙ্কা মোড়) • **কৃষ্ণনগর** (পোস্ট অফিস এর নিকটে) • **মেদিনিপুর** (ভুতড়া এম্পোরিয়াম) • **পান্ডুয়া** (কালনা মোড়) • **রামপুরহাট** (কামারপট্টি মোড়) • **রানাঘাট** (সুভাষ অ্যাভিনিউ) • **সাঁইথিয়া** (স্টেশন রোড বাজার) • **তমলুক** (পাঁশকুড়া বাস স্ট্যান্ডের নিকটে)

+91 9062 575757 | info@zeddstudio.in | /zeddstudio.in • FOR FRANCHISE ENQUIRY, VISIT: ZEDDSTUDIO.IN/FRANCHISE OR CALL — +918825176620

■ ৪৬ বর্ষ ■ ১২৩ সংখ্যা, শুক্রবার, ২ আশ্বিন ১৪৩২

ভিন্ন পথেও সংশয়

নেপালে সদ্য অভ্যুত্থানের পর অনেকে আশঙ্কা করেছিলেন, আরেকটা বাংলাদেশ তৈরি হতে চলেছে। কিন্তু সকলকে ভুল প্রমাণিত করে দিলেন নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কি। দায়িত্ব নেওয়ার পরপরই বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাক্তনী ২০২৬-এর ৫ মার্চ পার্লামেন্ট নির্বাচন ঘোষণা করে দিয়েছেন। এখানেই বাংলাদেশের সঙ্গে নেপালের তফাত বুঝিয়ে দিলেন তিনি।

২০২৪-এর অগাস্টে পালাবদল হলেও বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকার এখনও সাধারণ নির্বাচনের দিনক্ষণ ঘোষণা করে উঠতে পারেনি। নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী কিন্তু পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি ছ'মাসের বেশি এই পদে থাকবেন না। ক্ষমতা কুক্ষিগত করে রাখার জন্য তিনি আসেননি। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি নেপালের নতুন প্রধানমন্ত্রীকে অভিনন্দন ও শুভেচ্ছা জানানোর পাশাপাশি পাশে থাকার আশ্বাস দিয়েছেন। মোদি নেপালের জেন জেড-এর প্রশংসাও করেছেন।

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে অবশ্য মোদি সরকারের অবস্থান ভিন্ন ছিল। সেদেশের ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে আশ্রয় দেওয়া থেকে শুরু করে প্রথম কয়েক মাস অন্তর্বর্তী সরকারের সঙ্গে কার্যত কোনও যোগাযোগ না রাখায় একের পর এক বিড়ম্বনা সৃষ্টি হয়েছে। নেপালের ক্ষেত্রে ভারত প্রথম থেকে সতর্ক। ছাত্র-যুব আন্দোলনের শুরুতে কোনও পক্ষের হয়ে দিল্লি কিছু বলেনি। আবার সেনাবাহিনী যখন দেশের নিরাপত্তার দায়িত্ব তুলে নিল, তখন ভারত সরকারের তরফে তাদের সঙ্গে কথা বলা হয়।

এখন প্রশ্ন হচ্ছে, নেপালে হঠাৎ কেন এই গণবিক্ষোভ? হঠাৎ বললে অবশ্য অসত্য বলা হবে। আসলে সরকারের দুর্নীতি ছাড়াও দেশের বেকারত্ব, দারিদ্র্য নিয়ে সাধারণ মানুষের ক্ষোভ দীর্ঘকাল ধরে ছিল। ২৬টি সমাজমাধ্যমে সরকারি নিষেধাজ্ঞা ঘোষণায় সেই অসন্তোষে ঘৃতাহুতি পড়ে। প্রেসিডেন্ট রামচন্দ্র পৌড়েল পার্লামেন্ট ভেঙে দেওয়ায় তীব্র সমালোচনা করেছে সিপিএন (ইউএমএল), এনসিপি (এম-সি), নেপালি কংগ্রেস সহ আটটি রাজনৈতিক দল। এই আট দল সুশীলার চিন্তাভাবনার সঙ্গেও একমত নয়।

জেন জেড-এর আন্দোলনে সেনার গুলিতে নিহতদের সুশীলা শহিদ ঘোষণা করেছেন। আট দল বেঁকে বসায় তাঁকে বেগ পেতে হচ্ছে বৈকি। শেষমেশ আন্দোলনকারী নেতৃত্ব কী চাইছে, তার ওপরে নির্ভর করছে নেপালের ভবিষ্যৎ। ২০২৪-এর জুলাই-অগাস্টে বাংলাদেশের গণ অভ্যুত্থানের পিছনেও ছিল ছাত্র-যুবরা। তাঁদের কোটা বিরোধী আন্দোলনের জেরে দেশ ছাড়তে বাধ্য হন শেখ হাসিনা।

আর নেপালে জেন জেড-এর বিক্ষোভের কাছে নতিস্বীকার করতে বাধ্য হন প্রধানমন্ত্রী কেপি শর্মা ওলি। বাংলাদেশে গত অগাস্ট থেকে শুরু রাজনৈতিক অস্থিরতা আজও চলছে। আওয়ামী লিগ নিষিদ্ধ। বিএনপি ভোটের দাবিতে সরব। ভোট ফেব্রুয়ারির মাঝামাঝি হবে বলে ঘোষণা আছে। বাংলাদেশের আগে ২০২২ সালে গণ আন্দোলনের জেরে দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলেন শ্রীলঙ্কার 'দুর্নীতিপরায়ণ' বলে অভিযুক্ত প্রেসিডেন্ট গোতাবায়া রাজাপাক্ষে।

নেপালেও বেকারসমস্যা, গরিবি, সরকারের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ ছিল অসন্তোষের প্রধান কারণ। যদিও আন্দোলনের শুরু ২৬টি সমাজমাধ্যমে সরকারি নিষেধাজ্ঞার প্রতিবাদে। কাঠমান্ডুতে সেই তাণ্ডবের সময় নেপালের সেনাবাহিনী কার্যত হাত গুটিয়ে বসে ছিল। তবে নেপালে শাসক শিবিরের নেতা-মন্ত্রীদের ওপর যতটা হামলা হয়েছে, শ্রীলঙ্কা বা বাংলাদেশে কিন্তু ততটা হয়নি। তবে লুটপাটের ছবি তিন দেশে প্রায় একইরকম।

নেপালের ঘটনার পিছনে কার হাত, তা নিয়ে চর্চা চলছে বিস্তর। ভারত, আমেরিকা, চিন- তিন দেশেরই নাম উঠেছে। পদত্যাগী প্রধানমন্ত্রী ওলি সরাসরি ভারতকে দায়ী করছেন। মোদি সরকার অবশ্য খুব সাবধানে পা ফেলছে। কোনও পক্ষের দিকে না ঝুঁকে শুধু নেপালি জনগণের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। মোট কথা, আরেকটা বাংলাদেশের জন্ম হল কি না, তা বলার সময় এখনও আসেনি। তবে পাকিস্তান, শ্রীলঙ্কা, বাংলাদেশ, নেপাল- চার প্রতিবেশীর ঠেলায় অগ্নিবলয়ের মাঝে ভারত!

অমৃতধারা

অন্নপূর্ণাকে কিছুতেই কেহ ক্ষয় করিতে পারে না। অতএব সর্বদা অন্নপূর্ণার দাস হইয়া থাকুন। লোকসকল স্বস্ব ভাগ্যানুসারে সুখ দুঃখাদি উপভোগ করিয়া এই জগতে শত্রু মিত্রাদি শুভ অশুভ কারণজালে আটক পরিয়া লাঞ্ছনা পাইয়া থাকে। অতএব সর্বদা ভাগ্য অন্নপূর্ণার নিকট রাখিয়া নিষ্কণ্টক পদ সত্যের আশ্রয় লাভ করুন, যাহার আশ্রয় ভুলিয়া লোকে নানারূপ সুখদুঃখ শুভাশুভ বন্ধনে পড়িয়া ঊর্ধ্ব অধগতিতে ভ্রমণ চক্রে ঘুরিয়া পড়ে। এই চক্র হইতে এক মুক্তির উপায় হইতেছে সত্যব্রতের দাস অভিমান অর্থাৎ অন্নপূর্ণার স্থান, যেখানে বিশ্বনাথ থাকেন। বাসনাই বন্ধনের হেতু। বাসনা হইতেই সত্যশক্তি ভুলিয়া কর্তৃত্বাভিযোগে অস্থায়ীর দ্বারা প্রকৃতির গুণের বিবৃতি হইয়া সত্যবস্তুকে স্মরণ করিতে পারে না।

-শ্রীশ্রী কৈবল্যনাথ

গ্রেট নিকোবরে বিপন্ন শোম্পেন, অরণ্য

প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে মাত্র শ-তিনেক জনসংখ্যার বিশ্বের শেষ শিকারিমানবদের 'জেনোসাইড'-এর শামিল হবে।

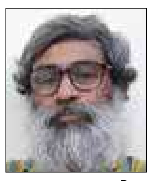

কৃষ্ণপ্রিয় ভট্টাচার্য

সৌজন্যে : অ্যানথ্রোপলজিক্যাল সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া

ভারতের যে কয়েকটি অপরিহার্য পরিবেশবান্ধব ও জীবনদায়ী অভয়ারণ্য দেশের বাকি ভূখণ্ডকে সারাবছর অক্সিজেন দিয়ে বাঁচিয়ে রাখে, তাদের একটি ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপসাগর সংগমের লক্ষাধিক হেক্টর বিস্তৃত নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের গ্রেট নিকোবর বায়োস্ফিয়ার বা গ্রেট নিকোবরের অনন্য গ্রীষ্মমণ্ডলীয় চিরহরিৎ বৃষ্টি-বন। এই অরণ্যকে শোম্পেন-অরণ্যও বলা হয়। ভারতের যে সামান্য কয়েকটি ভূখণ্ডের মানবসম্পদ এদেশটাকে প্রাচীন মানবভূমির মর্যাদা ও গৌরব দেয়, তাদের অন্যতম গ্রেট নিকোবর দ্বীপ। কারণ, এই ভূখণ্ডে গত ১০ হাজার বছর ধরে বসবাস করছে বিশ্বের অন্যতম তথাকথিত সভ্যতা-বিচ্ছিন্ন আদি শিকারিমানব শোম্পেনরা।

এরকম একটি অত্যন্ত সংবেদনশীল জীববৈচিত্র্যপূর্ণ দ্বীপভূমিতে অত্যাধুনিক মেগাপ্রকল্প করে 'ভারতের হংকং' বানাচ্ছে কেন্দ্রীয় সরকার- শুধু দেশের ভেতরে নয়, তাবড় তাবড় আন্তর্জাতিক পরিবেশবিদ ও আদিম জাতি বিশেষজ্ঞরা বিষয়টিকে এভাবেই দেখছেন! বলা হচ্ছে, ১৫৭ বছর আগে ১৮৬৮ সালে যেভাবে ইউরোপের ডেনিশরা নিকোবর দ্বীপপুঞ্জকে ব্রিটিশদের কাছে বিক্রি করে দিয়েছিল, সেভাবেই নাকি এখনকার নিকোবরের মালিক মোদি সরকার দ্বীপটিকে বিক্রি করে দিচ্ছেন আদানি ও অন্য শিল্পপতিদের কাছে।

ফ্রন্টলাইন, দি হিন্দু, গার্ডিয়ান, দি টেলিগ্রাফের মতো ইংরেজি মিডিয়ায় এনিয়ে গত চার বছর ধরে সাংঘাতিক আলোচনা চললেও বাংলা মেইনস্ট্রিম বা সোশ্যাল মিডিয়ায় এনিয়ে চর্চা খুব একটা নেই।

২০২১ সালে নীতি আয়োগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ভারত সরকার আন্দামান থেকে প্রায় ১৫০ কিলোমিটার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর ও ভারত মহাসাগরের সংগমস্থলের গ্রেট নিকোবর দ্বীপে 'হোলিস্টিক ডেভেলপমেন্ট অফ গ্রেট নিকোবর আইল্যান্ড প্রোজেক্ট' নামে ৭২ হাজার কোটি টাকা প্রারম্ভিক ব্যয়ের একটি প্রকল্প শুরু করেছে (ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের খরচ ৯২ হাজার কোটিতে পৌঁছে গিয়েছে বলে কেউ কেউ বলতে শুরু করেছেন)।

প্রকল্পটির ডাকনাম 'দি গ্রেট নিকোবর মেগা প্রোজেক্ট।' ২০৫০ সালে এই প্রকল্পের কাজ সম্পূর্ণ হবে বলে ভারত সরকার মনে করছে (তখন এই প্রকল্পের বিনিয়োগ কত হাজার কোটি টাকায় পৌঁছোবে, সেটা নিয়ে প্রশ্ন আছে)। গ্রেট নিকোবরের ১৬৬ বর্গকিলোমিটার বিস্তৃত এলাকায় এই প্রকল্পে আন্তর্জাতিক কনটেনার ট্রান্সশিপমেন্ট টার্মিনাল, বড় মাপের গ্যাস ও সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট বিদ্যুৎকেন্দ্র, ব্যস্ত সময়ে ৪ হাজার বিমানযাত্রী ওঠানামা করতে পারার মতো আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর, দুটি নিউ গ্রিনফিল্ড সিটি মেগা টাউনশিপ, ক্রুইজশিপ টার্মিনাল, বিলাসবহুল পর্যটন রিসর্ট ও শিল্পতালুক নির্মিত হবে বলে সরকারি ঘোষণা আছে।

ভারত সরকারের লক্ষ্য, প্রকল্পটির কাজ শেষ হলে এই দ্বীপভূমিটিকে সাড়ে ৬ লক্ষ মানুষের অতিআধুনিক জনবসতিতে পরিণত করা। কেন্দ্রীয় সরকার মনে করছে, ভারত মহাসাগরে বিশ্বের অন্যতম ব্যস্ত জাহাজ চলাচলের পথ, মালাক্কা প্রণালীর কাছে অবস্থিত এই প্রকল্প আন্তর্জাতিক বাণিজ্য ও পর্যটন প্রসারে যেমন সাংঘাতিক সুফল আনবে, তেমনই প্রকল্পটির ফলে এই অঞ্চলে চিনের ক্রমবর্ধমান প্রভাবের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব হবে। দক্ষিণ এশিয়ায় ভারত আরও শক্তিমান হয়ে উঠবে।

গ্রেট নিকোবরের যেখানে এই প্রকল্প হচ্ছে, সেই দ্বীপভূমির আদি অরণ্যভূমিকে ১৮০০-রও বেশি প্রজাতির প্রাণী, ৬৫০ প্রজাতির ফার্ন, সপুষ্পক (angiosperm), নগ্নবীজ (gymnosperm) ও অপুষ্পক (bryophites) উদ্ভিদের বিশিষ্ট বাস্তুতন্ত্রের কেন্দ্র বা হটস্পটের মর্যাদা দেওয়া হয়। পরিবেশবিদদের মতে, এই ভূখণ্ডের সতীত্ব নষ্ট করা বাস্তুতন্ত্রের ভারসাম্যের প্রশ্নে অসমীচীন। বলা হয়, গ্রেট নিকোবরের প্রতি তিনটি পাখি প্রজাতি ও প্রতি চারটি উদ্ভিদ প্রজাতির মধ্যে অন্তত একটি বিশ্বের অন্য কোথাও পাওয়া যায় না!

গ্রেট নিকোবরে সমুদ্রজন্মা গ্যালাথিয়া নদী উপত্যকার বিশ্বখ্যাত গ্যালাথিয়া জাতীয় উদ্যান অস্ট্রেলিয়ান লেদারব্যাক সামুদ্রিক কচ্ছপের প্রজননকেন্দ্র ও বিপন্নপ্রায় নিকোবর মেগাপোড, নিকোবর ট্রিশ্রু প্রভৃতি বিরল পাখিরালয়ের জন্যও বিশ্ববিখ্যাত। এই দ্বীপপুঞ্জে আরও অনেক বিরল প্রাণীর সঙ্গে আছে মূলত বৃক্ষবাসী বিড়ালচক্ষু ক্যাটস্নেক ও আর্বোরিয়াল প্রজাতির ট্রি-ফ্রগ বা গাছ-ব্যাং। তাছাড়া নিকোবর হল আন্তর্জাতিক স্তরে স্বীকৃত ভারতের একমাত্র 'সুন্দাল্যান্ড বৈশ্বিক জীববৈচিত্র্যের হটস্পট।'

নিকোবর দ্বীপপুঞ্জের অদূরের সমুদ্রেই বিশ্বের ৭৫ শতাংশ প্রবালের দৌলতে মূল্যবান 'কোরাল ট্রায়াংগল' ও বিস্ময়কর মাছ ও অমেরুদণ্ডী সামুদ্রিক প্রাণীর আবাসস্থল আছে। এখানে কোনওরকম মেগা প্রোজেক্ট এসবের ধ্বংস ডেকে আনবে।

শোম্পেনরা একদা সুমাত্রা থেকে আসা মঙ্গোলীয় বংশজাত নিকোবরের প্রাচীনতম অধিবাসী। হ্যাঁ! পরিবেশ প্রসঙ্গ ছাড়াও সবচাইতে বেশি যে বিষয়টি উঠে আসছে, সেটা হচ্ছে এই প্রকল্প বাস্তবায়িত হলে তা এখনও পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন, মাত্র শ-তিনেক জনসংখ্যার বিশ্বের শেষ শিকারিমানবদের অন্যতম গ্রেট নিকোবর দ্বীপের ১০ হাজার বছরেরও প্রাচীন আদিবাসী 'শোম্পেন'দের 'জেনোসাইড' বা জাতিনিধনের শামিল হবে! শোম্পেন জনজাতি বিশ্বের ১০০টি বিচ্ছিন্ন মানবগোষ্ঠীর একটি।

বিশেষজ্ঞরা, বিশেষ করে আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন জনজাতি অধিকার রক্ষায় কর্মরত স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা 'সারভাইভাল ইন্টারন্যাশনাল' আশঙ্কা করছে, দীর্ঘকাল ধরে বিচ্ছিন্ন থাকার কারণে রোগ প্রতিরোধের ক্ষমতাহীন শোম্পেনরা বহিরাগতদের সংস্পর্শে এলে সংক্রামক রোগে আক্রান্ত হওয়ার গুরুতর ঝুঁকির মুখে পড়তে পারেন, যা তাঁদের জনসংখ্যাকে মারাত্মকভাবে কমিয়ে আনতে পারে। এমনকি, বিলুপ্তও করে দিতে পারে।

১৯৮০ সালের এক ভয়াবহ মহামারিতে ১০০ জন শোম্পেন মারা গিয়েছিলেন। সেই মহামারি বহিরাগতদের কারণেই ঘটেছিল। আরেকটি বিপদের আশঙ্কা হল, প্রকল্পস্থলে গ্যালাথিয়া নদীর মুখে মেগাবন্দর নির্মাণ হলে নদীপ্রবাহে পলি জমে যাবে। সেই পলি, নদীতীরবর্তী শোম্পেনদের খাদ্যের অন্যতম উৎস কেতকী গাছগুলোকে ক্ষতিগ্রস্ত করবে। এভাবে নানা অজানা রোগের ঝুঁকি বাড়বে, এলাকার বনভূমির ক্ষতি হবে।

যদিও বলা হয়েছে, প্রায় ১০ লক্ষ গাছ কাটা হবে। কিন্তু পরিবেশবিদরা বলছেন, বৃক্ষচ্ছেদন হবে আরও অনেক বেশি। যদিও সরকার বলছে, হরিয়ানায় সমপরিমাণ গাছ লাগিয়ে ক্ষতিপূরণ করা হবে। কিন্তু বাস্তবে পরম্পরাগত জীবিকা ও সংস্কৃতি তথা জীবনধারার ওপর কুপ্রভাব, বহিরাগত জনসংখ্যার চাপ, গ্রেট নিকোবর দ্বীপের আদি মানব শোম্পেনদের জীবনে 'মৃত্যুদণ্ডস্বরূপ' হবে প্রকল্পটি।

রাষ্ট্রসংঘ ও জনজাতি অধিকার সংস্থাগুলি এই বিষয়ে ইতিমধ্যে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। তারা সতর্ক করে দিয়েছে যে, এ ধরনের একটি মেগাপ্রকল্প শোম্পেনদের বিলুপ্তির কারণ হতে পারে! ফলে 'গ্রেট নিকোবর মেগাপ্রকল্প' গ্রেট হলেও এসব কিছু কারণে সমালোচনা ও সাংঘাতিক বিতর্কের মুখে পড়েছে।

গ্রেট নিকোবর দ্বীপে কোনও প্রকল্প করতে ভারত সরকারের নানাবিধ আইনের বিধিবিধান মানতে হয়। কংগ্রেসের সংসদীয় দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধি থেকে শুরু করে লোকসভায় বিরোধী নেতা রাহুল গান্ধি, ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহ, পরিবেশবিদ মাধব গ্যাডগিল- সকলেই বলেছেন, প্রকল্পটি হতে যাচ্ছে আইনকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়ে!

এসব আইনের মধ্যে আছে ভারতীয় বনাধিকার আইন বা দি শিডিউল ট্রাইবস অ্যান্ড আদার ফরেস্ট ডুয়েলার্স (রিকগনিশন অফ ফরেস্ট রাইটস) অ্যাক্ট ২০০৬, দি আন্দামান অ্যান্ড নিকোবর আইল্যান্ডস (প্রোটেকশন অফ অ্যাবোরিজিনাল ট্রাইবস) রেগুলেশন ১৯৫৬, দি কোস্টাল রেগুলেশন জোন নোটিফিকেশন, দি শোম্পেন পলিসি, আর্টিকেল ৩৩৮(৯) অফ দি কনস্টিটিউশন, দি রাইট টু ফেয়ার কমপেনসেশন অ্যান্ড ট্রান্সপারেন্সি ইন ল্যান্ড অ্যাকুইজিশন, রিহ্যাবিলিটেশন অ্যান্ড রিসেটেলমেন্ট অ্যাক্ট ২০১৩, ওয়াইল্ডলাইফ (প্রোটেকশন) অ্যাক্ট ১৯৭২, ফরেস্ট (কনজারভেশন) অ্যাক্ট ১৯৮০ প্রভৃতি।

(লেখক সাংস্কৃতিক নৃতত্ত্বের গবেষক)

আজ

১৯১৯

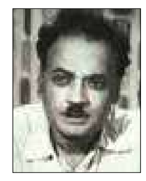

কৌতুক অভিনেতা জহর রায়ের জন্ম আজকের দিনে।

১৯২৪

আজকের দিনে জন্ম রবীন্দ্রসংগীতশিল্পী সুচিত্রা মিত্রের।

আলোচিত

গতকাল আমার রেস্তোরাঁয় বিক্রি হয়েছে মাত্র ৫০ টাকা। অথচ আমার রেস্তোরাঁর কর্মীদের মাইনে বাবদ আমাকে দিতে হয় ১৫ লক্ষ টাকা। তাহলে আমার কষ্টটাও আপনারা বুঝুন। আমিও তো এই হিমাচলপ্রদেশেরই। আমি এই জায়গারই বাসিন্দা।

\- **কঙ্গনা রানাওয়াত**

(বন্যাদুর্গতদের প্রতি বক্তব্য)

ভাইরাল/১

মধ্যপ্রদেশে প্রসবের জন্য এক মহিলাকে পরীক্ষা করছিলেন ডাক্তার। সেই সময় লেবার রুমে ঢুকে পড়েন কয়েকজন ইন্টার্ন চিকিৎসক। সেখানেই মারামারি শুরু করেন তাঁরা। তখন বেডে শুয়ে ওই গর্ভবতী। ডাক্তারদের এই আচরণে নিন্দার ঝড় উঠেছে নেটমাধ্যমে।

ভাইরাল/২

হায়দরাবাদে কাজ করার পাশাপাশি মায়েদের ছেলেমেয়ের যত্ন নেওয়ার একটি ভিডিও ভাইরাল। রাস্তার পাশে দাঁড় করানো ওই মায়ের ছোট্ট স্টল। যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি রুটি বেলছেন, মাঝে মাঝে চাটুতে রুটি ওলটাচ্ছেন। কোলের শিশুটি কাঁধে মাথা রেখে ঘুমোচ্ছে। 'মুকুট ছাড়া রানি'র প্রশংসায় নেট নাগরিকরা।

জনমত

পারমিটহীন গাড়িই যেন পথের রাজা

টোটো এবং ভুটভুটি যেন পথের রাজা। ভাবখানা এমন যেন ওরাই একমাত্র রোড ট্যাক্স দিয়ে পথ চলে, ছোট গাড়ি, ট্রেকার, লরি, প্রাইভেট কার- সবই বিনা পারমিটে রাস্তায় চলে। কখনও দেখি না রাস্তায় চলা অতিরিক্ত মাল বহনকারী ভুটভুটি ধরে ট্রাফিক পুলিশ হেনস্তা করছে। অথচ অন্যান্য গাড়ি সবরকম নিয়মবিধি মেনে চললেও সামান্য ত্রুটি খুঁজে পেলে হাজার হাজার টাকার কেস দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এখন আবার অনলাইনে কেস দেওয়ার ফলে স্থানীয় ট্রাফিক ওসির সঙ্গে কথা বলেও কোনও সুরাহা হচ্ছে না।

মানছি অনেক সময়ে গাড়ির চালক সহ গাড়ির কাগজপত্রের ভুলত্রুটি থাকে। সেক্ষেত্রে কেস দিলে বা ফাইন করলে কিছু বলার থাকে না। কিন্তু অনেক সময়ে ট্রাফিক পুলিশের অতিরিক্ত আইনরক্ষকের ভূমিকার ফলে ভুল বা ত্রুটিমুক্ত গাড়িকেও জরিমানা করা হয়। যেমনটি হয়েছে আমার ক্ষেত্রে।

কয়েকদিন আগে নিজেদের গাড়িতে মেয়ের চিকিৎসার জন্য মালদা যাচ্ছিলাম। তপন রোড হয়ে গঙ্গারামপুর হাইরোড কালীবাড়ির পাশে যখন আসি তখন পাশাপাশি তিনটি টোটো দাঁড়িয়ে ছিল। ড্রাইভার শুধু একজন টোটোচালককে বলেছে, 'বাঁদিকে একটু ফাঁকা রাখলে আমি যেতে পারতাম।' আমাদের গাড়ির কাছাকাছি সেই সময়ে কোনও ট্রাফিক পুলিশ ছিল না। টোটোচালকের সঙ্গে কথা হচ্ছে দেখে রাস্তার অপর প্রান্ত থেকে একজন ট্রাফিক পুলিশ এসে টোটোচালকের পক্ষ নিয়ে ড্রাইভারের সঙ্গে কথা বলতে থাকেন। ইতিমধ্যে ট্রাফিক জ্যাম খুলে যায়। আমরা মালদার দিকে রওনা হওয়ার সময়ে আরও একজন ট্রাফিক পুলিশ এসে আমাদের দাঁড়াতে বলে, ততক্ষণে আমরা অনেকটা চলে গিয়েছি। আমি জানলা দিয়ে হাত দেখিয়ে বলি, 'পরে এসে থানায় দেখা করছি।'

মালদায় চলে যাওয়ার পর জানতে পারি, ২৫০০ টাকা ফাইন করে কেস দেওয়া হয়েছে। আমার অভিমত, গাড়ির নম্বর সহ সমস্ত দৃশ্য নিশ্চয়ই সিসিটিভিতে ধরা আছে। ড্রাইভার এবং রোগী সহ দুজন মহিলা এবং আমার মতো প্রবীণ ট্রাফিক পুলিশের সঙ্গে কী খারাপ ব্যবহার করেছি সেটা দেখে নিয়ে ফাইন করলে ভালো হত।

জানি সাধারণ মানুষের কীসে ভালো হবে তা নিয়ে ভাবার সময় কারও নেই। আমাদের সবকিছু মুখ বুজে সহ্য করা ছাড়া কিছু করার নেই। বিশেষ করে পুলিশ প্রশাসনের বিরুদ্ধে তো কোনও মতেই নয়। মেনে নেওয়াটাই যেন আমাদের ভবিতব্য।

প্রাণগোপাল সাহা
সুভাষপল্লি, গঙ্গারামপুর।

পত্রলেখকদের প্রতি

যাঁরা জনমত বিভাগে মতামত জানিয়ে চিঠি পাঠাতে চান তাঁরা নিম্নলিখিত ই-মেল বা হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর ব্যবহার করতে পারেন। নিজের এলাকা, রাজ্য, দেশ ও বিদেশের নানা বিষয়ে আপনার নিজের মতামত পাঠান। নিজের এলাকার সমস্যাদি নিয়ে বিশদে লিখতে পারেন। সঙ্গে ছবি পাঠালে ভালো হয়। এছাড়াও সরাসরি ডাকযোগেও চিঠি পাঠানো যাবে।

-ঃ ঠিকানা ঃ-
সম্পাদক, জনমত বিভাগ
উত্তরবঙ্গ সংবাদ, বাগরাকোট, সুভাষপল্লি,
শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১

ই-মেল
janamat.ubs@gmail.com
হোয়াটসঅ্যাপ
9735739677

বড় হওয়ার যাত্রা মন খারাপ আনে পুজোয়

নস্টালজিয়ায় ঢুঁ না মেরে, সকাল-সন্ধ্যা পুজোর ক'টা দিন ল্যাপটপে খটাখট করে সত্যিই কি বাঙালি ভালো থাকতে পারে?

চিরদীপা বিশ্বাস

'কী রে, পুজোয় বাড়ি আসবি না?'

উত্তরে নীরবতা আর দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কিছুই পেলাম না। চোখ দুটো ঝাপসা হয়ে গেল শুধু।

'আরে, দেওয়ালির ছুটিতে তো যাবই। রাখছি হ্যাঁ, রিপোর্ট লিখতে হবে রে একটা' বলে কোনওক্রমে ফোন কেটে যেন পালিয়ে বাঁচলাম। তবে, সত্যিই পালাতে পারলাম কই! চতুর্দিকে পুজো পুজো গন্ধ ম-ম করছে। এর মাঝে ক্রমাগত নিজেকে বুঝিয়ে যাওয়া 'অ্যাডজাস্ট করতেই হবে, নো মন খারাপ। বড় হতে হবে তো!'

তবে এই বড় হওয়া মন থেকে মানতে পারছি ক'জন? আসলে অ্যাডজাস্টটাই করে চলেছি শুধু। তাই মনের শরীর খারাপ হয়। দুনিয়াসুদ্ধ লোক যে যাই বলুন, বাঙালির দুর্গাপুজো নিয়ে ইমোশনাল হওয়াটা মানায়। বাস্তব জীবনের কাঠিন্য ভুলে আবেগী হয়ে ভাসতে থাকাটা মানায়। পাঁচটা মাত্র দিনের জন্য বছরভর অপেক্ষা করা মানায়। যতই কাজের চাপ থাকুক, পৃথিবীর যে কোণেই থাকুন, তবুও ওই ক'টা দিন বাড়ির জন্য, পাড়ার জন্য, কাছের মানুষের জন্য মন খারাপ করা মানায়। আমাদের মনের 'প্রসেসর'টাই যে এরকম।

বড় হওয়ার তাড়নায় এই প্রসেসরে গণ্ডগোল হলেই মুশকিল! কাজকর্ম করি আমরা ভালো থাকার ও অন্যকে ভালো রাখার জন্য। কিন্তু নস্টালজিয়ায় ঢুঁ না মেরে, সকাল-সন্ধ্যা পুজোর ক'টা দিন ল্যাপটপে খটাখট করে সত্যিই কি বাঙালি ভালো থাকতে পারে? পাঁচটা দিন চোখের নিমেষে হুস করে বেরিয়ে যায়। আসল মজা তো দিনগোনা আর অপেক্ষাতে।

সেসব এক্কেবারে ভুলে আমরা ভালো থাকি ক'জন!

বাজার করা, এ দোকান ও দোকান ঘুরে বেড়ানো, ফাঁকে ফুচকা-মোমো-এগরোল, জামাকাপড়ের পাট চুকলে জুতো আর মহিলা মহল স্পেশাল কসমেটিক্সের বাহার খুলে বসা- মহালয়ার আগে মোটামুটি সব রেডি। তারপর সকলকে ডেকে এনে ঝোলা উপুড় করে দেখানো এবং সেই ছুতোয় বার কয়েক সবচেয়ে পছন্দের জামাখানা গলিয়ে নেওয়া আর মায়ের সেই চিরচেনা বকুনি, 'হ্যাঁ, পুজোর আগেই পরে নোংরা করে ফেল আর কী' শুনে আবার যথাস্থানে রেখে দেওয়া। এসব ছাড়া আবার পুজো হয় নাকি!

এক ঝটকায় সেসব বদলে বছর দুই যাবৎ হঠাৎ পুজোর আগে প্রশ্ন আসা শুরু হল, 'কী রে কবে আসছিস?'। এ বছর প্রশ্নটা একটু বদলে গেল, 'কী রে আসবি তো?' বড় হওয়ার তাগাদায় সেই প্রশ্ন এরপর শেষপর্যন্ত 'এবারেও আসবি না'-তে পরিণত হলে জানি না আদৌ বাঙালি হিসেবে নিজেকে চিহ্নিত করতে পারব কি না।

আবেগ, অনুভূতিতে পুজোর ক'টা দিন সকলের সঙ্গে কাটানো সময়ের সুখস্মৃতি তো প্রথম জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ। সে সম্পদের ভাঁড়ারে টান পড়লে আদৌ কি তফাত থাকবে লোহার যন্ত্র আর মানবমনের মধ্যে? জানি, বড় হওয়ার সফরের এই সবে প্রথম স্টেশনে দাঁড়িয়ে আছি। এই বড় হওয়া থেকে পালিয়ে কেউ কোনওদিন বাঁচতে পারেনি, আগামীতেও পারবে না। তাই ছোট থাকতে থাকতে সবটা চেটেপুটে আস্বাদন করার শিক্ষা মিলুক।

ছোট থেকেই বড় হওয়ার জন্য তাড়া দেওয়ার দরকার নেই। কারণ, সময়ের সঙ্গে বড় সকলকেই হতে হবে আর তখন চাইলেও 'ছোটবেলার টিকিট' আর পাওয়া যাবে না। এই ট্রেন বড় সময় মেনে চলে। কখনও পেছনে ফিরে তাকায় না। নির্দিষ্ট সময়ের চেয়ে এক সেকেন্ডও বেশি কোনও প্ল্যাটফর্মে দাঁড়ায় না যে।

(লেখক কোচবিহারের বাসিন্দা, পূর্ণিয়ায় কর্মরত)

সম্পাদকীয় বিভাগে লেখা পাঠান। ৪০০ শব্দের মধ্যে।
ইউনিকোডে ডক ফাইলে লেখা পাঠান।
মেল—ubsedit@gmail.com

শব্দরঙ্গ ■ ৪২৪৮

পাশাপাশি : ১। লোকসংসর্গ-প্রিয় ৩। মুক্তা ৫। মাঞ্জা দেওয়া সুতো ৬। গাছের নির্যাস, চোয়ানো মদ ৮। প্রাচীনকালে শূলে চড়ানোর জায়গা ১০। স্বর্গ, স্বর্গের উদ্যান ১২। কেনাবেচার জায়গা ১৪। মায়ের বাবা ১৫। হাতি ১৬। বেতগাছ, চাদর।

উপর-নীচ : ১। উত্তর-পূর্বাঞ্চলের রাজ্য ২। শিশুদের কলকণ্ঠ ৪। ধুসর রংয়ের পাখিবিশেষ ৭। ধার, দেনা, ঋণ ৯। মক্কার বিখ্যাত মসজিদ,হাঁটুর নীচ পর্যন্ত লম্বা ঢিলা জামা ১০। বিভিন্ন লোকের কথায় (গোপন) খবর ছড়ানো, চাউর হওয়া, পরিচয়ের গণ্ডি ১১। সেই সময় বা যুগ ১৩। বুদ্ধদেবের আগেকার নানা জন্ম সম্পর্কে কাহিনী বা গ্রন্থ।

সমাধান ■ ৪২৪৭

পাশাপাশি : ১। পোদ্দারি ৩। বৃত্তাভাস ৪। সারিন্দা ৫। বসবাস ৭। জগ ১০। বখা ১২। হাঁকডাক ১৪। তাঞ্জাম ১৫। বকবক ১৬। কর্তামা।

উপর-নীচ : ১। পোখরাজ ২। রিসালা ৩। বৃন্দাবন ৬। বান্ধব ৮। গণ্ডক ৯। তুকতাক ১১। খানসামা ১৩। গমক।

বিন্দুবিসর্গ

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

কাশবনের মাঝে খুদে দুর্গা।। আলিপুরদুয়ার জংশন সংলগ্ন এলাকায় আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর তোলা ছবি।

জেলা তৃণমূল অফিসে নথি তছনছ

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : আলিপুরদুয়ার জেলা তৃণমূল পার্টি অফিসে চুরির ঘটনা ঘটল। বুধবার রাতে অথবা বৃহস্পতিবার ভোরে সেখানে দুষ্কৃতীরা হানা দিয়েছিল বলে অনুমান তৃণমূল নেতাদের। এদিন সকালে পার্টি অফিস খুলতে গিয়ে চুরির বিষয়টি নজরে আসে দলের কর্মী কান্তিভূষণ মহন্তের। তিনিই বাকিদের খবর দেন। খবর পেয়েই দলীয় অফিসে যান প্রাক্তন বিধায়ক সৌরভ চক্রবর্তী। এরপর পুলিশও আসে।

সৌরভ বলেন, 'আমাদের সংঘশ্রী ক্লাব এবং পার্টি অফিস দুটোতেই চুরি হয়েছে। বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ কাগজপত্র চুরি হয়েছে। এছাড়াও লন্ডভন্ড করা হয়েছে ক্লাব ও পার্টি অফিস। কারা কী উদ্দেশ্যে চুরি করতে এসেছিল তা এখনও স্পষ্ট নয়। আমরা পুলিশে অভিযোগ করেছি।' দলীয় কর্মীরা জানিয়েছেন, সম্ভবত গভীর রাতে চুরির চেষ্টা হয় ক্লাব ও পার্টি অফিসে।

চোর ক্লাবের পিছনের জানলা ভেঙে ভেতরে ঢোকে। এমনকি গ্রিলও খুলে ফেলে। এরপর সংঘশ্রী ক্লাবের কম্পিউটার রুমে ঢুকে তছনছ করে। সেখান থেকে পার্টি অফিস দিয়ে সামনের দিকে আসে চোর। সামনেই ছিল সংঘশ্রী ক্লাবের কালী মন্দির। মায়ের মূর্তিতে প্রচুর সোনার অলংকার ছিল। চোর মন্দিরের গেট ভাঙার চেষ্টা করলেও ব্যর্থ হয়। এরপর সম্ভবত যাওয়ার সময় ক্লাব এবং পার্টি অফিসে প্রায় তাণ্ডব চালায়।

পার্টি অফিসে লাগানো সব সিসিটিভি বিকল হয়ে থাকায় কারা ঢুকেছিল তা বোঝা যাচ্ছে না। আলিপুরদুয়ার থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৌখিক অভিযোগের পরেই তদন্ত শুরু হয়েছে।

রাস্তা পরিদর্শন

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : পুজোর আগে শহরজুড়ে চলছে রাস্তা সংস্কারের কাজ। বৃহস্পতিবার ১৬ নম্বর ওয়ার্ডে সেই কাজ পরিদর্শনে যান আলিপুরদুয়ার পুরসভার চেয়ারম্যান প্রসেনজিৎ কর। সেইসঙ্গে এই ওয়ার্ডের গোবিন্দ হাইস্কুলের ভেতরে প্রায় ৪০ মিটার লম্বা ও ছয় ফুট চওড়া নতুন রাস্তা তৈরি করেছে পুরসভা। এই কাজে খুশি ছাত্রছাত্রী ও স্থানীয়রা। আগে বর্ষার সময় স্কুলে কাদা জমে যাতায়াত দুর্বিষহ হয়ে পড়ত।

বহুদিনের দাবির পূরণে এবার স্বস্তির হাসি ফুটেছে অভিভাবক এবং শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মুখে।

১৪টি টোটো আটক

বীরপাড়া, ১৮ সেপ্টেম্বর : বীরপাড়ায় টোটোর সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে যানজট। বিধি ভেঙে যত্রতত্র টোটো পার্কিংয়ে ওই সমস্যা বাড়ছে বলে অভিযোগ ভুক্তভোগীদের। বৃহস্পতিবার বীরপাড়ার ট্রাফিক ওসি সিজন মোচারির নেতৃত্বে অভিযান চালায় পুলিশ। বীরপাড়া রাজ্য সাধারণ হাসপাতাল চত্বর, বীরপাড়া লঙ্কাপাড়া রোড, পুরোনো বাসস্ট্যান্ডে বিধি ভেঙে পার্কিং করে রাখা ১৪টি টোটো আটক করা হয়।

ওপার বাংলার স্মৃতি

প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে একই নিয়ম মেনে পুজো হচ্ছে গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতে। ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের ফরিদপুরে পুজোর শুরু হয়। পরবর্তী প্রজন্মের উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগ্যান্বেষণে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশে যাত্রা করেন। আলিপুরদুয়ার থেকেই বাংলাদেশের পুজোতে অংশ নিতেন তাঁরা। ১৯১১ সাল নাগাদ জামতলায় পুজো শুরু।

কাঠামোয় ভাইবোনের অন্যরকম অবস্থান

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : বদলেছে সময়, বদলেছে দেশ। কিন্তু পুজোর রীতি এখনও বদলায়নি আলিপুরদুয়ার শহরের জামতলা এলাকার গঙ্গোপাধ্যায় বাড়িতে। কয়েক শতাব্দী ধরে একই নিয়ম-রীতি মেনে দুর্গাপুজো হয় এখানে। বাংলাদেশের ফরিদপুরের মাদারিপুর সাব-ডিভিশনের মহিষার গ্রামে এই পুজোর সূচনা করেন হরচরণ গঙ্গোপাধ্যায়।

সেই স্মৃতি ধরে রাখতে এখনও একই কাঠামোতে এই পুজোর প্রতিমা তৈরি করা হয়। একচালার সেই প্রতিমার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য রয়েছে। দেবী দুর্গার ডানদিকে থাকে কার্তিক ও লক্ষ্মী আর বামদিকে সরস্বতী ও গণেশ। যেখানে সাধারণত লক্ষ্মী-গণেশ ও সরস্বতী-কার্তিক একসঙ্গে থাকে।

পরিবারের তরফে সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, 'প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে একই নিয়মরীতি মেনে পুজো হচ্ছে। পুজোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়। সেখানে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে প্রতিবেশীরাও অংশ নেন।'

গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যরা জানান, আনুমানিক ১৬৬০ খ্রিস্টাব্দে বাংলাদেশের ফরিদপুরে এই পুজোর শুরু। একসময় পরবর্তী প্রজন্মের প্রয়াত উমাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় ভাগ্যান্বেষণে আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশে যাত্রা করেন। সেসময় আলিপুরদুয়ার থেকেই বাংলাদেশের পুজোতে অংশ নিতেন তাঁরা। এরপর ১৯১১ সাল নাগাদ আলিপুরদুয়ার জামতলা এলাকায় পুজো শুরু হয়। একসময় এই পুজোয় মহিষবলির প্রচলন ছিল। ১৯২৯ সাল থেকে সেই মহিষবলি একেবারে বন্ধ করা হয়। তার বদলে এখন হাড়িকাঠে শত্রুবলি হয়। চালের গুঁড়ো, কাঠকয়লা, হলুদ দিয়ে মানকচু পাতার ওপর মূর্তির আদলে একটি অবয়ব তৈরি করে বংশের বয়োজ্যেষ্ঠ সেটি বলি দেন।

> প্রায় সাড়ে তিনশো বছর ধরে একই নিয়মরীতি মেনে পুজো হচ্ছে। পুজোতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজন করা হয়।
>
> **সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়** পরিবারের সদস্য

ষষ্ঠীর দিন বিশেষ রীতি মেনে দেবীর বোধনের আগে পলাশবাড়ি শান্তিধাম আশ্রম থেকে নারায়ণ শিলা আনা হয়। পুজোর কয়েকদিন দেবী দুর্গার সঙ্গে পূজিত হন নারায়ণ শিলা। দশমীর পর আবার শান্তিধাম আশ্রমে নারায়ণ শিলা নিয়ে যাওয়া হয়। তারপর সেখানেই সারাবছর পূজিত হন।

দেবীকে পুরাণ ও শাক্তমতে পুজোতে মাছ ভোগ দেওয়া হয়। তবে ইলিশ মাছই প্রধান, নবমীর দিন ইলিশ মাছের ভোগ দেওয়ার নিয়ম রয়েছে। বিজয় দশমীর পর থেকে সরস্বতীপুজোর আগে পর্যন্ত পরিবারের সদস্যদের ইলিশ মাছ খাওয়ার রীতি নেই। পুজোয় পুরোহিতকে বিশেষ শাড়ি উপহার দেওয়া হয়।

বিসর্জনের জন্য প্রতিমা কাঁধে করে নিয়ে যাওয়া হয়। মন্দির থেকে কালজানি ঘাট পর্যন্ত যেতে সাত জায়গাতে সাতবার প্রতিমা নামানো হয়। প্রতিবার প্রতিমা কাঁধ থেকে নামানোর পর তিনপাক ঘোরানো হয়ে থাকে। দিনেরবেলাতে বিসর্জন পর্ব চলে। বিসর্জনের পর কাঠামো নদী থেকে তুলে মন্দিরে নিয়ে যায় স্থানীয় একটি পরিবার। স্থায়ী মন্দিরে জন্মাষ্টমীর দিন প্রতিমা তৈরির কাজ শুরু হয়। মৃৎশিল্পীর পরিবারও ফরিদপুর থেকে গঙ্গোপাধ্যায় পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে আলিপুরদুয়ারে চলে আসেন। বংশপরম্পরায় তাঁরাই এই প্রতিমা তৈরি করে চলেছেন। পরিবারের আরেক সদস্য অমিতাভ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায়, 'পুজোতে আত্মীয়স্বজনদের পুনর্মিলন হয়। দেশ-বিদেশের আত্মীয়রা ফিরে আসেন।'

আবাসনের পুজোয় শামিল আয়েষারাও

সায়ন দে

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসব একদম দোরগোড়ায়। সবাই অপেক্ষার প্রহর গুনছেন কবে মা আসবেন সেই ভেবে। বিশেষ করে যেসব ক্লাব বড় বাজেটের পুজোর আয়োজন করে, তাদের মণ্ডপ প্রাঙ্গণে এখন তুমুল ব্যস্ততা। সেসব জাঁকজমক থেকে অনেকটাই দূরে কালজানি সরকারি আবাসন। সেখানেও পুজো হয়। তবে তাতে জাঁকজমকের থেকে বেশি থাকে আন্তরিকতা ও নিয়মনিষ্ঠার মিশেল। আর থাকে সম্প্রীতির বার্তা।

সম্প্রীতির কথা উঠল কেন? কারণ, এই আবাসনের পুজোয় দিব্যি সুদীপের সঙ্গে মেতে ওঠেন সিমরন। মণ্ডপে বসে জমিয়ে আড্ডা দেন আয়েষা।

কালজানি আবাসনে বিভিন্ন ধর্মের আবাসিক রয়েছেন। প্রায় ৩৫টি পরিবারের বাস এখানে। তবে ধর্মের ভিন্নতা কখনোই শারদীয়া উৎসবের মেজাজে দাগ কাটতে পারে না। আলিপুরদুয়ার শহরের নেতাজি রোড সংলগ্ন এই আবাসনের পুজো ১৯ বছরের পুরোনো। আর আবাসনের প্রত্যেকেই কোনও না কোনওভাবে এই পুজোর আয়োজনের সঙ্গে যুক্ত থাকেন। আবাসনের বাসিন্দা আয়েষা খাতুন বললেন, 'আমরাও পুজোতে সবার সঙ্গে আনন্দে শামিল হই। গল্প করি, সন্ধ্যায় মণ্ডপে বসে আড্ডা দিই। ধর্মীয় নিয়মে বিভিন্নতা থাকলেও তা আমাদের আনন্দের কাছে হার মানে।'

প্রত্যেকেই নিজেদের দৈনন্দিন ব্যস্ততার মাঝেও পুজোর আয়োজনে হাত লাগান। মাসখানেক আগে থেকেই শুরু হয়ে যায় তোড়জোড়। এবছর তো অগাস্ট মাসেই পুজোর খরচের হিসাব কষে ফেলেছেন তাঁরা। নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করে পুজোর আয়োজন করেন। তাঁরা বাইরের চাঁদার ওপর নির্ভর করেন না। তবে উদ্যোক্তাদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, এবছর সরকারি অনুদান নিয়ে কিছু সমস্যা দেখা দিয়েছে। তবে পুজোর আয়োজন নিয়ে সমস্যা নেই। পুজো কমিটির কোষাধ্যক্ষ সুদীপ বিশ্বাস বললেন, 'আমরা প্রত্যেকেই পুজোর দিনগুলি বেশ আনন্দ করে সকলে মিলে কাটাই। পুজোও নিয়মনিষ্ঠা মেনেই হয়ে থাকে। পঞ্চমীর দিন ঠাকুর আনার পর থেকেই আমাদের পুজো শুরু হয়ে যায়।'

পুজোর ভোগের জোগাড়-যন্তর থেকে আনুষাঙ্গিক কাজকর্ম সব মহিলারাই করেন। অষ্টমীর দিন দুপুরে অঞ্জলির পর একসঙ্গে সকলে মিলে ভোগ খান। পুজোর বাকি দিনগুলোতে ঠাকুরকে লুচি, পায়েস, খিচুড়ি, অন্নভোগ সহ বিভিন্ন ভোগ নিবেদন করা হয়।

তোড়জোড় তুঙ্গে

- আবাসনের প্রত্যেকেই পুজোর আয়োজনে হাত লাগান
- এবছর অগাস্ট মাসেই পুজোর খরচের হিসাব কষে ফেলেছেন
- নিজেদের সামর্থ্য অনুযায়ী অর্থ সংগ্রহ করে পুজোর আয়োজন করেন
- বাইরের চাঁদার ওপর নির্ভর করেন না

আবাসনের বাসিন্দারা জানালেন, সারাবছর প্রত্যেকে বিভিন্ন কাজে ব্যস্ত থাকেন। সবাই মিলে একসঙ্গে আনন্দ করার সুযোগ মেলে না। দুর্গাপুজোর সময়ই কেবল সেই সুযোগ মেলে। সুদীপরা জানালেন, পুজোর দিনগুলো আবাসনেই কেটে যায়। এই আবাসনের পুজোর টান নাকি সহজে ভোলা যায় না। আবাসনের প্রাক্তন বাসিন্দাদেরও আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁদের মধ্যে অনেকেই আসেন আবাসনের পুজোয় অংশ নিতে।

কালজানি সরকারি আবাসনে পুজোর প্যান্ডেল তৈরি হচ্ছে।

সাবান বিক্রির নামে বাড়িতে প্রবেশ

শহরে বিহারের প্রতারক গ্যাং

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্যাকেটে সাদা পাউডারের মতো বস্তু। ডিটারজেন্ট বিক্রির কথা বললেও সেটা যে আসল উদ্দেশ্য নয় সেটা তাদের জোর করে বাড়িতে ঢোকার প্রবণতাতেই স্পষ্ট। বিষয়টি স্থানীয়দের নজরে পড়লে একটু পিছু করে ছবি তোলার চেষ্টা করলেই রীতিমতো ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায় এক দুষ্কৃতী। পুজোর আগে বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ার বাবুপাড়া এলাকায় ওই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। পরে ঘটনাস্থলে গিয়ে পুলিশ দুষ্কৃতীদের বাইকটি উদ্ধার করে। অভিযুক্তদের খোঁজে শহরজুড়ে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ। বিহার নম্বরের বাইক ও হিন্দিভাষী হওয়ায় বিহারের যোগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে বিহার ছাড়াও অসম সহ অন্যান্য জায়গা থেকেও একাধিক চক্র শহরে ঢুকেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

আলিপুরদুয়ার থানার আইসি অনির্বাণ ভট্টাচার্য বলেন, 'অভিযুক্তদের খোঁজ চলছে।'

এদিন ঠিক কী হয়েছিল? স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন সকাল এগারোটা নাগাদ গলিপথ দিয়ে একটা সাদা রংয়ের বাইকে দুজন ব্যক্তি বাবুপাড়া এলাকায় আসে। ডিটারজেন্ট বিক্রির অছিলায় জোর করে উত্তম ঘোষের বাড়িতে ঢুকে পড়ে। আরেকজন বাইক নিয়ে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে ছিল। সেসময় বাড়ির সামনে দোকানে ক্রেতাদের সঙ্গে ব্যস্ত ছিলেন উত্তম। অভিযুক্তরা চলে যেতেই স্ত্রীর কথা শুনে ওই ব্যক্তির পিছু নেন তিনি। কিছুটা দূরে গিয়ে দেখেন চৌপথি সংলগ্ন একটি বড় কাপড়ের দোকানের পাশে আরেকটি বাড়িতে ঢোকার চেষ্টা করছে। সেখানেও পিতলের বাসনপত্র পরিষ্কার করার কথা বলে। সেসময় তাদের ছবি তুলতেই বেগতিক দেখে উত্তমকে ধাক্কা মেরে অভিযুক্তরা পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ।

উত্তমের কথায়, 'এক ব্যক্তি ডিটারজেন্ট বিক্রির নাম করে জোর করে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে। সেসময় ঘরে স্ত্রী, বৃদ্ধা মা সহ কয়েকজন ছিলেন। তাঁরা বাধা দিলেও মানছিলেন না। তাদের কাছে সাদা পাউডারের মতো কিছু ছিল। তারা কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছিল বলে মনে হচ্ছে। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।'

পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে বাইক ও দুটি ব্যাগ উদ্ধার করেছে। সেখানে একটি সোনা-রুপো মাপার ছোট ওজন যন্ত্র সহ কিছু কাগজপত্র উদ্ধার হয়েছে। অভিযুক্তদের খোঁজে সিসিটিভি ক্যামেরার ফুটেজ সংগ্রহ করা হয়েছে। কোন রুট ধরে দুষ্কৃতীরা কোথায় যেতে পারে সেসব জায়গাতে খোঁজখবর শুরু করা হয়েছে। তবে এর সঙ্গে স্থানীয়দের একাংশের যোগ রয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

> এক ব্যক্তি ডিটারজেন্ট বিক্রির নাম করে জোর করে ঘরে ঢোকার চেষ্টা করে। তাদের কাছে সাদা পাউডারের মতো কিছু ছিল। তারা কোনও অসৎ উদ্দেশ্যে এসেছিল বলে মনে হচ্ছে। পরে পুলিশকে খবর দেওয়া হয়।
>
> **উত্তম ঘোষ** স্থানীয় বাসিন্দা

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, আলিপুরদুয়ার জংশন সহ বিভিন্ন জায়গায় বিহার সহ ভিনরাজ্যের অপরিচিতদের সন্দেহজনক অবস্থায় রেইকি করতে দেখেছেন অনেকে। স্থানীয়দের একাংশের সঙ্গে সংযোগ রেখেই তাদের আলিপুরদুয়ারে চুরির মতো কাজে ডাকা হচ্ছে কি না তা নিয়ে চিন্তা বাড়ছে।

মদ খেয়ে গাড়ি চালালেই গ্রেপ্তার

ভাস্কর শর্মা

ফালাকাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর : শুরু হয়েছে উৎসবের মরশুম। ভাবছেন আনন্দ করতে একটু সুরা পান করবেন। এরপর বেপরোয়া গাড়ি চলবে রাস্তায়। তাহলে সাবধান! অন্তত ফালাকাটার ক্ষেত্রে কিন্তু এমনটা করার প্রশ্নই আসে না। পুলিশ ওঁত পেতে বসে আছে এমন মদ্যপ চালকদের ধরতে।

আর পুলিশে ছুঁলেই অন্তত ৩ মাসের জন্য বাতিল হবে আপনার ড্রাইভিং লাইসেন্স। সঙ্গে আবার আদালতে গিয়ে গুনতে হতে পারে ১০ হাজার টাকা জরিমানা। উৎসবে সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এমনকি কড়াকড়ি ব্যবস্থা নিয়েছে ফালাকাটা থানার পুলিশ। পুলিশের এমন উদ্যোগে সকলেই খুশি।

ফালাকাটা থানার আইসি অভিষেক ভট্টাচার্য বলেন, 'মদ্যপান করে কেউ বেপরোয়া গাড়ি চালালে তার বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। ইতিমধ্যে আমরা ১০ জনকে গ্রেপ্তার করে তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স ৩ মাসের জন্য বাতিল করেছি। আদালতে পাঠিয়ে তাদের কঠোর শাস্তির দাবিও করা হয়েছে।'

তিন মাসের জন্য বাতিল লাইসেন্স

গাড়িচালককে পরীক্ষা করছে পুলিশ। ফালাকাটায়।

ফালাকাটা থানা সূত্রে খবর, বুধবার শহরের এক প্রভাবশালী ব্যক্তি মদ্যপ অবস্থায় বেপরোয়া গাড়ি চালাতে গিয়ে পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার হয়েছেন। রাজনৈতিক দল থেকে লাগাতার ফোন গেলেও কড়া পদক্ষেপ নিতে পিছপা হয়নি পুলিশ। খোদ পুলিশ জানিয়েছে, অন্যদের সতর্ক করতেই নাকি এমন কড়া পদক্ষেপ নিয়েছেন। শহরে এই মুহূর্তে এমন মদ্যপ ও বেপরোয়া গাড়িচালকদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পুলিশ প্রস্তুত।

ফালাকাটার পুলিশ জানিয়েছে, পুজো উপলক্ষ্যে ফালাকাটা শহরের একাধিক জায়গায় ট্রাফিক পুলিশ নাকা চেকিং পয়েন্ট বানিয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ জায়গাগুলিতে দাঁড়িয়ে থেকে তল্লাশি করছে পুলিশ। এমনকি চালকদের মধ্যে একটু বেচাল দেখা গেলেই আর রক্ষে নেই। সঙ্গে সঙ্গে আটক করে কড়া আইনি ব্যবস্থা নিচ্ছে। বিশেষ করে সন্ধ্যার পর থেকে ফালাকাটায় ডাম্পার, পিকআপ ভ্যান এমনকি বেপরোয়া প্রাইভেট গাড়ি, বাইকচালকদের বিরুদ্ধে ট্রাফিক পুলিশের কড়া নজরদারি শুরু হয়েছে। বেপরোয়া ড্রাইভিং কিংবা হেলমেট ছাড়া বাইক-স্কুটার আরোহী, সবকিছুই ধরা পড়ে যাচ্ছে পুলিশের সতর্ক চোখে।

পুলিশ জানিয়েছে, পুজোর মুখে নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করতে শহরে চালু করা হয়েছে পুলিশের ব্যাটারিচালিত সাইকেল বাহিনী। ১০ থেকে ১২ জন মহিলা কনস্টেবল সাইকেল ও স্কুটি নিয়ে গোটা শহর এখন টহল দিচ্ছে। সাইকেল নিয়ে শহরের অলিগলিতে টহল দিচ্ছে উইনার্স টিম। এছাড়াও মহিলা দ্বারা চালিত পিঙ্ক পেট্রল মোবাইল টিম মেয়েদের সঙ্গে কোনও ঘটনা ঘটলেই দ্রুত পৌঁছে যাচ্ছে।

জরুরি তথ্য

মজুত রক্ত

বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টা অবধি

আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতাল (পিআরবিসি)

এ পজিটিভ	২
বি পজিটিভ	১৫
ও পজিটিভ	২৫
এবি পজিটিভ	৫
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

ফালাকাটা সুপারস্পেশালিটি হাসপাতাল

এ পজিটিভ	১
বি পজিটিভ	২
ও পজিটিভ	২
এবি পজিটিভ	২
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	১
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

বীরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল

এ পজিটিভ	০
বি পজিটিভ	১
ও পজিটিভ	০
এবি পজিটিভ	০
এ নেগেটিভ	০
বি নেগেটিভ	০
ও নেগেটিভ	০
এবি নেগেটিভ	০

স্বচ্ছতা অভিযান

ফালাকাটা ও আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : ফালাকাটা জুনিয়ার বেসিক স্কুলে স্বচ্ছতা সচেতনতা কর্মসূচি পালন করা হল। বৃহস্পতিবার স্কুলের ছাত্রছাত্রীরা স্বচ্ছতা ও সুস্থতা সংক্রান্ত সচেতনতামূলক স্লোগান লেখা প্ল্যাকার্ড হাতে শোভাযাত্রা করে। শেষে প্ল্যাকার্ডগুলি নিজেদের অভিভাবকদের হাতে তুলে দেয়। স্কুলে অভিভাবিকাদের নিয়ে স্বচ্ছতা বিষয়ে সচেতনতামূলক আলোচনাও করা হয়।

সেখানে বক্তব্য পেশ করেন টাউন ক্লাবের সভাপতি তথা অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক মিলন সাহা চৌধুরী ও স্কুলের প্রধান শিক্ষক কনকলাল সিনহা। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়াবিদ তথা ফুটবল কোচ রুহুল আমিন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন অভিভাবক ও শিক্ষক সমিতির সভাপতি কালীপদ মৈত্র।

অন্যদিকে, স্টেশন চত্বরে 'স্বচ্ছতা হি সেবা' যাত্রা উপলক্ষ্যে বৃহস্পতিবার সাফাই অভিযান শুরু করল উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেল কর্তৃপক্ষ। দু'সপ্তাহ ধরে বিভিন্ন স্টেশনে সাফাই অভিযান চলবে। সেইসঙ্গে সাফাইকর্মীদের জন্য 'সাফাই মিত্র সুরক্ষা' নামে স্বাস্থ্য শিবির আয়োজিত হয়।

এদিন আলিপুরদুয়ার জংশন, নিউ কোচবিহার, ফকিরাগ্রাম, মালবাজার ও নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের মোট ৫৭ জন সাফাইকর্মীর স্বাস্থ্য পরীক্ষা করানো হয়েছে। এছাড়া তাঁরা আর কী কী স্বাস্থ্য পরিষেবা পেতে পারেন সেবিষয়ে জানানো হয়। উপস্থিত ছিলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের আলিপুরদুয়ার ডিভিশনের ডিআরএম দেবেন্দ্র সিং।

হস্টেল থেকে বহিষ্কার ৩ জনকে

ইউবিকেভি-তে র‍্যাগিং কাণ্ডে কড়া পদক্ষেপ শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির

দেবদর্শন চন্দ

কোচবিহার, ১৮ সেপ্টেম্বর : র‍্যাগিংয়ে অভিযুক্ত পড়ুয়াদের বিরুদ্ধে এবার ‘কড়া’ পদক্ষেপ করল উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ। তদন্তে অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হওয়ায় হস্টেলের তিন আবাসিককে এক বছরের জন্য হস্টেল থেকে বহিষ্কার করল কর্তৃপক্ষ। অভিযুক্তদের দুজনকে ১,০০০ টাকা করে জরিমানাও করা হয়েছে। পাশাপাশি স্নাতক স্তরে পড়া চলাকালীন তাঁরা কেউই বিশ্ববিদ্যালয় থেকে কোনও স্কলারশিপ পাবেন না। এদিন মিটিংয়ের পর বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারি কমিটির চেয়ারম্যান তথা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার প্রদ্যুৎকুমার পাল একথা জানান। তিনি বলেন, ‘র‍্যাগিংয়ের মতো বিষয় কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। আমরা আশা করব, পরবর্তীকালে হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের মতো ঘটনা হবে না। এবিষয়ে আমরা সর্বদা সজাগ রয়েছি।’

সম্প্রতি উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের শিকার হন দ্বিতীয় সিমেস্টারের হর্টিকালচার বিভাগে এক পড়ুয়া। ক্যাম্পাসের প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ হস্টেলে রাতে ওই ছাত্রকে র‍্যাগিং করা হয় বলে অভিযোগ। ছাত্রটির অভিযোগ, দ্বিতীয় বর্ষের চারজন সিনিয়ার পড়ুয়া রাতে তাঁকে মানসিক নির্যাতন এবং তারপর মারধরও করেন। আতঙ্কিত ওই পড়ুয়া সেদিন রাতেই ইউজিসি’র পোর্টালে অভিযোগ দায়ের করেন।

সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ইউজিসি থেকে একটি মেল বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার তথা অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির চেয়ারম্যানের কাছে পাঠায়। ঘটনার পরদিনই বিষয়টি নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি বৈঠকে বসে। এরপর গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারি কমিটির মিটিং হয়। সেদিন অভিযোগকারী এবং অভিযুক্ত পড়ুয়াদের সঙ্গে আলাদাভাবে কথা বলেন সংশ্লিষ্ট কমিটির সদস্যরা। এরপরই হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগে অভিযুক্ত চার পড়ুয়াকে দোষী সাব্যস্ত করে কর্তৃপক্ষ। এদিন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিসিপ্লিনারি কমিটি তাদের সিদ্ধান্ত অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটিকে জানায়। অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি সেই সিদ্ধান্ত ইতিমধ্যেই ইউজিসিকে জানিয়ে দিয়েছে।

> র‍্যাগিংয়ের মতো বিষয় কোনওভাবেই বরদাস্ত করা হবে না। আমরা আশা করব, পরবর্তীকালে হস্টেলে র‍্যাগিংয়ের মতো ঘটনা হবে না। এবিষয়ে আমরা সর্বদা সজাগ রয়েছি।
>
> **প্রদ্যুৎকুমার পাল**
> রেজিস্ট্রার

অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটি সূত্রে জানা গিয়েছে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এক আবাসিকের নামে এই নিয়ে চারবার র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ জমা পড়েছে। তাঁকে হস্টেল থেকে বহিষ্কার করার পাশাপাশি হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। বাকি দুজন পড়ুয়ার বিরুদ্ধে দু’বার করে অভিযোগ জমা পড়ায় তাঁদের হস্টেল থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে। চতুর্থজনের নামে একবার অভিযোগ জমা পড়েছে। তাঁকে শুধুমাত্র হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে। এঁরা কেউই স্নাতক পড়াকালীন কোনও স্কলারশিপ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবেন না বলে কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যান্টি র‍্যাগিং কমিটির মিটিংয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের আধিকারিকরা ছাড়াও পুলিশ এবং বিডিও অফিসের প্রতিনিধিরা উপস্থিত ছিলেন।

উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে র‍্যাগিংয়ের মতো ঘটনা এবারই প্রথম নয়। মাসখানেক আগেও এক ছাত্র একইভাবে ইউজিসি’র কাছে র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ জানিয়েছিলেন। সেবার অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত করে দ্রুত কর্তৃপক্ষ ইউজিসিকে রিপোর্ট দিলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া হয়েছিল বলে অভিযোগ। তবে এবার বিশ্ববিদ্যালয় ‘কড়া’ পদক্ষেপ করায় খুশি আবাসিকদের অনেকেই। এদিনের মিটিং নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিন স্টুডেন্টস ওয়েলফেয়ার অফিসার শুভেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়কে জিজ্ঞাসা করা হলেও তিনি মন্তব্য করতে চাননি।

জলময় চারদিক।। প্রবল বৃষ্টিপাতে বিপর্যস্ত অসমের গোলাঘাটের বিস্তীর্ণ এলাকা। বৃহস্পতিবার। - পিটিআই

কম্পিউটার শিক্ষকদের চিঠি

ফালাকাটা, ১৮ সেপ্টেম্বর : সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুলগুলিতে কর্মরত ষষ্ঠ ও সপ্তম ফেজের আইসিটি কম্পিউটার শিক্ষকরা স্থায়ীকরণের দাবি জানালেন। বৃহস্পতিবার এই মর্মে তাঁরা একটি গণস্বাক্ষর সংবলিত চিঠি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর কাঠে পাঠান।

এদিন ফালাকাটা পোস্ট অফিসে প্রায় ২০ জন আইসিটি কম্পিউটার শিক্ষক চিঠি পাঠান। এক শিক্ষক কুণাল গোপ বলেন, ‘ষষ্ঠ ও সপ্তম ফেজে আমরা প্রায় ৩৭১৯ জন রাজ্যে কর্মরত আছি। এখনও আমাদের চাকরির স্থায়ীকরণ এবং মেয়াদ ৬০ বছর পর্যন্ত করা হয়নি। তাই এদিন মুখ্যমন্ত্রীকে চিঠি পাঠালাম। আমাদের আশা পুজোর পর সরকার এবিষয়ে পদক্ষেপ করবে।’

আহত দুই মহিলা

বারবিশা, ১৮ সেপ্টেম্বর : কুমারগ্রাম ব্লকের ভক্সা বারবিশা-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের দক্ষিণ রামপুরের জাতীয় সড়কে পথ দুর্ঘটনার কবলে পড়ল এক যাত্রীবাহী অটো।

বৃহস্পতিবার চলন্ত অটোর সামনে আচমকা একটি ছাগল এসে পড়ায় সেটিকে বাঁচাতে গিয়েই উলটে যায় অটো। দুই মহিলা যাত্রী জখম হন। আহতদের উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য কামাখ্যাগুড়ির গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। পাশাপাশি দুর্ঘটনাগ্রস্ত অটোটিকে আটক করে ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে কুমারগ্রাম থানার বারবিশা ফাঁড়ির পুলিশ।

জখম ব্লক সভাপতি

কালচিনি, ১৮ সেপ্টেম্বর : সড়ক দুর্ঘটনায় জখম হলেন তৃণমূলের কুমারগ্রাম ব্লক সভাপতি সুদয় নার্জিনারি।

পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার আলিপুরদুয়ারের কাছে মাঝেরডাবরি চা বাগান সংলগ্ন এলাকায় একটি গাড়ি সুদয়ের গাড়িতে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। তাঁকে আলিপুরদুয়ার জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। খবর পেয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈব হাসপাতালের যান। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, সুদয়ের মাথায় একটি সেলাই পড়েছে। কালচিনি থানার পুলিশ দুর্ঘটনার কারণ খতিয়ে দেখছে।

নির্যাতনের অভিযোগ

শামুকতলা, ১৮ সেপ্টেম্বর : শামুকতলা থানার ইন্দারা কলোনি এলাকায় এক বধূর ওপর নির্যাতনের অভিযোগ উঠল তাঁর শ্বশুরবাড়ির লোকেদের বিরুদ্ধে। এই নিয়ে শ্বশুরবাড়ির চারজনের বিরুদ্ধে শামুকতলা থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন বধূর বাবা। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। বধূর বাবার অভিযোগ, পণের দাবিতে তাঁর মেয়ের ওপর শ্বশুরবাড়ির লোকেরা লাগাতার নির্যাতন চালাত।

মাদক সহ ধৃত

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : আগ্নেয়াস্ত্র ও ব্রাউন সুগার হাতবদল করতে এসে আলিপুরদুয়ার জংশনে জিআরপি’র হাতে ধরা পড়লেন করণ লোহার নামে এক তরুণ। তিনি ঝাড়খণ্ডের বাসিন্দা। তাঁর কাছ থেকে একটি আগ্নেয়াস্ত্র ও সাবান কেসে প্রায় ১০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং একটি মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। জিআরপি সূত্রে জানা গিয়েছে, তিনি সড়কপথে আলিপুরদুয়ারে পৌঁছান। স্টেশনে সেই মাদকের হাতবদলের কথা ছিল। তবে তার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়।

টোটোচালকের মৃত্যুতে গ্রেপ্তার দুই

জলপাইগুড়ি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মাসখানেকের মধ্যেই টোটোচালক খুনের ঘটনার কিনারা করল জলপাইগুড়ি কোতোয়ালি থানার পুলিশ। গত ২৯ সেপ্টেম্বর খড়িয়া গ্রাম পঞ্চায়েতের কোরানিপাড়া ক্যানাল সংলগ্ন ডোবা থেকে পাওয়া গিয়েছিল সিতুল রায়ের দেহ। সেই খুনের ঘটনায় কোচবিহারের বাসিন্দা জ্যোতির্ময় রায় ও জলপাইগুড়ি শহরের বাসিন্দা রত্না রায়কে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার তাঁদের জেলা ও দায়রা আদালতে তোলা হলে সাতদিনের পুলিশ রিমান্ডের নির্দেশ দেন বিচারক। তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, জ্যোতির্ময় ও রত্নার মধ্যে পরকীয়ার সম্পর্ক ছিল।

ঘটনার সূত্রপাত গত ২৭ অগাস্ট। রাত প্রায় ৩টের সময় টোটো নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়েছিলেন ডেঙ্গুয়াঝাড়ের মাহুতপাড়ার বাসিন্দা সিতুল রায়। তারপর বাড়ি ফেরেননি। এরপর ২৯ সেপ্টেম্বর তাঁর দেহ মেলে। কিন্তু টোটো ও মোবাইল পাওয়া যায়নি। তদন্তে নামে পুলিশ। কোচবিহারের চিলকিরহাট ফাঁড়ির পুলিশ একটি টোটো উদ্ধার করে। তখন থেকে রহস্যের জট খুলতে থাকে। পুলিশ জানতে পারে, গত ২৬ অগাস্ট কোচবিহার থেকে জলপাইগুড়িতে রত্নার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন জ্যোতির্ময়। কিন্তু রত্না তাঁকে বাড়ি থেকে বের করে দেন। সেই রাতটা জ্যোতির্ময় গোশালা মোড়ে একটি দোকানের সামনে শুয়ে কাটান। পরদিন ভোরে সিতুলের টোটো রিজার্ভ করে সেবাগ্রাম এলাকায় যান এক বন্ধুর থেকে টাকা নিতে। টাকা না পেয়ে ওই টোটোতে করেই কোনাপাকড়ি যান জ্যোতির্ময়।

পিএইচই দপ্তরে বিক্ষোভ ঠিকাদারদের

প্রণব সূত্রধর

আলিপুরদুয়ার, ১৮ সেপ্টেম্বর : জল জীবন মিশন প্রকল্পের বকেয়া টাকা আদায়ে জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি দপ্তরের আধিকারিকের অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখালেন ঠিকাদাররা। অভিযোগ, প্রায় ২০০ প্রকল্পের কাজ করেও তাঁদের প্রায় ৮০ কোটি টাকার ওপরে বকেয়া রয়েছে।

বৃহস্পতিবার দুপুর ১টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত পিএইচই-র এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ারের অফিসে বিক্ষোভ চলে। এবিষয়ে আলিপুরদুয়ার ডিস্ট্রিক্ট ওয়েলফেয়ার কনট্রাক্টর অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক হীতাংশু চৌধুরী বলেন, ‘প্রায় দশ মাসের বেশি সময় ধরে জল জীবন মিশন প্রকল্পের কাজ করে টাকা মিলছে না। এর ফলে আমরা পুজোর আগে পাম্প অপারেটর, ভালভ অপারেটর, মিস্ত্রি, দিনমজুর সহ কর্মীদের বেতন দিতে পারছি না। প্রায় ৮০ কোটি টাকা বকেয়া রয়েছে। টাকা আদায় করতে এরপরেও কয়েকদিন ধরে শান্তিপূর্ণ অবস্থান চলবে।’ চলতি বছর জুন মাসেও একই দাবি জানিয়ে সরব হয়েছিলেন পিএইচইর ঠিকাদাররা।

জেলায় প্রায় ৯০ জন ঠিকাদার রয়েছেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে পিএইচই-র দাবি, প্রকল্পের সব কাজ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি। তবে বকেয়ার বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে বলে আশ্বাস দিয়েছেন আলিপুরদুয়ার জনস্বাস্থ্য কারিগরি দপ্তরের এগজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ধীরাজ মণ্ডল। প্রায় ৬০ কোটি টাকা বকেয়া বলে মানছে দপ্তরও। তবে প্রকল্পের ৬০-৭০ শতাংশ কাজ হলেও বাকি কাজ না হওয়ায় পরিষেবা দেওয়া সম্ভব হচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, বুধবার পাম্প অপারেটরদের আন্দোলনের পর এদিন ঠিকাদারদের অবস্থান বিক্ষোভে নাজেহাল কর্তৃপক্ষ।

বকেয়া দাবি

ঠিকাদারদের অভিযোগ, জুন মাসে বকেয়া টাকা আদায়ের জন্য অবস্থান বিক্ষোভ দেখানোর হলে কয়েক মাসের মধ্যেই তা প্রদান করার আশ্বাস মিলেছিল।

২০২৪ সালের লোকসভা ভোটের শৌচালয়, পিএইচই-র জলের ব্যবস্থার টাকা ও ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত ভোটের টাকা প্রদান করা হয়। তবে এখনও বকেয়া রয়েছে। প্রায় দশ মাস পেরিয়ে গেলেও সেই টাকা মেলেনি। ফলে সকলকেই সমস্যায় পড়তে হচ্ছে।

মিলে সংকট

প্রথম পাতার পর

‘অনেক সময় দোকানে বলে ধারে মিড-ডে মিলের রান্নার জিনিসপত্র আনতে হচ্ছে। কিন্তু পুজোর এই মাসে কেউ বাকিও দিতে চাইছেন না। এই অবস্থায় আমরা চাই বকেয়া মেটাতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ব্যবস্থা নিক।’ নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির জেলা সম্পাদক প্রসেনজিৎ রায় বলেন, ‘দেড় মাস ধরে মিড-ডে মিলে বকেয়া থাকায় আমাদের মতো স্কুল শিক্ষক এবং রন্ধনকর্মীদের সমস্যা হচ্ছে। আমাদের দাবি শিক্ষা দপ্তর, ব্যাংক কর্তৃপক্ষ পুজোর আগেই সমস্যার সমাধান করুক।’

স্কুলগুলি থেকে জানা গিয়েছে, শুধু মিড-ডে মিলের বরাদ্দ বন্ধ নয়, যাঁরা রান্না করেন সেই স্বনির্ভর গোষ্ঠীর মহিলারাও অগাস্ট মাসের সাম্মানিক পাননি। একটি স্কুলে রান্নার কাজে যুক্ত রুম্পা দাস বলেন, ‘এমনিতেই আমরা বছরে ১০ মাসের সাম্মানিক পাই। পুজোর মাসে সাম্মানিক পাই না। এই অবস্থায় অগাস্ট মাসের সাম্মানিক না পেলে আমাদের পুজোটাই মাটি হয়ে যাবে।’

পশ্চিমবঙ্গ গ্রামীণ ব্যাংকের জলপাইগুড়ির রিজিওনাল ম্যানেজার প্রসেনজিৎ রায় বলেন, ‘পিএফএমএস পোর্টাল নিয়ে একটা সমস্যার জন্যই হয়তো এমনটা হচ্ছে। আমরা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ রাখছি। আশা করছি দ্রুত সমাধান হয়ে যাবে।’

ব্যাংক সূত্রে খবর, পিএফএমএস পোর্টাল নাকি দিল্লি থেকে তদারকি করা হয়। এই পোর্টালের মাধ্যমে যাদের আর্থিক লেনদেন হয় তাদেরই সমস্যা হচ্ছে। ওই পোর্টালে ব্যাংকের আইএফএসসি কোড না মেলাতেই নাকি স্কুলগুলি মিড-ডে মিলের বরাদ্দ পাচ্ছে না। এই সমস্যার কবে সমাধান হবে, তা কিন্তু স্পষ্ট জানাতে পারেনি ব্যাংক কর্তৃপক্ষ।

মা ও শাবকের স্বাস্থ্য নিয়ে চিন্তা

নীহাররঞ্জন ঘোষ

মাদারিহাট, ১৮ সেপ্টেম্বর : খুবই করুণ দৃশ্য। অসুস্থ মাদি হাতি মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। আর পাশেই তার শাবক অসহায়ের মতো ছটফট করছে। পর্যাপ্ত মাতৃদুগ্ধ না পেয়ে এই একরত্তিও অসুস্থ হয়ে পড়ার পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। এই অবস্থায় মহাচিন্তায় পড়েছেন বনকর্তা থেকে চিকিৎসক সকলেই। জলদাপাড়া জাতীয় উদ্যানের নর্থ রেঞ্জের হাসিমারা বিটের ঘটনা।

একটি বুনো মাদি হাতি বেশ কিছুদিন ধরেই অসুস্থ। তার এক বছরের একটি শাবক সঙ্গেই রয়েছে। এখন মা ও শাবককে বাঁচানোই চ্যালেঞ্জ বনকর্তা, প্রাণী চিকিৎসকদের কাছে। উদ্যানের সহকারী বন্যপ্রাণ সংরক্ষক ডাঃ নবিকান্ত ঝা বলেন, ‘মা হাতিটির বয়স ৪৫-৫০ বছর। একটি চোখে সংক্রমণ রয়েছে। এছাড়াও শারীরিক সমস্যা খুব বেশি দেখতে পাচ্ছি। আমরা সবসময়ই নজরে রাখছি। তবে এই মুহূর্তে ওর সরাসরি চিকিৎসা করা সম্ভব হচ্ছে না। সেজন্য আমরা অন্য নিয়মে চেষ্টা করছি চিকিৎসার।’

এই অসুস্থ হাতিকে চাল-ডালের মণ্ড তৈরি করে খেতে দেওয়া হচ্ছে। এছাড়াও দেওয়া হচ্ছে কলা গাছ। চেষ্টা করা হচ্ছে এসব খাবারে পুরোপুরি অভ্যস্ত করে তোলার। অভ্যস্ত হয়ে গেলেই এসব খাবারের সঙ্গে ওষুধ মিশিয়ে খাওয়ানো হবে। তবে সবকিছুই নির্ভর করছে হাতিটির শারীরিক ক্ষমতার উপর।

পাশাপাশি শাবকটির উপরও সবসময় নজর রাখা হচ্ছে। সাধারণত হাতিদের সন্তান জন্মের পর দেড় বছর থেকে তিন বছর পর্যন্ত মায়ের দুধের উপর নির্ভরশীল থাকে শাবকরা। এই শাবকটি যতদিন পর্যন্ত ঘাস খাওয়া না শিখছে, ততদিন পর্যন্ত চিন্তা থাকছে।

এদিকে, মা কবে নাগাদ সুস্থ হবে সেটাও বলা মুশকিল। আবার দাঁতাল বা মাকনা হাতির নজরে পড়লে আরও বড় সমস্যায় পড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তারা এই অসুস্থ মা হাতির উপর চড়াও হলে বাঁচানো আরও কঠিন।

পৃথিবীর পাঠশালা

মানুষের ভিতর আলো

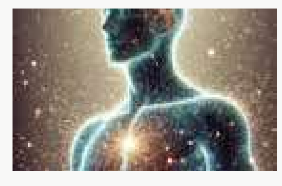

এটা শুনতে অদ্ভুত লাগতে পারে, কিন্তু মানুষের শরীর থেকে এক ধরনের অদৃশ্য আলো নির্গত হয়। এই আলোর নাম বায়োফোটোনিক গ্লো। এটি আমাদের কোষের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে তৈরি হয়। এই আলো এতই দুর্বল যে খালি চোখে দেখা যায় না। বিজ্ঞানীদের মতে, এই আলো আমাদের শরীরের মেটাবলিজম বা বিপাকক্রিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত। এই আলো সবচেয়ে বেশি নির্গত হয় মুখ ও চোখের আশপাশ থেকে। তবে সবচেয়ে চমকপ্রদ তথ্যটি হল, যখন একজন মানুষ মারা যায়, তখন এই আলোও বিলুপ্ত হয়। অর্থাৎ, জীবন মানেই যেন এক ধরনের অভ্যন্তরীণ আলো। বিজ্ঞানীরা ভাবছেন, এই আলোর পরিমাপ করে হয়তো ভবিষ্যতে রোগ নির্ণয় করা যেতে পারে।

রোবোটিক গাড়ি

অ্যামাজন তাদের চালকবিহীন রোবোটিক গাড়ির জন্য সরকারি অনুমোদন পেয়েছে। এই গাড়িগুলোতে কোনও মানুষ চালকের আসনে থাকবে না। সেগুলো এআই এবং সেন্সর ব্যবহার করে নিরাপদে চলবে। রোবোট্যাক্সিগুলো ২৪ ঘণ্টা পাওয়া যাবে এবং এতে মানব ভুলের কারণে দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনাও কম। যদিও এই ধরনের গাড়ি আসার ফলে চাকরি হারানো নিয়ে কিছু উদ্বেগ রয়েছে। কিন্তু সমর্থকরা বলছেন, এটি দুর্ঘটনার হার কমাবে, জ্বালানির খরচ বাঁচাবে এবং পরিবেশকে আরও পরিষ্কার রাখবে। এটি শুধু একটি গাড়ি নয়, এটি চালকবিহীন এক নতুন যুগের সূচনা।

বয়স কমানোর জাদু

বিজ্ঞান বলছে, বয়স কমানো আর সায়েন্স ফিকশন নয়! সাম্প্রতিক গবেষণা বলছে, আমাদের শরীরের ভিতরের কোষের বয়স বা জৈবিক বয়স নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। বিজ্ঞানীরা ডিএনএ মিথাইলেশন নামে একটি বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছেন, যা মানুষের বয়স বাড়ার একটি অন্যতম কারণ। দেখা গিয়েছে, সঠিক খাবার, পর্যাপ্ত ঘুম, ব্যায়াম এবং মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণ করলে জৈবিক বয়স কয়েক বছরের জন্য কমিয়ে আনা সম্ভব। এর মানে হল, আমরা শুধু বেশি দিন বাঁচব তাই নয়, বরং বেশি দিন সুস্থ জীবনও পাব। এই গবেষণা যদি সফল হয়, তাহলে হৃদরোগ, ডিমেনশিয়া ও ডায়াবিটিসের মতো রোগ অনেকটাই নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

ট্রেন এখন আশ্রয়কেন্দ্র

ফ্রান্সের একটি সৃজনশীল স্টার্টআপ পুরোনো মেট্রো ট্রেনের কামরাগুলিকে গৃহহীন মানুষদের জন্য আশ্রয়কেন্দ্রে রূপান্তরিত করছে। ফেলে দেওয়া ট্রেনগুলোকে নতুন করে সাজিয়ে তাতে বিছানা, গরমের ব্যবস্থা, আলো এবং শৌচাগারের জায়গার ব্যবস্থা করা হয়েছে। এই অভিনব পদ্ধতির ফলে একদিকে যেমন পুরোনো জিনিস পুনর্ব্যবহার হচ্ছে, একইসঙ্গে গৃহহীন মানুষ নিরাপদ আশ্রয় পাচ্ছেন। নতুন বাড়ি বানানোর থেকে এই পদ্ধতি অনেক সহজ ও সাশ্রয়ী। এই আশ্রয়কেন্দ্রগুলিতে মানুষ সমাজকল্যাণমূলক পরিষেবাও পাচ্ছেন।

পৃথক অভিযানে গোরু ও মোষ উদ্ধার

তুফানগঞ্জ, ১৮ সেপ্টেম্বর : লরিবোঝাই ৩১টি মোষ উদ্ধার করল বক্সিরহাট থানার পুলিশ। বৃহস্পতিবার ভোরে অসম-বাংলা সীমানার মানতানি বাজার এলাকার ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, অসমে পাচারের পথে একটি লরি থেকে ৩১টি মোষ উদ্ধার করেছে পুলিশ। অবৈধভাবে মোষ পাচারের অভিযোগে অসমের বঙ্গাইগাঁওয়ের বাসিন্দা চালক মোকলেজ আলি ও খালাসি মেহেবুল আলিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। তুফানগঞ্জ এসডিপিও কান্নেধারা মনোজ কুমার বলেন, ‘ধৃতদের বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা রুজু করা হয়েছে।’ এদিকে, পাচারের পথে অভিযান চালিয়ে তিনটি গোরু সহ একজনকে গ্রেপ্তার করল বিএসএফ। বৃহস্পতিবার ভোরে ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তের অন্তর্গত তুফানগঞ্জ-১ ব্লকের বালাভূত গ্রাম পঞ্চায়েতের ঝাউকুঠির ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, সীমান্তে পাচারের পথে তিনটি গোরু সহ এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বা বিএসএফ। ধৃতের নাম সাগর আলি। তাঁর বাড়ি ঝাউকুঠি এলাকায়। ধৃতকে তুফানগঞ্জ থানার হেপাজতে তুলে দেয় বিএসএফ। এদিন ধৃতকে তুফানগঞ্জ মহকুমা দায়রা আদালতে তোলা হয়েছে। বিচারক তাঁকে ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন।

চোরদের রক্ষাকর্তা...

প্রথম পাতার পর

সূর্যকান্তের নামে ১৪ মিনিটে ১২ জন ভোটারের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। গোদাবাই নামে একজনের ভুয়ো লগ ইন তৈরি করে অন্তত ১২ জন ভোটারের নাম মুছে ফেলার চেষ্টা হয়েছে বলে তাঁর অভিযোগ। সূর্যকান্ত, ববিতা ও গোদাবাই- তিনজনই জানান, তাঁদের অজান্তে এসব হয়েছে।

রাহুলের ভোট চুরির অভিযোগ নতুন নয়। এজন্য নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে তাঁর সংঘাতও পুরোনো। ওই বিতর্কে রাহুলের কাছে হলফনামা চেয়েছিলেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার। দিতে না পারলে দেশবাসীর সামনে ক্ষমা চাইতে বলেছিলেন রাহুলকে। সেকথায় রাহুল কর্ণপাত করেননি। বরং বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির ইন্দিরা ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে নিশানা আরও তীক্ষ্ণ করলেন তিনি।

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার নিজে কোনও মন্তব্য না করলেও এক্স হ্যান্ডেলে কমিশনের তরফে প্রতিক্রিয়ায় বলা হয়েছে, ‘বিরোধী দলনেতার যাবতীয় অভিযোগ ভুল এবং ভিত্তিহীন। কারও পক্ষে অনলাইনে কোনও ভোটারের নাম বাদ দেওয়া সম্ভব নয়। আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়ে কারও নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয় না।’ তবে আলন্দে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার অসফল চেষ্টার কথা মেনে নিয়েছে কমিশন।

জ্ঞানেশ কুমার নিজে কিছু না বললেও কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা চুপ থাকেননি। তাঁর ঘনিষ্ঠ আমলা বলে পরিচিত জ্ঞানেশ। বিহারের রোহতাসে বৃহস্পতিবার শা বলেন, ‘রাহুল গান্ধি প্রত্যেকবার মিথ্যা ন্যারেটিভ ছড়ান। এখানে তিনি একটি যাত্রা করেছিলেন। তাঁর বিষয় ভোট চুরি, সুশিক্ষা, কর্মসংস্থান, বিদ্যুৎ বা সড়ক ছিল না। ওই যাত্রার একমাত্র লক্ষ্য ছিল, বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করা।’

বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুরের বক্তব্য, ‘নির্বাচন কমিশন যখন কোনওরকম পক্ষপাতিত্ব ছাড়া কাজ করছে, তখন রাহুল গান্ধি গণতন্ত্রকে দুর্বল করতে, নাগরিকদের বিভ্রান্ত করতে এবং বাংলাদেশ, নেপালের মতো পরিস্থিতি তৈরি করতে ব্যস্ত।’ তাঁর কটাক্ষ, ‘উনি হাইড্রোজেন বোমা ফাটাবেন বলেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত আতশবাজিই ফাটিয়েছেন।’

রাহুল কিন্তু সাংবাদিক বৈঠকেই স্পষ্ট করে বলেন, ‘আমি ১০০ শতাংশ তথ্যপ্রমাণ নিয়ে বলছি। আমরা হাইড্রোজেন বোমা দেখাব। কিছুদিনের মধ্যেই দেখাব।’ তাঁর স্পষ্ট কথা, ‘ভারতের গণতন্ত্র হাইজ্যাক হয়ে গিয়েছে। মানুষ যেদিন বুঝতে পারবে, সেদিনই কাজ হবে। আমার কাজ গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় অংশ নেওয়া। একে রক্ষা করা নয়। এই দায়িত্ব দেশের প্রতিষ্ঠানগুলির। কিন্তু ওরা করছে না। তাই আমি করছি।’

তাঁর দাবি, কংগ্রেস যেখানে শক্তিশালী, সেখানে দলিত-আদিবাসী ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। তাঁর আরও অভিযোগ, ‘আলন্দে নাম বাদ দেওয়া হলেও মহারাষ্ট্রের রাজোরায় ৬,৮৫০ জন ভোটারের নাম যুক্ত করা হয়েছিল। প্যাটার্নটা একই। কেন্দ্রীয়ভাবে কলসেন্টার থেকে এই কাজ হচ্ছে। মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক, উত্তরপ্রদেশ, হরিয়ানা, বিহার, একই কাজ হচ্ছে।’

রাহুলের বক্তব্য, ‘ভোটারদের নাম বাদ দিতে যে মোবাইল নম্বরগুলি ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলির একটিও কর্ণাটকের নয়। ভোর চারটেয় উঠে ৩৬ সেকেন্ডে নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। যাঁরা নাম বাদ দিচ্ছেন, তাঁদের প্রত্যেকের সিরিয়াল নম্বর ১।’ তাঁর অভিযোগকে সমর্থন জানিয়েছে তৃণমূল, আপ, সিপিআই ইত্যাদি দলগুলি।

পুজোর আকাশে মেঘেদের হাফ ছুটি

প্রথম পাতার পর

একেবারে নির্ভুল আভাস দিতে তাঁদেরও কম কাঠখড় পোড়াতে হয় না। কিন্তু এ তো হাওয়া, কখন কোনদিকে বইবে কে বলতে পারে!

পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পূর্বাভাস মেলাতে না পারলে বিশ্বাসযোগ্যতা টাল খাবে, ছেড়ে কথা বলবে না বাঙালি- বিলক্ষণ বুঝতে পারছে আবহাওয়া দপ্তর। তাই ঝুঁকি নিতে নারাজ হাওয়া অফিসের কর্তারা আরও কয়েকদিন হাতে সময় নিয়ে রাখতে চাইছেন। আগামী রবি বা সোমবার আবহাওয়া দপ্তরের তরফে পুজোর পূর্বাভাস ঘোষণা হতে পারে। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে উপগ্রহ চিত্রে আগামীর যে ছবি পাওয়া যাচ্ছে, তাতে কিন্তু খুশি হতে পারে উত্তরবঙ্গ। ওই চিত্র পর্যালোচনা করলে দেখা যাচ্ছে, ২৬ সেপ্টেম্বর থেকে ২ অক্টোবর পর্যন্ত ভারী বৃষ্টির তেমন কোনও সম্ভাবনা নেই উত্তরের আট জেলায়। বরং এই সময় স্বাভাবিকের চেয়ে অনেকটা কম বৃষ্টি হবে এই অঞ্চলে।

মৌসম ভবন থেকে চার সপ্তাহের যে রিপোর্ট তৈরি করা হয়েছে, তাতে পুজোর সপ্তাহে স্বাভাবিকের চেয়ে ৪৩ শতাংশ কম বৃষ্টির কথা বলা হয়েছে। পুজোর ছুটিতে পাহাড়ে পর্যটকদের ঢল নামে। তাঁদের জন্যও মনোরম আবহাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে রিপোর্টে। তবে পাহাড় বা সমতল, সম্পূর্ণভাবে শুষ্ক থাকবে- এমন নিশ্চয়তা কিন্তু নেই। তবে অভয়বাণী দিয়ে আবহবিদদের বক্তব্য, ‘বৃষ্টি হলেও, তা পুজোর আনন্দ মাটি করবে না। অল্প কিছুক্ষণ ঝিরিঝিরি বা মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। ফলে ওই সময়টুকু বাদ দিয়ে মণ্ডপে মণ্ডপে চক্কর কাটতেই পারবে বাঙালি।’

এবছর ২৮ সেপ্টেম্বর মহাষষ্ঠী। দশমী ২ অক্টোবর। উপগ্রহ চিত্রের পূর্বাভাস যদি মিলে যায় তাহলে পুজোর ক’টা দিন খুব বেশি ভোগান্তি হবে না। কথা হচ্ছিল ফাস্ট ফুড বিক্রেতা অজয় দাসের সঙ্গে। বলছিলেন, ‘পুজোর ক’টা দিন সেন্ট্রাল কলোনির পুজোমণ্ডপের আশপাশে দোকান দিই প্রতিবছর। এবছরও তেমন পরিকল্পনা আছে। পুজোর ক’টা দিনই তো একটু কামাই হয়। বৃষ্টি না হলে বেঁচে যাব।’

শিলিগুড়ি, রায়গঞ্জ, মালদা, কোচবিহার, জলপাইগুড়ির মতো বড় শহর তো বটেই মফফসল এমনকি গ্রামগঞ্জেও লক্ষ লক্ষ লোক পুজোর ক’টা দিন বাড়তি রোজগার করেন। মুষলধারে বৃষ্টি হবে না জানলে, তাঁরা নিশ্চিত আনন্দ পাবেন। আর যাঁরা স্রেফ প্যান্ডেল হপিং করবেন বলে নতুন শাড়ি, পাঞ্জাবি কিনে আলমারি বোঝাই করেছেন, তাঁদের আশাও পূর্ণ হবে।

আবহাওয়া কর্তাদের বিশ্লেষণ, পুজোর দিনগুলিতে ভারী বৃষ্টি না থাকার অর্থ মেঘমুক্ত আকাশ এবং তার জেরে চড়চড় করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি। ফলে সব ঠিক থাকলে হাতে আইসক্রিম নিয়ে অথবা গলায় ঠান্ডা পানীয় ঢেলে চক্কর কাটা যেতেই পারে মণ্ডপে মণ্ডপে। এদিকে, উত্তরে প্রকৃতি সদয় থাকলেও মৌসুমি অক্ষরেখার সক্রিয়তা, ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপের জেরে পুজোর দিনগুলিতে কিন্তু ভাসতে পারে দক্ষিণবঙ্গ।

আবহাওয়া দপ্তরের সিকিমের কেন্দ্রীয় অধিকর্তা গোপীনাথ রাহা বলছেন, ‘শুক্রবার থেকে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটবে। আগামী দু’দিন বৃষ্টি হলেও, তা বজ্রগর্ভ মেঘের ফলে।’

মৌসম ভবনের রিপোর্ট ও উপগ্রহ চিত্র বিশ্লেষণ করলে দেখা যাচ্ছে, ১৯ থেকে ২৫ সেপ্টেম্বর হিমালয় সংলগ্ন উত্তরবঙ্গের পাঁচ জেলায় ভারী থেকে অতিভারী বৃষ্টির তেমন আর কোনও সম্ভাবনা নেই। সামান্য বৃষ্টি হলেও তা বিক্ষিপ্তভাবে এবং বজ্রগর্ভ মেঘ সৃষ্টির ফলে। যদিও গৌড়বঙ্গের তিন জেলা মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরে রয়েছে স্বাভাবিক বৃষ্টিপাত। অর্থাৎ শুক্রবারের পর থেকে আগামী কয়েকদিন নিশ্চিন্তে পুজোর বাজার করতে পারবেন দার্জিলিং, কালিম্পং, জলপাইগুড়ি, কোচবিহার ও আলিপুরদুয়ারের বাসিন্দারা।

সুতরাং হাওয়া যদি এখনের গতি নিয়ে চলে তাহলে কিন্তু পুজো এবার হতে পারে আক্ষরিক অর্থেই জমজমাট।

জিজ্ঞাসাবাদ

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়ার রহস্যমৃত্যুতে বৃহস্পতিবার ৭ জনকে জিজ্ঞাসাবাদ করল পুলিশ। শেষ সময়ে এদের সঙ্গে ছিলেন অনামিকা মণ্ডল। সেই সূত্রে জিজ্ঞাসাবাদ।

দরপত্র

মুখ্যমন্ত্রীর ঘোষণা অনুযায়ী দরপত্র ডেকে দুর্গা অঙ্গন তৈরির জন্য প্রাথমিক কাজ শুরু করে দিল হিডকো। ধার্য আনুমানিক খরচ প্রায় ২৬১ কোটি টাকা। ১২.৬ একর জমিকে উঁচু করার কাজ শেষ।

ভুয়ো থানা

ভুয়ো থানার তদন্তে বিভাস অধিকারীর বেলেঘাটা অফিসে তল্লাশি চালাল নয়ডা পুলিশ। তালা ভেঙে প্রবেশের আবেদন পুলিশের। সার্চ ওয়ারেন্ট থাকলে বাধা নেই বলে জানালেন বিচারক।

আক্রান্ত পুলিশ

নেতাজিনগরে গোলমাল থামাতে গিয়ে মার খেলেন এক পুলিশকর্মী। আইনজীবীর বাড়ির সামনে দুষ্কৃতীদের জমায়েতের খবর পেয়ে সেখানে যায় পুলিশ। ঘটনায় গ্রেপ্তার করা হয় ৬ জনকে।

ইডির নজরে চন্দ্রনাথের পরিবারের সম্পত্তি

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্রাথমিকে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ক্রমশই বিপাকে জড়িয়ে পড়ছেন কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিনহা। ইডির তদন্তকারীদের নজরে রয়েছে মন্ত্রীর পরিবারও। তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, চন্দ্রনাথের স্ত্রীর জমি কেনাবেচার ব্যবসা রয়েছে। এক ব্যক্তির সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে তিনি সেই ব্যবসা শুরু করেছিলেন। ওই ব্যক্তির বয়ান অনুযায়ী বেশ কিছু তথ্য হাতে পেয়েছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা। ফলে শুধুমাত্র মন্ত্রী নন, তাঁর পরিজনেদের সম্পত্তি ও ব্যবসার সমস্ত লেনদেনই খতিয়ে দেখছে ইডি। ফলে ক্রমেই চাপ বাড়ছে মন্ত্রীর।

বিকাশ ভক্ত নামে এক ব্যক্তির সঙ্গে মন্ত্রীর স্ত্রী যৌথ উদ্যোগে একটি সংস্থার নামে জমি কেনাবেচার ব্যবসা শুরু করেন বলে চার্জশিটে জানিয়েছে ইডি। বিকাশকে জেরা করে তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, তাঁদের দু'জনেরই ব্যবসায় সমান ভাগ ছিল। প্রথম দফায় চন্দ্রনাথের স্ত্রী ওই সংস্থার নামে ৭ লক্ষ টাকার বিনিময়ে তিন কাঠার বেশি জমি কেনেন। কিন্তু ইডি জানতে পেরেছে ওই সংস্থার নামে কোনও ব্যাংক অ্যাকাউন্টই খোলা হয়নি। এছাড়া শান্তিনিকেতনে টুরিস্ট লজের বিপরীতে নিজের বাবার সঙ্গে যৌথভাবে ১ কোটি ৮০ লক্ষ টাকার বিনিময়ে একটি জমি কিনেছিলেন চন্দ্রনাথের স্ত্রী। বিকাশকে জেরা করে তদন্তকারীরা এও জানতে পেরেছেন যে, আরেকটি সংস্থার নামে ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান ও আবাসনের জন্য একটি ৬ তলা ভবন তৈরি করা হয়। পরে ওই ভবনেরই ১৯টি ফ্ল্যাট পান মন্ত্রীর স্ত্রী। সেই ফ্ল্যাটগুলি বিক্রি করে ১ কোটি ১৬ লক্ষ টাকা চন্দ্রনাথের স্ত্রীকে দিয়েছিলেন বিকাশ। সমস্তটাই চন্দ্রনাথের নির্দেশেই হয়েছিল বলে দাবি করেছেন বিকাশ। এছাড়া চন্দ্রনাথের দুই ছেলের সঙ্গে বীরভূমের ইলামবাজারে যৌথ প্রকল্প করেছিলেন বিকাশ।

ইডির দাবি, ২০১৭-১৮ সালে মন্ত্রী স্ত্রীর আয়কর রিটার্নের হিসেব অনুযায়ী নোটবন্দির সময় একটি ব্যাংক অ্যাকাউন্টে ৪৪ লক্ষ ৩৫ হাজার টাকা জমা করেছিলেন। কিন্তু আসল নথি যাচাই করে তদন্তকারীরা দেখেছেন, মাত্র ৭ লক্ষ টাকা জমা পড়েছিল। তবে মন্ত্রীর স্ত্রীর দাবি, তাঁর ব্যাংক অ্যাকাউন্টের সমস্তটাই দেখভাল করতেন চন্দ্রনাথ। বোলপুরের লায়েকপাড়ার বাড়ি থেকে যে ৪১ লক্ষ টাকা পাওয়া গিয়েছে, সেই বিষয়েও জানতেন না মন্ত্রীর স্ত্রী।

সমন্বয় বৈঠকে বিজেপি ও আরএসএস

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : অনুপ্রবেশ নিয়ে আরএসএসের কৌশল বোঝাতে বিজেপির সঙ্গে সমন্বয় বৈঠক করল সংঘ। বৃহস্পতিবার সল্টলেকের একটি বেসরকারি হোটেলে সকাল থেকে দফায় দফায় বৈঠক করেন বিজেপি-আরএসএস শীর্ষ নেতৃত্ব।

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক সংগঠন বিএল সন্তোষ, অমিত মালব্য, রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য, বিজেপির নির্বাচন প্রচার পরিকল্পনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সুকান্ত মজুমদার, রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, দীপক বর্মনের মতো সাধারণ সম্পাদকরা। পাশাপাশি সংঘের তরফে উপস্থিত ছিলেন প্রান্ত প্রচারক জলধর মাহাতো, রমাপদ পাল, জিষ্ণু বসু, প্রদীপ যোশি, শচীন্দ্রনাথ সিংহরা।

পুজোর গন্ধ এসেছে... *বৃহস্পতিবার কলকাতায়। ছবি : রাজীব মণ্ডল।*

জিএসটিতে বাঙালি আবেগ নির্মলার মুখে

'পুজোকে মাথায় রেখে দিনক্ষণ ঠিক হয়েছিল'

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : দুর্গোৎসবের কথা মাথায় রেখেই মহালয়ার পর দেবীপক্ষ শুরুর দিনকেই সংস্কারকৃত জিএসটি চালুর জন্য বেছে নিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। বৃহস্পতিবার কলকাতায় জাতীয় গ্রন্থাগারে আয়োজিত 'নেক্সট জেন জিএসটি সামিটে' এই মন্তব্য করেন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন। এই সামিটের মূল উদ্যোক্তা বালুরঘাটের বিধায়ক অশোক লাহিড়ি ও প্রাক্তন সাংসদ স্বপন দাশগুপ্ত। সম্প্রতি জিএসটির হারে ব্যাপক রদবদল করেছে কেন্দ্র। জিএসটির এই নতুন হার কার্যকর করার জন্য কোন দিনটিকে বেছে নেওয়া হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন মহল থেকে নানা দাবি উঠেছিল। সেই প্রসঙ্গ টেনে এদিন নির্মলা বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী নিজে একসময় নবরাত্রির দিনটিকে বেছেছিলেন। কিন্তু শেষপর্যন্ত বলেন, 'সামনেই বাংলার দুর্গোৎসব। দেবীপক্ষ শুরুর দিন অর্থাৎ মহালয়ার পরের দিনেই তা শুরু করা হোক। এর চেয়ে শুভদিন আর হয় না।'

ইতিমধ্যেই প্রধানমন্ত্রীর বাংলা ও বাঙালি প্রীতির ঢাক বাজাতে উঠেপড়ে লেগেছে বিজেপি। সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'প্রধানমন্ত্রী এবং কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বাংলা ও বাঙালির দুর্গাপুজোকে ঘিরে আবেগকে কতটা গুরুত্ব দেন, এটা তারই প্রমাণ'। পালটা তৃণমূলের কুণাল ঘোষ বলেন, 'উনি যে জিএসটির কাঠামোটা করেছিলেন, সেটা পুরোটাই ছিল কুফল। তার বিরুদ্ধেই সরব হয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেজন্যই দেশজুড়ে মানুষ সচেতন হয়েছে। তার ফলেই ওঁকে সংশোধন করতে হয়েছে।'

বৃহস্পতিবার ন্যাশনাল লাইব্রেরিতে কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী নির্মলা সীতারামন।

কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর দাবি, জিএসটির হার কমার ফলে বিশেষভাবে উপকৃত হবে বাংলা। বিশেষ করে বাংলার ক্ষুদ্র ও কুটিরশিল্প। নির্মলার দাবি, ইতিমধ্যেই রেকর্ড পরিমাণ ব্যক্তিগত কর ছাড়ের সুবাদে মানুষের ক্রয়ক্ষমতা বেড়েছে। তার সঙ্গে জিএসটির হার কমানোয় সার্বিকভাবে অর্থনীতি ঊর্ধ্বমুখী হবে। স্বস্তি ফিরবে মানুষের। জিএসটির হার কমার ফলে রাজ্যের রাজস্ব আয় কমবে। সেজন্য ইতিমধ্যেই জিএসটি কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রীর কাছে দরবার করেছে বাংলা সহ বিরোধীশাসিত রাজ্যগুলি। এদিন এই প্রসঙ্গে সরাসরি উত্তর এড়িয়ে গিয়ে নির্মলা বলেন, 'এটা ওভাবে দেখলে চলবে না। জিএসটি কমায় শুধু রাজ্যের ক্ষতি নয়, কেন্দ্রেরও ক্ষতি। তা সত্ত্বেও গরিব, মধ্যবিত্ত, কৃষক এবং ক্ষুদ্র কুটিরশিল্পের সঙ্গে যুক্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের সুরাহার কথা ভেবেই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।'

শুল্ক নিয়ে আশার কথা

দু মাসের মধ্যে আমেরিকার অবস্থান বদল : নাগেশ্বরন

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভারত-আমেরিকার বাণিজ্য সম্পর্ক নিয়ে দীর্ঘদিন ধরেই টানাপোড়েন চলছে। বিশেষত আমেরিকার চাপানো ২৫ শতাংশ শাস্তিমূলক শুল্ক এবং একই সঙ্গে পালটা ২৫ শতাংশ 'রেসিপ্রোকাল' শুল্ক ভারতের রপ্তানিতে চাপ সৃষ্টি করেছে। তবে এবার আশার কথা শোনালেন ভারতের মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন। তাঁর ধারণা, শুল্ক নিয়ে ভারত এবং আমেরিকার মধ্যে সমস্যা শীঘ্রই মিটে যেতে পারে। রাশিয়ার থেকে তেল কেনার 'অপরাধে' ভারতের ওপর যে অতিরিক্ত ২৫ শতাংশ শুল্ক চাপানো হয়েছে, তা আগামী দু'মাসের মধ্যে ওঠার সম্ভাবনা রয়েছে।

বৃহস্পতিবার কলকাতায় মুখ্য অর্থনৈতিক উপদেষ্টা ভি অনন্ত নাগেশ্বরন।

কলকাতায় এক অনুষ্ঠানে নরেন্দ্র মোদির উপদেষ্টা নাগেশ্বরন বলেন, আগামী ৩০ নভেম্বরের পর আমেরিকা শাস্তিমূলক শুল্ক তুলে নিতে পারে। একই সঙ্গে পালটা শুল্কও ধাপে ধাপে ১০ থেকে ১৫ শতাংশে নামতে পারে। তাঁর মতে, 'দু-দেশের সরকারের মধ্যেই আলোচনা চলছে। ভারতীয় পণ্যের ওপর আমেরিকার চাপানো শুল্কের বিষয়ে আগামী ৮-১০ সপ্তাহের মধ্যে একটা সমাধান সূত্র বেরোবে।' সাম্প্রতিক কূটনৈতিক আলোচনার ইতিবাচক অগ্রগতি এই আশার আলো দেখাচ্ছে বলে জানান নাগেশ্বরন। ইতিমধ্যে ভারতের বাণিজ্য মন্ত্রকের বিশেষ সচিব রাজেশ আগরওয়াল ও মার্কিন বাণিজ্য প্রতিনিধির সঙ্গে দিল্লিতে মুখোমুখি বৈঠকও হয়েছে, যা দ্বিপাক্ষিক আলোচনায় গতি সঞ্চার করেছে।

বর্তমানে ভারতের বার্ষিক রপ্তানি ৮৫,০০০ কোটি মার্কিন ডলারের কাছাকাছি, যা শীঘ্রই এক লক্ষ কোটি ডলারে পৌঁছোনোর আশা করা হচ্ছে। তবে উচ্চ শুল্ক ভারতের অনেক রপ্তানি পণ্যের প্রতিযোগিতা কমিয়ে দিয়েছিল। যদিও লোহা, ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম, তামার কিছু পণ্য ও যাত্রীবাহী গাড়ি শুল্কমুক্ত ছিল।

সব মিলিয়ে চলতি বছর শেষ হওয়ার আগেই দুই দেশের মধ্যে শুল্ক সমস্যার সমাধান হলে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের বড় স্বস্তি মিলবে।

সম্প্রতি ভারত প্রসঙ্গে সুর নরম করেন ট্রাম্প। তিনি বলেন, ভারতের পণ্যে ৫০ শতাংশ শুল্ক আরোপ করা আদৌ সহজ ছিল না। শুল্কের জন্য যে ভারতের সঙ্গে সম্পর্কে ফাটল ধরেছে, তা-ও তিনি মেনে নেন। এরপর নরেন্দ্র মোদির জন্মদিনে ফোন করে শুভেচ্ছা জানান ডোনাল্ড ট্রাম্প। নিজস্ব সমাজমাধ্যম ট্রুথ সোশ্যালে তিনি লেখেন, 'নরেন্দ্র আমার বন্ধু।' মনে করা হচ্ছে, এরপরই সম্পর্কের বরফ গলতে শুরু করে দু'পক্ষের।

ফের বিএলও বদলের দাবিতে কমিশনে বিজেপি

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : স্থায়ী সরকারি কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও বিএলও হিসেবে অস্থায়ী ও চুক্তিভিত্তিক কর্মী নিয়োগ করছে জেলা প্রশাসন। বৃহস্পতিবার এই অভিযোগ জানিয়ে রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের কাছে প্রায় তিন হাজার বিএলও বদলের দাবি জানাল বিজেপি। এদিন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের সঙ্গে দেখা করে এ ব্যাপারে ২৯১৯ জনের একটি বিকল্প বিএলও-র তালিকাও জমা দিয়েছে বিজেপি।

কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী বিএলও নিয়োগের ক্ষেত্রে স্থায়ী সরকারি কর্মচারীদের অগ্রাধিকার দিতে হবে। কিন্তু কমিশনের নির্দেশিকা লঙ্ঘন করে প্রত্যেক বিধানসভায় বড় সংখ্যায় অঙ্গনওয়াড়ি, প্যারাটিচার ও সহায়কদের মতো অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মচারী নিয়োগ করছে জেলা প্রশাসন। এ ব্যাপারে বিএলও নিয়োগের শুরু থেকেই সরব বিজেপি সহ বিরোধীরা।

সর্বদলীয় বৈঠকে এ ব্যাপারে বিরোধীদের উদ্দেশে সিইও বলেছিলেন, 'যদি স্থায়ী কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও কোথাও অস্থায়ী বা চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের নিয়োগ করা হয়ে থাকে, তাহলে তার তালিকা দিন। সঙ্গে সেখানকার স্থায়ী কর্মচারী যাঁরা বিএলও হিসেবে উপযুক্ত, তাঁদেরও তালিকা দিন। প্রকৃতই যদি তা হয়ে থাকে, তাহলে পদক্ষেপ করবে কমিশন।'

তারই ভিত্তিতে এদিন ২৯১৯ জনের একটি বিকল্প তালিকা জমা দিয়েছে বিজেপি। এর আগে একই কারণে মালদায় ৬১ জন বিএলও বদলের দাবি করেছিল বিজেপি। কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, বিজেপির অভিযোগ খতিয়ে দেখতে সংশ্লিষ্ট জেলা শাসকদের থেকে রিপোর্ট চেয়েছেন সিইও।

বিজেপির মতে, রাজ্যে ৩ লক্ষ ২০ হাজার ডিএ প্রাপ্ত সরকারি কর্মচারী রয়েছে। ৯৪ হাজার বুথের জন্য সাকুল্যে বিএলও দরকার ১ লাখের মতো। তা সত্ত্বেও কেন অস্থায়ী কর্মচারীদেরে বিএলও পদে নিয়োগ করা হবে?

জীবনকৃষ্ণের সঙ্গে দেখা করতে আদালতে হুমায়ুন

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় ইডির হাতে গ্রেপ্তার হওয়া জীবনকৃষ্ণ সাহার সঙ্গে আদালতে এসে দেখা করলেন বিধায়ক হুমায়ুন কবীর। বৃহস্পতিবার ইডির বিশেষ আদালতে জীবনকৃষ্ণের জামিনের আর্জির শুনানি হয়।

এদিনই আদালতে এসে জীবনকৃষ্ণের খোঁজখবর নেন তাঁরই জেলা মুর্শিদাবাদের ভরতপুরের বিধায়ক। হুমায়ুন জানান, তিনি দলের তরফে নয়, ব্যক্তিগতভাবে জেলবন্দি সহকর্মীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছেন।

এদিন জীবনকৃষ্ণের স্ত্রী ও ছেলের সঙ্গেও কথা বলেন হুমায়ুন। শুনানির সময় বিচারকক্ষে বসেছিলেন তিনি। তবে জীবনকৃষ্ণের জামিনের বিরোধিতা করে ইডি। কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা আদালতে জানায়, ইডি সুপার হিউম্যান নয় যে এত দ্রুত তদন্ত শেষ করতে পারবে। শেষ পর্যন্ত জীবনকৃষ্ণের জামিনের আর্জি খারিজ করেছেন বিচারক। ২৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তাঁকে জেল হেপাজতের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

এদিন জীবনকৃষ্ণকে আদালতে নিয়ে যাওয়া হলে তাঁর সঙ্গে দেখা করেন স্ত্রী ও ছেলে। ওই সময়ে হুমায়ুন কবীরের সঙ্গে তাঁর কথা হয়। জানা গিয়েছে, জেলবন্দি বিধায়কের শারীরিক অবস্থার খোঁজখবর নিয়েছেন হুমায়ুন। এদিন আদালতে জীবনকৃষ্ণের আইনজীবী জানান, ২০২২ সালের মামলায় সিবিআই আগে গ্রেপ্তার করেছিল জীবনকৃষ্ণকে।

ইতিমধ্যেই সেই মামলায় জামিন পেয়ে গিয়েছেন। তিনি বিধানসভার সদস্য। তাঁর অনেক কাজ থাকে। অথচ বিধায়ককে সমন পাঠালেও তিনি হাজিরা দেননি বলে দাবি করেছে ইডি। পালটা ইডি সওয়াল করে, বিধায়কের পরিবারের সদস্যদের বয়ান নেওয়া হয়েছে। বেশ কিছু লেনদেন পাওয়া গিয়েছে। এক নিমেষে তদন্তের শেষ পর্যায়ে পৌঁছোনো সম্ভব নয়। ইডি সুপার হিউম্যান নয়। সমস্ত তথ্য খতিয়ে দেখা হচ্ছে।

আরও ১৬ লক্ষ বাড়ি বঙ্গে

বিধানসভা ভোটের আগে বরাদ্দ দিতে সমীক্ষার নির্দেশ

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : লক্ষ্য বিধানসভা নির্বাচন। তাই নির্বাচনের বাজনা বাজার আগেই আরও ১৬ লক্ষ পরিবারের বাড়ি তৈরির প্রস্তুতি শুরু করল নবান্ন। বৃহস্পতিবারই এই নিয়ে জেলাস্তরে সমীক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের কাজে প্রশাসনিক আধিকারিকদের একাংশ যুক্ত হয়ে যাওয়ায় নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাংলার বাড়ি প্রকল্পের সমীক্ষা কী করে সম্ভব হবে, তা নিয়েই চিন্তায় রয়েছেন নবান্নের কর্তারা। বৃহস্পতিবার রাজ্য মন্ত্রীসভার বৈঠকে এই নিয়ে আলোচনাও হয়েছে। ডিসেম্বরের মধ্যে তিনটি স্তরে যাচাইয়ের মাধ্যমে তালিকা চূড়ান্ত করে জানুয়ারি থেকেই টাকা ছাড়ার প্রক্রিয়া শুরু করার লক্ষ্য নিয়েছে রাজ্য প্রশাসন। কিন্তু অক্টোবরে মাত্র ১১টি কাজের দিন রয়েছে। ফলে শুধুমাত্র নভেম্বর ও ডিসেম্বরের মধ্যে তিন স্তরে তালিকা যাচাই আদৌ সম্ভব হবে কি না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে।

২০২১ সালের ডিসেম্বর মাসের পর থেকে আবাস যোজনায় টাকা আটকে রেখেছে কেন্দ্রীয় সরকার। বারবার দরবার করা সত্ত্বেও কেন্দ্রীয় সরকার এই টাকা বরাদ্দ করেনি। এই পরিস্থিতিতে বাংলার মানুষকে রাজ্য নিজের তহবিল থেকেই বাড়ি তৈরি করে দেবে বলে ঘোষণা করেছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। ইতিমধ্যেই প্রথম পর্যায়ে ১২ লক্ষ পরিবার দু'টি কিস্তিতে ১ লক্ষ ২০ হাজার টাকা করে পেয়েছেন। তৃণমূল নেতৃত্ব মনে করছেন, মূলত নিম্নবিত্ত ও গরিব মানুষকে কাছে টানতে এই প্রকল্প ভোটের আগে সহায়ক হয়ে উঠবে। তাই বিধানসভা নির্বাচনের দিন ঘোষণার আগেই দ্বিতীয় পর্যায়ে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে বাড়ি তৈরি করে দেওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। এই ১৬ লক্ষ পরিবার ভোটের দিন ঘোষণার আগেই প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে পেয়ে যাবেন। ফলে ২৮ লক্ষ পরিবারকে সন্তুষ্ট করতে পারছে রাজ্য সরকার। লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্প চালু রেখে মহিলা ভোটব্যাংকে বড় থাবা বসিয়েছে ঘাসফুল শিবির। ফলে বাংলার বাড়ি প্রকল্প ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনের ভোট বৈতরণি পার করতে সহায়ক হবে বলেই মনে করছেন তৃণমূল নেতারা।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিয়েছে অফিসারদের নিয়ে। ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনের কাজে যুক্ত হয়ে যাবেন প্রশাসনিক কর্তা ও কর্মীদের বড় অংশ। ফলে অল্প সংখ্যক কর্মী নিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তিনটি স্তরে সমীক্ষা সম্ভব কি না, তা নিয়েই চিন্তা। প্রথম পর্যায়ে পঞ্চায়েত স্তরে এই সমীক্ষা হবে। এরপর তালিকা বিডিও অফিসে টাঙানো থাকবে। সেখানে কোনও অভাব-অভিযোগ জমা পড়লে বিডিও অফিসের কর্মীরা তা যাচাই করে সংশোধিত তালিকা তৈরি করবেন। এরপর শেষ পর্যায়ে জেলা শাসকের অফিস থেকে তালিকা যাচাই করে চূড়ান্ত করা হবে। এই প্রক্রিয়া দু-মাসের মধ্যে কীভাবে শেষ করা সম্ভব, তা নিয়েই চিন্তিত নবান্নের কর্তারা।

অরুণ আলোর অঞ্জলি

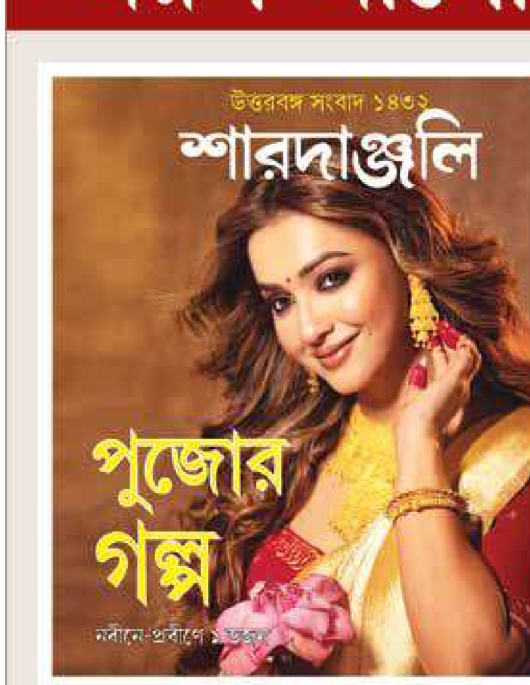

মহালয়া ১৪৩২

শরৎ। আসে। হাসে। কাশে। আকাশে। আশ্বাসে। আলোর ফুলকি লাগে। তনু-মনে। জীবনে। জীবনছুঁয়ে উঠে আসে গল্পেরা। নবীনে-প্রবীণে, নিবেদনে ১ ডজন গল্প।

পুজোর গল্প

বিপুল দাস
কাটামুণ্ডের রহস্য
সেবন্তী ঘোষ
হেমনলিনীর গল্প
অনির্বাণ নাগ
এক কামরার দূরত্ব
অনিন্দিতা গুপ্ত রায়
সে নহি সে নহি
হিমাংশু রায়
বোদংয়ের প্রথম মহালয়া
মনোমিতা চক্রবর্তী
উপলব্ধি
মৃগাঙ্ক চক্রবর্তী
জানি নাই তো, তুমি এলে

রাজন্যা ভৌমিক
ডাক্তার রায়
শুভ্র মৈত্র
কলের মিস্ত্রি
শুভ্রদীপ চৌধুরি
থিমের নাম জ্বর
শুভ্র চট্টোপাধ্যায়
মায়ের ডাক
রাজা সাহা
উদ্ভিদ
শবরী চক্রবর্তী
কি জাদু রামের নামে
পুজোর ট্রেন্ড সাইয়ারা

মহালয়ার ভোরে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-এর সঙ্গে বিনামূল্যে বিতরণ করা হবে এই বিশেষ সংখ্যা

'ডিমেনশিয়া' রোগীদের গ্রাম হবে জোকায়

পুলকেশ ঘোষ

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : আপনি কি প্রায়ই ঘটনা বা নাম ভুলে যাচ্ছেন? বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করতে অসুবিধা হচ্ছে? সময় বা জায়গা নিয়ে ধন্দ তৈরি হচ্ছে? লিখতে বা বলতে অসুবিধা দেখা দিচ্ছে? জিনিসপত্র কোথায় রাখলেন মনে করতে পারছেন না? এসব সমস্যা সাধারণভাবে হামেশাই হয়ে থাকে। কিন্তু যদি বারেবারে দিনভর এই সমস্যাগুলি আপনাকে জ্বালাতন করে, তাহলে একবার ডাক্তারবাবুর পরামর্শ নেওয়া ভালো। লাগাতার এই সমস্যায় জ্বালাতনের কারণ ডিমেনশিয়া হতে পারে। তবে এ নিয়ে ভয়ের কিছু নেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, অনেক সময়ই আমাদের জীবনশৈলী বা শারীরিক নানা সমস্যার জন্য এই লক্ষণগুলি দেখা দিতে পারে। তবে যদি ডাক্তারবাবু আপনার জীবনশৈলী বা শারীরিক কোনও সমস্যা খুঁজে না পান, তাহলে অবশ্যই চিন্তার কারণ রয়েছে। কারণ বিশেষজ্ঞদের মতে, সেক্ষেত্রে ওই সমস্যাগুলি চিকিৎসায় সারিয়ে তোলা সম্ভব নয়। সেগুলি মস্তিষ্কের পাকাপোক্ত ক্ষতি।

ডিমেনশিয়া মানুষজন গভীর মনোযোগের সঙ্গে কোনও কিছু করতে পারেন না। তাই তাঁদের নানা কাজে ব্যস্ত রাখার প্রয়োজন হয়। তাঁদের পছন্দের কাজ যাতে তাঁরা করতে পারেন, সেই চেষ্টাই করা হয়। প্রয়োজন হয় বাড়ির লোককে এ বিষয়ে সচেতন করা। প্রয়োজনে তাঁদের প্রশিক্ষণ দেওয়া। এই ডিমেনশিয়া ভোগা মানুষজনদের নিয়ে কলকাতায় দীর্ঘদিন ধরে কাজ করে চলেছেন অ্যালঝাইমার্স অ্যান্ড রিলেটেড ডিজঅর্ডার্স সোসাইটি অফ ইন্ডিয়া-র ক্যালকাটা চ্যাপ্টার। সেপ্টেম্বর বিশ্ব অ্যালঝাইমার্স মাস হিসেবে পালিত হচ্ছে। এই উপলক্ষ্যে ২০ সেপ্টেম্বর ভারতীয় জাদুঘরে কেন্দ্রীয় সংস্কৃতি মন্ত্রকের যৌথ উদ্যোগে তাঁরা একটি শিল্পকলা প্রদর্শনীর আয়োজন করেছেন। সেখানে ডিমেনশিয়ার সমস্যায় ভোগা মানুষজনদের আঁকা ছবি ও হাতে তৈরি নানা শিল্পকর্ম প্রদর্শিত হবে।

ডিমেনশিয়ার ক্ষেত্রে আসল সমস্যা পরিবারের লোকজনদের সচেতনতা। কারণ, পরিবারে যে সদস্যদের এই সমস্যা দেখা দেয় তাঁদের সঙ্গে কী আচরণ করা উচিত সেটাই বুঝে উঠতে পারেন না তাঁরা।

ছবি : এআই

কথা হচ্ছিল সোসাইটির কলকাতা চ্যাপ্টারের মহাসচিব নীলাঞ্জনা মৌলিকের সঙ্গে। বললেন, 'আমাদের মস্তিষ্কের নানা প্রান্তে স্মৃতি বিষয়ক নানা কুঠুরি থাকে। আমরা কোনও কিছুই দেখলে তা স্মৃতির কোনও কুঠুরিতে জমিয়ে রাখি। আবার একই ধরনের কোনও জিনিস দেখলে সেই স্মৃতি ওই কুঠুরি থেকে টেনে বের করে আনার চেষ্টা করি। কিন্তু জটিল পদ্ধতিতে অনেক সময় এটি তত ভালোভাবে সম্পন্ন করা যায় না। এজন্য আমরা ডিমেনশিয়ার মাত্রা মাপি, বিভিন্ন ধরনের স্ক্রিনিং ক্যাম্প করি। ডিমেনশিয়ার সমস্যায় ভোগা মানুষদের নানাভাবে ব্যস্ত রাখার জন্য আমরা ডে কেয়ার-এর ব্যবস্থা করেছি। এমনকি প্রয়োজনে তাঁদের বাড়িতে গিয়েও কিছু সময়ের জন্য আমাদের প্রশিক্ষকরা তাদের নানাভাবে সময় দেন। আগামী দিনে এই আত্মভোলা মানুষদের জন্য আমরা একটা আস্ত গ্রাম তৈরি করতে চলেছি জোকায়।'

নীলাঞ্জনার কাছ থেকেই জানা গেল, ইতিমধ্যেই গ্রাম তৈরির জন্য জোকায় জমি কিনে রেজিস্ট্রেশনের কাজ হয়ে গিয়েছে। এমনকি সেখানে যে গ্রাম তৈরি হবে তার নকশাও প্রস্তুত। সেখানে ডিমেনশিয়ার সমস্যা যুক্ত মানুষেরা পাবেন তাঁদের নিজের জগৎ। সেই লক্ষ্যেই জোর কদমে এগোচ্ছেন নীলাঞ্জনারা।

ধস সরানো চলছে ছাম্বা-গঙ্গোত্রী হাইওয়েতে। বৃহস্পতিবার হৃষিকেশে।

পরিচয়পত্র 'লক' নির্বাচন কমিশনের

ভোটাধিকার বাতিল শেখ হাসিনার

ঢাকা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভারতে ভোট চুরির অভিযোগে চূড়ান্ত বিড়ম্বনায় পড়েছে নির্বাচন কমিশন। লোকসভার বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির একের পর এক অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েই জনমানসে প্রশ্ন উঠে গিয়েছে। বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশন তার থেকে আরও এক কাঠি ওপরে উঠে ক্ষমতাচ্যুত প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভোটাধিকারই কেড়ে নিয়েছে। তাঁর পরিবারের সদস্যদের ভোটাধিকার বাতিল করে দিয়েছে বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন।

বুধবার শেখ হাসিনার এনআইডি (জাতীয় পরিচয়পত্র) লক করে দেয় কমিশন। এর ফলে ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারিতে সাধারণ নির্বাচনে তিনি ভোট দিতে পারবেন না। শুধু হাসিনা একা নন, তাঁর বোন শেখ রেহানা, ছেলে সজীব ওয়াজেদ জয়, মেয়ে সাইমা ওয়াজেদ পুতুলেরও এনআইডি হয় লক করা হয়েছে নয়তো ব্লক করে দেওয়া হয়েছে। রেহানার মেয়ে টিউলিপ রিজওয়ানা সিদ্দিক, আজমিনা সিদ্দিক, ভাইপো রাদওয়ান মুজিব সিদ্দিক ববি, হাসিনার প্রাক্তন নিরাপত্তা উপদেষ্টা তারিক আহমেদ সিদ্দিক, তাঁর স্ত্রী শাহিন সিদ্দিক, তাঁদের মেয়ে বুশরা

সিদ্দিকেরও এনআইডি লক করে দেওয়া হয়েছে।

এই ঘটনা থেকে স্পষ্ট শেখ হাসিনা, তাঁর পরিবার এবং তাঁর দল আওয়ামি লিগকে বাদ দিয়েই আগামী সাধারণ নির্বাচনে নামতে চাইছে মুহাম্মদ ইউনূস সরকার। নির্বাচন কমিশনের সচিব আখতার আহমেদ বলেন, 'হাসিনার এনআইডি লক করা হয়েছে। যাঁদের এনআইডি লক হয়ে গিয়েছে তাঁরা বিদেশ থেকে আর ভোট দিতে পারবেন না। তবে বিদেশে পালিয়ে গেলেও যাঁদের এনআইডি এখনও সক্রিয় রয়েছে তাঁরা ভোট দিতে পারবেন।' গত বছর বাংলাদেশে ছাত্র জনতার অভ্যুত্থানে ক্ষমতাচ্যুত শেখ হাসিনা ভারতে পালিয়ে আসেন। ইউনূস সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকে লাগাতার হাসিনা এবং আওয়ামি লিগকে বাংলাদেশের রাজনীতি থেকে মুছে দেওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছে। হাসিনার বিরুদ্ধে তাঁর অনুপস্থিতিতেই আন্তর্জাতিক অপরাধ ট্রাইবিউনালে মামলা চলছে। আওয়ামি লিগের যাবতীয় কাজকর্ম নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এপ্রিলেই বাংলাদেশের নির্বাচন কমিশনের এনআইডি শাখার প্রধান হুমায়ুন কবীরের নির্দেশে হাসিনা ও তাঁর পরিবারের ১০ জন সদস্যের এনআইডি বাতিল করা হয়েছিল।

ভারত পাশে, সুশীলাকে আশ্বাস মোদির

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : নেপালে সাম্প্রতিক আন্দোলনে প্রাণহানির ঘটনায় গভীরভাবে ব্যথিত প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। সে কথা জানাতে এবং পাশে থাকার বার্তা দিতে বৃহস্পতিবার তিনি টেলিফোনে নেপালের অন্তর্বর্তী প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির সঙ্গে কথা বলেন। নেপাল বিদ্রোহের পর এই প্রথম ফোনে কথা হয় দুই দেশের রাষ্ট্রপ্রধানের। এই আলাপচারিতায় দুই পড়শি দেশের বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আরও দৃঢ় করার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়।

বৃহস্পতিবার সকালে সুশীলার সঙ্গে কথা হয় মোদির। নিজের সমাজমাধ্যমের পাতায় সেই অভিজ্ঞতা ভাগ করে নিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি বর্তমান নেপালে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারে ভারতের সমর্থনের কথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। মোদি লিখেছেন, 'নেপালের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী সুশীলা কার্কির সঙ্গে ফোনে কথা হল। সাম্প্রতিককালে নেপালে মর্মান্তিক প্রাণহানির জন্য তাঁকে আন্তরিক সমবেদনা জানিয়েছি। নেপালে শান্তি ও স্থিতিশীলতা পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় সর্বদা পাশে থাকবে ভারত, সে কথাও জানিয়েছি তাঁকে।'

শুক্রবার নেপালের জাতীয় দিবস। তার আগে নেপালের নয়া প্রধানমন্ত্রী সহ গোটা দেশের জনগণকে শুভেচ্ছাও জানিয়েছেন মোদি। উলটোদিকে ভারতের সহযোগিতার জন্য সুশীলা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন এবং দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ককে আরও মজবুত করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন।

চামোলিতে ধস, নিখোঁজ ২০

দেরাদুন, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভূমিধসের জেরে উত্তরাখণ্ডের চামোলি জেলায় এখনও নিখোঁজ ২০। আহত হয়েছেন ১৪ জন। সরকারি সূত্র জানিয়েছে, চামোলির নন্দননগর এলাকার চারটি গ্রামে ৩০টিরও বেশি বাড়ি, একাধিক দোকান মাটির তলায় চাপা পড়ে গিয়েছে। যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছে বহু গ্রামে। মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত গ্রামগুলি হল কুনতারি, লাগাফালি, সেরা ও ধুরমা। মুখ্যমন্ত্রী পুষ্কর সিং ধামি জানিয়েছেন, জেলায় ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের সংখ্যা ২০০-রও বেশি। গুরুতর আহতদের মধ্যে এক শিশুকে হেলিকপ্টারে ঋষীকেশের এইমসে পাঠানো হয়েছে। চিকিৎসা চলছে বাকি আহতদের।

ছাত্র ভোটে নিয়মভঙ্গ

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন ঘিরে ফের উঠল বিতর্ক। অভিযোগ, হাইকোর্ট ও লিংডো কমিটির দেওয়া কড়া নিয়ম সত্ত্বেও বৃহস্পতিবার ভোটের দিন প্রকাশ্যে লঙ্ঘিত হল একের পর এক নির্দেশ। ছাপা পোস্টার বিলি থেকে শুরু করে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে প্রচার সবই চলল প্রকাশ্যে। হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, নির্বাচনি প্রচারে শুধুমাত্র হাতে লেখা পোস্টার ব্যবহার করা যাবে। ছাপা পোস্টার সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ। কিন্তু ভোটের দিন বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর ভরে গেল ছাপা পোস্টারে। পড়ুয়ারা রাস্তায় দাঁড়িয়ে সেগুলি বিলিও করলেন। হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, নির্দিষ্ট সময়ের পর সমস্ত প্রচার বন্ধ রাখতে হবে। কিন্তু বৃহস্পতিবার ভোট চলাকালীনই সংঘ পরিবারের ছাত্র সংগঠন এবিভিপি ও কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠন এনএসইউআই সমর্থকদের ঢাক বাজিয়ে ভোট চাইতে দেখা যায়। নজর কেড়ে নিয়েছে এবিভিপি-র এআই নির্ভর প্রচার কৌশল।

এদিকে, সকাল সাড়ে ৮টা থেকে দুপুর ১টা পর্যন্ত প্রথম দফার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর বিকেল ৩টে থেকে শুরু হয় দ্বিতীয় দফা, যা চলে সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত। ভোট গণনা হবে শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে। এবারের নির্বাচনে সভাপতি, সহ সভাপতি, সম্পাদক এবং যুগ্ম সম্পাদক এই চারটি প্রধান পদের জন্য মোট ২১ জন প্রার্থী লড়ছেন।

ভোট চুরি নিয়ে তর্জা শাসক-বিরোধীদের

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভোট চুরি নিয়ে নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধির নয়া অভিযোগ নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই আক্রমণ শানাল বিজেপি। যদিও কংগ্রেস নেতার অভিযোগকে সমর্থন জানিয়েছে ইন্ডিয়া জোটের অধিকাংশ দল।

বৃহস্পতিবার রাহুল গান্ধি অভিযোগ করেন, কর্ণাটকের আলন্দে ২০২৩ সালে ৬,০১৮ ভোট মুছে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছিল। সিইসি জ্ঞানেশ কুমার ভোট চোরদের রক্ষা করছেন। এর জবাবে বিজেপি নেতা অনুরাগ ঠাকুর বলেন, 'রাহুল গান্ধি নিজেই স্বীকার করেছেন, উনি গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য আসেননি। যদি উনি গণতন্ত্রকে রক্ষা নাই করবেন তাহলে ওঁর লক্ষ্যটা কী? একে ধ্বংস করা? টুলকিটের সাহায্যে উনি লাগাতার আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এবং অসম্মান করছেন।' অনুরাগের বক্তব্য, 'আলন্দে ২০২৩ সালে কংগ্রেসের প্রার্থীই জিতেছিলেন। তাহলে কংগ্রেস কি ভোট চুরি করে জিতেছিল?' এর জবাবে কংগ্রেস বিধায়ক বিআর পাতিল দাবি করেন, শুধুমাত্র কংগ্রেসের ভোটারদেরই টার্গেট করা হয়েছিল। সিইসিকে কর্ণাটক সিআইডির তরফে যে চিঠি দেওয়া হয়েছিল সেটিও প্রকাশ করেছে কংগ্রেস। রাহুলের অভিযোগ প্রসঙ্গে তৃণমূল সাংসদ সাকেত গোখলে বলেন, 'অভিযোগগুলি নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে, অথচ বিজেপি তড়িঘড়ি করে সাংবাদিক বৈঠক করছে। এতেই স্পষ্ট তারা একে অপরের জন্য কাজ করা একটি ঐক্যবদ্ধ দল।' তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র বলেন, 'জ্ঞানেশ কুমারের এখনই পদত্যাগ করা উচিত। তিনি ভোটচোরেদের দ্বারা পরিচালিত ভোটচুরি মেশিন তত্ত্বাবধান করছেন।'

রাজ্যসভার সাংসদ কমল হাসন বলেন, 'যদি অভিযোগগুলি অসত্য হয় তাহলে সেটা আগে প্রমাণ করা হোক। অভিযোগগুলি যদি ভিত্তিহীনই হবে তাহলে এত হইচই হচ্ছে কেন?' রাহুলের সমর্থনে মুখ খুলেছেন সিপিআইয়ের সাধারণ সম্পাদক ডি রাজাও। তিনি বলেন, 'রাহুল গান্ধি বিরোধী দলনেতা। উনি যা কিছু বলেছেন সেগুলি বিবেচনা করা উচিত। মানুষের সামনে সমস্ত তথ্য পেশ করা উচিত।' এনসিপি (এসপি) নেত্রী সুপ্রিয়া সুলের বক্তব্য, 'নির্বাচন কমিশনের উচিত এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট উত্তর দেওয়া। আমরাও অনেক দিন ধরে ভোট চুরির অভিযোগ তুলছি।' আপের সৌরভ ভরদ্বাজ দাবি করেছেন, রাহুল গান্ধি আজ যে দাবি করেছেন, আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরিওয়াল দিল্লির ভোটের আগে থেকে সেই কথাই বলছিলেন। নয়াদিল্লি কেন্দ্রে কীভাবে গণ হারে ভোটারদের বাদ দেওয়া এবং বিজেপির ভোটারদের নাম তোলা হয়েছে, সেটা সাংবাদিক বৈঠকে আগেই বলেছিলেন কেজরিওয়াল।

"জ্ঞানেশ কুমারের এখনই পদত্যাগ করা উচিত। তিনি ভোটচোরেদের দ্বারা পরিচালিত ভোটচুরি মেশিন তত্ত্বাবধান করছেন। — মহুয়া মৈত্র

"যদি অভিযোগগুলি অসত্য হয় তাহলে সেটা আগে প্রমাণ করা হোক। অভিযোগগুলি যদি ভিত্তিহীনই হবে তাহলে এত হইচই হচ্ছে কেন? — কমল হাসান

"নির্বাচন কমিশনের উচিত এই অভিযোগগুলি সম্পর্কে স্পষ্ট উত্তর দেওয়া। — সুপ্রিয়া সুলে

"রাহুল গান্ধি নিজেই স্বীকার করেছেন, উনি গণতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য আসেননি। যদি উনি গণতন্ত্রকে রক্ষা নাই করবেন তাহলে ওঁর লক্ষ্যটা কী? একে ধ্বংস করা? টুলকিটের সাহায্যে উনি লাগাতার আমাদের সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানগুলিকে নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন এবং অসম্মান করছেন। — অনুরাগ ঠাকুর

পিতৃপক্ষে পূর্বপুরুষের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান বিদেশিদের। বৃহস্পতিবার গয়ার বিষ্ণুপদ মন্দিরে।

আদানিদের ক্লিনচিট সেবি'র

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : অবশেষে স্বস্তি পেলেন শিল্পপতি গৌতম আদানি। মার্কিন সংস্থা হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে যে অভিযোগ তুলেছিল তা নস্যাৎ করে দিল বাজার নিয়ন্ত্রক সংস্থা সেবি। তদন্তের শেষে সেবি জানিয়েছে, হিন্ডেনবার্গ রিসার্চ যেসব অভিযোগ তুলেছে তা প্রমাণিত হয়নি। ইনসাইডার ট্রেডিং, শেয়ারদরে কারচুপি বা পাবলিক শেয়ার হোল্ডিংয়ের যে নিয়ম রয়েছে তা লঙ্ঘন করেনি আদানি গোষ্ঠী। কোনও প্রমাণ না মেলায় আদানি গোষ্ঠী বা যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে না। সেবির ক্লিনচিটে আদানি গোষ্ঠীর ওপর লগ্নিকারীদের আস্থা ফিরবে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

২০২৩-এর জানুয়ারিতে মার্কিন শর্ট সেলার হিন্ডেনবার্গ রিসার্চের রিপোর্ট প্রকাশ্যে আসে। রিপোর্ট বেরোতেই আদানি গোষ্ঠীভুক্ত বিভিন্ন সংস্থার শেয়ারদরে ধস নামে। রাতারাতি বিশ্বের সেরা ১০ ধনীতম ব্যক্তির তালিকা থেকে ছিটকে যান গৌতম আদানি। পরে সুপ্রিম কোর্টের নিযুক্ত প্যানেলের রিপোর্টে আদানি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয়নি বলে জানানো হয়েছিল। যার জেরে শেয়ারদর অনেকটাই ফের উঠে আসে। সেবির ক্লিনচিটে সেই প্রবণতা আরও বাড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

বিয়ে করতে এসে খুন মার্কিন মহিলা

চণ্ডীগড়, ১৮ সেপ্টেম্বর : এক অনাবাসী ভারতীয়কে (এনআরআই) বিয়ে করতে এসে খুন হলেন মার্কিন মহিলা। রূপিন্দর কাউর পান্ধের নামে ৭১ বছর বয়সি ওই মহিলাকে বেস বলের ব্যাট দিয়ে পিটিয়ে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ। পরে দেহ পুড়িয়ে দেওয়া হয়। হাড় ও দেহাংশ বস্তায় ভর্তি করে তা খালের জলে ফেলে দেওয়া হয়। এই ঘটনায় এক ব্যক্তিকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। বুধবার লুধিয়ানা পুলিশ জানিয়েছে, ২৪ জুলাই থেকে রূপিন্দরের মোবাইল বন্ধ ছিল। তাঁর কোনও খোঁজ ছিল না। রূপিন্দরের বোন কমল কাউর খাইরারের সন্দেহ হওয়ায় নয়াদিল্লির মার্কিন দূতাবাসে বিষয়টি জানান। দূতাবাস থেকে স্থানীয় পুলিশকে চাপ দেওয়া হয়। পান্ধেরের পরিবার মর্মান্তিক ঘটনার কথা গত সপ্তাহে জেনেছে।

শ্রীলঙ্কাকে চিনের ঋণ

কলম্বো, ১৮ সেপ্টেম্বর : বছর কয়েক আগে চরম আর্থিক সংকটে প্রায় দেউলিয়া দশা হয়েছিল শ্রীলঙ্কার। এই কারণে প্রবল গণ বিক্ষোভের মুখেও পড়তে হয়েছিল সে দেশের তৎকালীন শাসকদলকে। শেষমেশ আপাত শান্তি ফিরে এলেও আর্থিক দুর্বলতা কাটেনি দ্বীপরাষ্ট্রের। এই পরিস্থিতিতে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে চিন। ৫০০ মিলিয়ন ডলারের (প্রায় ৪২০০ কোটি) চিনা ঋণে আটকে থাকা সেন্ট্রাল এক্সপ্রেসওয়ে প্রকল্পের কাজ সে দেশে আবার শুরু হয়েছে।

এই মহাসড়ক রাজধানী কলম্বোকে পাহাড়ি শহর ক্যান্ডির সঙ্গে দ্রুত যুক্ত করবে। ২০১৬ সালে শুরু হলেও অর্থ ও উপকরণের অভাবে ২০২৩ সালে কাজ থেমে যায়। মোট ৩৮ কিলোমিটারের মধ্যে এক-তৃতীয়াংশ কাজ শেষ হয়েছিল। সড়ক যোগাযোগমন্ত্রী বিমল রত্নায়েকে জানিয়েছেন, ২০২৮ সালের এপ্রিলের মধ্যেই প্রকল্প শেষ করার চেষ্টা হচ্ছে।

'স্বল্প সুদে' শ্রীলঙ্কাকে এই ঋণ দিয়েছে চিনা এক্সিম ব্যাংক। প্রেসিডেন্ট অনুরা কুমারা দিশানায়েকে আশাপ্রকাশ করেছেন, অর্থনৈতিক সংকট কাটিয়ে দ্রুত উন্নয়ন সম্ভব। বর্তমানে চিনের কাছে শ্রীলঙ্কার প্রায় ৪.৯ বিলিয়ন ডলার ঋণ রয়েছে, যার বড় অংশই পরিকাঠামো খাতে।

ঘোষণা ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ১৮ সেপ্টেম্বর : ট্রাম্পের বন্ধু ও দক্ষিণপন্থী রাজনৈতিক কর্মী চার্লি কার্কের হত্যাকাণ্ড সারা বিশ্বে সাড়া ফেলে দিয়েছে। যাঁরা তাঁর মতাদর্শের সমর্থক নন, তাঁরাও ওই হত্যার বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে অতি বামপন্থী অ্যান্টিফাকে জঙ্গি সংগঠন হিসেবে ঘোষণার সিদ্ধান্ত নিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। বুধবার ট্রুথ সোশ্যালে সিদ্ধান্তের কথা উল্লেখ করে ট্রাম্প লিখেছেন, 'অ্যান্টিফা হল অসুস্থ, বিপজ্জনক ও চরম বামপন্থী এক বিপর্যয়।' অ্যান্টিফার আর্থিক মদতদাতাদের বিরুদ্ধে তদন্তের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ট্রাম্প। সাধারণত অতি বামপন্থী সংগঠনদের বোঝাতে অ্যান্টিফা শব্দবন্ধটি ব্যবহার করা হয়। ট্রাম্পের সিদ্ধান্ত সম্পর্কে হোয়াইট হাউস কিন্তু কোনও বিবৃতি দেয়নি।

ওডিশা সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা

ভুবনেশ্বর, ১৮ সেপ্টেম্বর : ওডিশায় বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যে নারী নির্যাতন বাড়ছে। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেই চলেছে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষায় ১৫ মাসের বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে সরব বিরোধীরা। এই আবহে বৃহস্পতিবার বাদল অধিবেশনের প্রথম দিনেই মোহনচরণ মাঝি সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব আনল কংগ্রেস। এতে নেতৃত্ব দিয়েছেন কংগ্রেসের পরিষদীয় নেতা রামচন্দ্র কদম।

ওডিশা সরকার সব ক্ষেত্রে 'ব্যর্থ' বলে উল্লেখ করে কংগ্রেস নেতা কদম বলেছেন, 'নারী নিরাপত্তা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, কৃষক, দলিত, আদিবাসী ও অনগ্রসরদের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে কোনও পদক্ষেপ করেনি রাজ্য সরকার। আমরা এই সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা আনার সিদ্ধান্ত নিলাম।' প্রবীণ বিজেপি নেতা জয়নারায়ণ মিশ্র কংগ্রেসের অনাস্থা প্রস্তাবকে হাস্যকর বলে পালটা মন্তব্যে বলেছেন, 'কংগ্রেস নিজেই নিজেকে হাসাচ্ছে। ওদের বিধায়ক সংখ্যা বিজেপির ধারেকাছে নয়।'

১৪৭ আসন বিশিষ্ট ওডিশা বিধানসভায় বিজেপির বিধায়ক সংখ্যা ৭৮। বিজেডি ৫০ ও কংগ্রেসের ১৪, সিপিএমের একজন ও তিনজন নির্দল বিধায়ক রয়েছেন।

পাক-সৌদি সামরিক চুক্তি ন্যাটো স্টাইলে

রিয়াধ ও নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : পশ্চিম এশিয়ার শক্তিশালী ও ধনী দেশ সৌদি আরবের সঙ্গে পাকিস্তান পারস্পরিক প্রতিরক্ষা চুক্তি স্বাক্ষর করল। বুধবার চুক্তি সই হওয়ার পর ইসলামাবাদ ও রিয়াধ সরকার জানিয়েছে, দুটি দেশের কোনও একটি আক্রান্ত হলে অপর দেশটিও আক্রান্ত বলে ধরা হবে। অর্থাৎ পাকিস্তানের ওপর হামলার অর্থ সৌদি আরবের ওপরেও হামলা।

পাক মদতপুষ্ট জঙ্গিদের পহলগামে হামলা, ভারতের পালটা সিঁদুর অভিযানকে কেন্দ্র করে ভারত-পাক সম্পর্ক তলানিতে। এই আবহে পাক-সৌদি চুক্তি তাৎপর্যপূর্ণ। পরিস্থিতি সামলাতে এবার সৌদিকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে ন্যাটোর স্টাইলে সৌদি আরবের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করেছে পাকিস্তান। চুক্তিতে সই করেছেন সৌদি সফররত পাক প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফ ও সৌদি যুবরাজ মোহাম্মদ বিন সলমন। চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়েছে রিয়াধের আল-ইয়ামামাহ প্রাসাদে। সই হয়ে যাওয়ার পর দুই নেতা যৌথ বিবৃতিতে বলেছেন, 'উভয় পক্ষ দু-দেশের ঐতিহাসিক ও কৌশলগত সম্পর্কের সঙ্গে সাধারণ স্বার্থের বিষয়গুলি পর্যালোচনা করে চুক্তি স্বাক্ষর করেছে।'

নজর রাখছে দিল্লি

বৃহস্পতিবার নয়াদিল্লির বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে, পাক-সৌদি ঘনিষ্ঠতার দিকে ভারত নজর রেখেছে। জাতীয় স্বার্থরক্ষায় প্রয়োজনীয় সবরকম পদক্ষেপ করবে মোদি সরকার। বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণধীর জয়সওয়াল বলেছেন, 'আমরা সৌদি-পাক প্রতিরক্ষা চুক্তিকে জাতীয় নিরাপত্তার পাশাপাশি আঞ্চলিক (এশীয়) ও বিশ্বস্বার্থের বিষয় ভেবেও নজর রাখছি। ভারত জাতীয় স্বার্থ ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।'

সব ধর্মকে সম্মান করি, মন্তব্য প্রধান বিচারপতির

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : মধ্যপ্রদেশের খাজুরাহোর জবরি মন্দিরে ক্ষতিগ্রস্ত বিষ্ণুমূর্তি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টে শুনানির সময় করা একটি মন্তব্য ঘিরে বিতর্কের মুখে পড়েছেন ভারতের প্রধান বিচারপতি বিআর গাভাই। তাঁর বিরুদ্ধে 'ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের' অভিযোগ উঠতেই বৃহস্পতিবার নিজের অবস্থান স্পষ্ট করে বিচারপতি গাভাই বলেন, 'আমার মন্তব্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি স্পষ্টত বলতে চাই ব্যক্তিগতভাবে সব ধর্মকেই সম্মান করি।'

ঘটনার সূত্রপাত গত মঙ্গলবার। ওইদিন শীর্ষ আদালতে খাজুরাহোর মন্দিরে সাত ফুট উঁচু বিষ্ণুমূর্তির পুনর্নির্মাণ ও পুনর্স্থাপনের আর্জি নিয়ে একটি জনস্বার্থ মামলার শুনানি হয়। ওইদিন প্রধান বিচারপতি গাভাই এবং বিচারপতি কে বিনোদ চন্দ্রনের ডিভিশন বেঞ্চ জনস্বার্থ মামলার আবেদন খারিজ করে জানায়, এই বিষয়টি প্রত্নতত্ত্ব দপ্তরের (এএসআই) আওতায় পড়ে। এরপরই প্রধান বিচারপতি আবেদনকারীর উদ্দেশে রসিকতার সুরে বলেন, 'আপনি যখন বিষ্ণুভক্ত, তখন আপনিই তাঁকে বলুন না কিছু করতে।!' তিনি আরও পরামর্শ দেন, চাইলে আবেদনকারী শিব মন্দিরে পুজো দিতে পারেন। কারণ, খাজুরাহোতে একটি বিরাট শিবলিঙ্গও রয়েছে।

"আমার মন্তব্য বিকৃতভাবে উপস্থাপন করে ছড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। আমি ব্যক্তিগতভাবে সব ধর্মকেই সম্মান করি। — বিআই গাভাই

এই মন্তব্য সমাজমাধ্যমে ভাইরাল হতেই সমালোচনার ঝড় ওঠে। অনেকে অভিযোগ করেন, এতে নাকি ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত লেগেছে। কয়েকটি সংগঠন এমনকি প্রধান বিচারপতির অপসারণের দাবিও তোলে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রধান অলোক কুমার সতর্ক করে বলেন, 'আদালতকক্ষে কথা বলার ক্ষেত্রে সংযম দরকার।'

তবে প্রধান বিচারপতির পাশে দাঁড়িয়েছেন প্রবীণ আইনজীবীরা। সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা বলেন, 'আজকাল সামান্য কথাও সমাজমাধ্যমে অতিরঞ্জিত প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে।' সোশ্যাল মিডিয়াকে 'পাগলা ঘোড়া' বলে অভিহিত করেন বিশিষ্ট আইনজীবী কপিল সিবাল।

অন্যদিকে তীব্র বিতর্কের প্রেক্ষিতে প্রধান বিচারপতি গাভাই ফের স্পষ্ট করে জানিয়ে দেন, তাঁর কথার উদ্দেশ্য কাউকে আঘাত করা নয়। তাঁর কথায়, 'আমি সব ধর্মকেই শ্রদ্ধা করি।'

বিহারে বেকার ভাতার আওতায় স্নাতকরাও

পাটনা, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভোট বড় বালাই। বিহারে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বৃহস্পতিবার বড় ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার। বাড়িয়ে দিলেন বেকার ভাতার পরিসর।

নীতীশের রাজ্যে এবার থেকে স্নাতক তরুণ-তরুণীরাও পাবেন বেকার ভাতার সুবিধা। এতদিন দশম শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশোনা করা তরুণ-তরুণীরাই এই সুবিধা পেতেন। এদিন সমাজমাধ্যমে নীতীশ জানান, এবার থেকে ২০-২৫ বছর বয়সি স্নাতক তরুণ-তরুণীদেরও এই ভাতার সুবিধা দেওয়া হবে। যাঁরা না চাকরি করছেন, না স্বনিযুক্ত। সর্বোচ্চ দু'বছরের জন্য প্রতি মাসে ১০০০

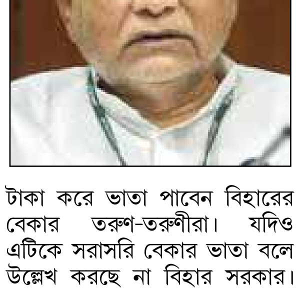

টাকা করে ভাতা পাবেন বিহারের বেকার তরুণ-তরুণীরা। যদিও এটিকে সরাসরি বেকার ভাতা বলে উল্লেখ করছে না বিহার সরকার। এটির পোশাকি নাম 'মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয় স্বয়ং সহায়তা ভাতা যোজনা'।

নীতীশ বলেন, 'এই উদ্যোগ শিক্ষিত তরুণ প্রজন্মের দক্ষতা বাড়াতে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রস্তুতিতে এবং আত্মনির্ভর হতে সহায়ক হবে। সরকার আগামী পাঁচ বছরে এক কোটি তরুণ-তরুণীকে কর্মসংস্থানের সুযোগ করে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে।'

বুধবার ১৬.০৪ লক্ষ নির্মাণ শ্রমিকের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে প্রত্যেককে ৫,০০০ টাকা করে ভাতা পাঠিয়েছেন বলে জানিয়েছিলেন নীতীশ। বিশাল অঙ্কের এই সাহায্য রাজনৈতিক মহলে নির্বাচনের আগে বড় পদক্ষেপ হিসাবে দেখা হচ্ছে।

দিল্লিতে শুরু এসআইআর প্রক্রিয়া

নবনীতা মণ্ডল

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআরের কাজ পশ্চিমবঙ্গ সহ দেশজুড়ে পুজোর পরই শুরু হওয়ার কথা। সেই মতো পশ্চিমবঙ্গে প্রস্তুতি শুরু হলে আনুষ্ঠানিক ঘোষণা এখনও হয়নি। তবে তার আগেই দেশের রাজধানীতে শুরু হয়ে গেল এসআইআর প্রক্রিয়া। দিল্লির মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিকের (সিইও) অফিস থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তি অনুসারে, ২০০২ সালের ভোটার তালিকা ইতিমধ্যেই সিইও-র ওয়েবসাইটে আপলোড করা হয়েছে।

ভোটাররা নিজেরা তালিকা দেখে নিতে পারবেন, তাঁদের নাম সেই তালিকায় রয়েছে কি না। নির্দেশিকা অনুযায়ী, যাঁদের নাম ২০০২ সালের তালিকায় নেই তাঁদের বৈধ নাগরিকত্ব প্রমাণ করতে হবে এনুমারেশন ফর্ম জমা দিয়ে। যাঁদের নাম রয়েছে, কিন্তু মা-বাবার নাম নেই তাঁরাও পরিচয়পত্র দেখাতে বাধ্য। যাঁদের নাম ২০০২ ও ২০২৫ সালের উভয় তালিকাতেই রয়েছে তাঁদের শুধু ২০০২ সালের তালিকার অংশ ও এনুমারেশন ফর্ম জমা দিলেই হবে। আবার যাঁদের নাম নেই, কিন্তু মা-বাবার নাম রয়েছে সেক্ষেত্রে মা-বাবার নামের অংশটুকু এবং নিজেদের পরিচয়পত্র জমা দিতে হবে। সিইও অফিসের তরফে জানানো হয়েছে, ২৬ অক্টোবর পর্যন্ত ভোটার তালিকা খতিয়ে দেখার কাজ চলবে। কমিশনের নির্দেশ, যাঁদের নাম তালিকায় নেই তাঁরা যেন আগেভাগেই প্রমাণপত্র প্রস্তুত রাখেন, যাতে সমীক্ষার সময়ে অসুবিধায় না পড়তে হয়। দিল্লিতে ইতিমধ্যেই প্রতিটি বিধানসভা আসনে বুথ লেভেল অফিসার (বিএলও)-দের নিয়োগ এবং প্রশিক্ষণও শুরু হয়েছে।

সামনে ওমান, নজরে পাকিস্তান

আবু ধাবি, ১৮ সেপ্টেম্বর : আগুন জ্বলছে। বিতর্ক বাড়ছে। সঙ্গে নয়া কাউন্টডাউনও শুরু হয়ে গিয়েছে।

আবুধাবির শেখ জায়েদ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠে শুক্রবার গ্রুপের শেষ ম্যাচ টিম ইন্ডিয়ার। প্রতিপক্ষ ওমান। যে দলে ভারতীয় বংশোদ্ভুতদের ছড়াছড়ি। ওমান অধিনায়ক যতীন্দার সিং নিজেই ভারতীয় বংশোদ্ভুত।

কিন্তু ওমান ম্যাচ নিয়ে কে আর জানতে চায়! ভারত এই প্রথমবার ওমানের বিরুদ্ধে খেলবে, এমন তথ্য নিয়েও কারোর কোনও আগ্রহ নেই।

ক্রিকেট দুনিয়ার সবারই একটাই প্রশ্ন, আগামী রবিবার কী হবে? সুপার ফোর পর্বে রবিবার ফের ভারত-পাকিস্তান মহারণ। ওমান ম্যাচের আড়ালে রবিবারের পাকিস্তান ম্যাচ নিয়ে আগ্রহ তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। সূর্যকুমার যাদবরা কি রবিবার সলমন আলি আঘাদের সঙ্গে মাঠে করমর্দন করবেন? শেষ রবিবারের দুবাইয়ে টিম ইন্ডিয়ার অনায়াস, একপেশে জয়ের পর আগামী রবিবার দুই প্রতিবেশীর মহারণের আসরে কি কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে পারে?

বিস্তর প্রশ্ন ও জল্পনার মাঝেই আগামীকাল ওমানের বিরুদ্ধে খেলতে নামছে টিম ইন্ডিয়া। সুপার ফোর আগেই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছে। তাই ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচ ভারতীয় দলের জন্য আক্ষরিক অর্থেই নিয়মরক্ষার। আর নিয়মরক্ষার সেই ম্যাচে টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে একাধিক বদলের সম্ভাবনা। জসপ্রীত বুমরাহকে বিশ্রাম দেওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তাঁর জায়গায় হর্ষিত রানা নাকি অর্শদীপ সিং, জল্পনা চলছে। টিম ইন্ডিয়ার একটি সূত্রের খবর, আগামীকাল হর্ষিত-অর্শদীপ, দুইজনই খেলতে পারেন।

ওমান ম্যাচের আগে ব্যাটিং অনুশীলনে অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব।

এমনটা হলে কুলদীপ যাদব অথবা বরুণ চক্রবর্তীদের মধ্যে কোনও একজনকে বসতে হবে। ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের এমন ভাবনা ও পরিকল্পনার নেপথ্যে রয়েছে শেখ জায়েদ আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মাঠের বাইশ গজ। যেখানে স্পিনারদের তুলনায় জোরে বোলারদের দাপট দেখা গিয়েছে সম্প্রতি।

এশিয়া কাপে আজ

ভারত বনাম **ওমান**

সময় : রাত ৮টা, **স্থান :** আবু ধাবি

সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক ও সোনি লিভ অ্যাপ

প্রথমে সংযুক্ত আরব আমিরশাহি, পরে পাকিস্তান। দুই ম্যাচে প্রবল দাপটের সঙ্গে জিতেছেন সূর্যকুমাররা। একইসঙ্গে দুই ম্যাচেই সঞ্জু স্যামসনের ব্যাট হাতে নামার প্রয়োজন পড়েনি। আগামীকাল ওমানের বিরুদ্ধে ম্যাচে সঞ্জুর ব্যাটিংঅর্ডার কি সামনে আসবে? জল্পনা চলছে। টিম ইন্ডিয়ার অন্দরের খবর, মূল ব্যাটিং অর্ডারে খুব বেশি পরিবর্তনের সম্ভাবনা নেই। অভিষেক শর্মা ও শুভমান গিল ওপেন করবেন। তিন নম্বরে অধিনায়ক সূর্য। চারে তিলক ভার্মার জায়গা নিশ্চিত। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ভারতের শেষ ম্যাচে পাঁচ নম্বরে নেমেছিলেন শিবম দুবে। আগামীকাল ওমান ম্যাচেও কি তাঁকে একই জায়গায় দেখা যাবে? উত্তর জানে না দুনিয়া। তাই টিম ইন্ডিয়াকে নিয়ে নানা জল্পনা ক্রমশ ডালপালা মেলছে।

তার মধ্যেই বারবার করে সামনে আসছে আসন্ন রবিবারের কথা। সেদিন ফের এক ভারত-পাক মহারণের সাক্ষী থাকতে চলেছে ক্রিকেট দুনিয়া। পাকিস্তানের বদলা নাকি ভারতের ফের 'অপারেশন সিঁদুর টু', যাবতীয় আগ্রহ ও জল্পনার কেন্দ্রে একটাই বিষয়। সেখানে ওমান ম্যাচে কী হবে বা হতে পারে, কেনই বা জানতে চাইবেন ক্রিকেটপ্রেমীরা?

ভারতের উদ্দেশে ফের হুংকার আঘার

দুবাই, ১৮ সেপ্টেম্বর : মাঝে আর দুইদিন। চলতি এশিয়া কাপে দ্বিতীয়বার মুখোমুখি হবে ভারত-পাকিস্তান। সুপার ফোরের যে দ্বৈরথের আগে ফের ভারতের উদ্দেশে হুংকার পাক শিবিরের। বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহিকে হারানোর পর অধিনায়ক সলমন আলি আঘার দাবি, রবিবারের ভারত ম্যাচের জন্য তাঁরা প্রস্তুত। প্রথম সাক্ষাৎকারের ব্যর্থতা অতীত। আগামী দ্বৈরথে অন্য স্ক্রিপ্ট তৈরি করতে তাঁরা বদ্ধপরিকর।

শুক্রবার ওমানের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে নামার প্রাক্কালেই সুপার ফোরে পৌঁছে গিয়েছে ভারত। গতকাল সংযুক্ত আমিরশাহিকে হারিয়ে গ্রুপ 'এ'-র দ্বিতীয় দল হিসেবে শেষ চারে পাকিস্তানও। যার সুবাদে রবিবার সুপার ফোরে ভারত-পাকিস্তান মহারণ। প্রথম সাক্ষাৎকারে গত রবিবার ভারতের কাছে লজ্জাজনক পারফরমেন্সকে পিছনে ফেলে সামনের দিকে তাকাতে বদ্ধপরিকর সলমনরা।

সলমনের দাবি, 'শাহিন (আফ্রিদি) দলের ম্যাচ উইনার। ওর ব্যাটিংও উন্নতি হয়েছে। আবরার (আহমেদ) দুর্দান্ত। আমাদের ম্যাচে ফেরানোর অন্যতম কারিগর ও। আমরা যে কোনও চ্যালেঞ্জের জন্য প্রস্তুত। যদি নিজেদের প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারি, যে কোনও দলের বিরুদ্ধে ভালো খেলার, হারানোর ক্ষমতা রাখি।'

পাকিস্তান বোর্ডের নিশানায় সূর্যকুমার

> বোলাররা ভালো করেছে। তবে ব্যাটিংয়ে এখনও নিজেদের সেরাটা দিতে পারিনি আমরা। প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারলে ১৭০-১৮০ রানে পৌঁছে যেতাম (আমিরশাহির বিরুদ্ধে ১৪৯/৯ করে পাকিস্তান)।
>
> **সলমন আলি আঘা**

আমিরশাহি-বধ থেকে অক্সিজেন জোগাড়ের চেষ্টা! আঘা আরও বলেছেন, 'লক্ষ্যপূরণ। তবে কাজ সম্পূর্ণ হলেও মাঝের ওভারে আমাদের আরও ভালো ব্যাট করা উচিত ছিল। বোলাররা ভালো করেছে। তবে ব্যাটিংয়ে এখনও নিজেদের সেরাটা দিতে পারিনি আমরা। প্রত্যাশা অনুযায়ী খেলতে পারলে ১৭০-১৮০ রানে পৌঁছে যেতাম (আমিরশাহির বিরুদ্ধে ১৪৯/৯ করে পাকিস্তান)।'

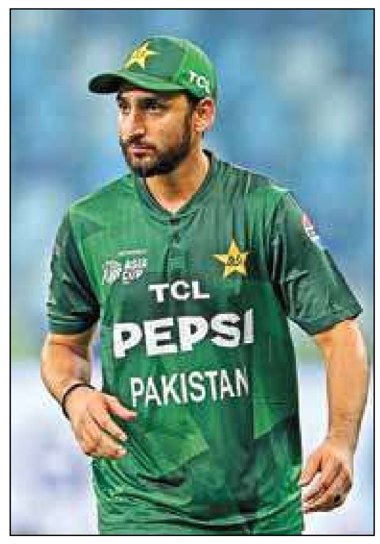

তবে কমজোরি আমিরশাহির বিরুদ্ধেও ফখর জামানের হাফ সেঞ্চুরি ও শেষদিকে শাহিন শা আফ্রিদির আগ্রাসী ব্যাটিং বাদ দিলে, বাকিদের পারফরমেন্স চিন্তা বাড়াবে। সলমনও মানছেন, ৭-১৫ ওভারে যেভাবে নিজেদের প্রয়োগ করা উচিত ছিল, তা হয়নি। সেখানে রবিবার ফের ভারতের শক্তিশালী বোলিংয়ের মুখোমুখি হওয়ার চ্যালেঞ্জ। আঘা কিন্তু আত্মবিশ্বাসী। লক্ষ্য সতীর্থদের থেকে সেরাটা বের করে আনা। পারলে ভালো, নাহলে আরও একটা লজ্জার দিন অপেক্ষা করছে, তা বলার প্রয়োজন নেই।

এদিকে, বিতর্কের আগুনে ঘি ঢালতে ব্যস্ত পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড। টার্গেট ভারত অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। সূত্রের খবর, ভারতের টি২০ অধিনায়কের বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ জানানোর কথা ভাবছেন মহসিন নকভিরা। অভিযোগ, ক্রীড়ামঞ্চে সূর্য রাজনৈতিক বক্তব্য রেখেছেন (অপারেশন সিঁদুর নিয়ে), যা ক্রীড়া মানসিকতার পরিপন্থী। বলার কথা, পাক-বধের পর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে জয় ভারতীয় সেনাবাহিনীকে উৎসর্গ করেছিলেন সূর্য।

এদিকে ভারতের বিরুদ্ধে হুংকার, বিরোধিতার মাঝে পাকিস্তানের নিম্নমানের জার্সি নিয়ে পিসিবি-র বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন আতিক-উর-জামান। প্রাক্তন তারকা সমাজমাধ্যমে লিখেছেন, 'নিম্নমানের জার্সি পরে খেলছে পাকিস্তান খেলোয়াড়রা। ফলে ঘেমেনেয়ে একশা হচ্ছে ওরা। বাকি দলগুলির ক্ষেত্রে তা কিন্তু হচ্ছে না। আসলে জার্সির ক্ষেত্রে পেশাদারিত্বের বদলে নিজেদের বন্ধু, পছন্দের লোককে টেন্ডার পাইয়ে দেওয়ার ফল।'

ভারতের 'ফিক্সার' পাইক্রফট : রাজা

দুবাই, ১৮ সেপ্টেম্বর : ভারত-পাকিস্তান দ্বৈরথের পর নাটক অব্যাহত।

কেন ভারতীয় দল হ্যান্ডশেক করেনি? ভারতের যে পদক্ষেপে ম্যাচ রেফারি অ্যান্ডি পাইক্রফটের ভূমিকাই বা কী ছিল? সবকিছু নিয়ে মাঠের হার ভুলে বিতর্কে মেতে পাকিস্তান। বুধবার সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্যাচ বয়কটের হুমকি নিয়েও চলে একপ্রস্থ নাটক। এহেন পরিস্থিতিতে ৩০ সেপ্টেম্বর দুবাইয়ে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের (এসিসি) বার্ষিক সাধারণ সভা বসতে চলেছে।

২৪ জুলাই বাংলাদেশে বার্ষিক সভা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু বাংলাদেশ-ভারত সম্পর্কের জেরে বিসিসিআই কোনও প্রতিনিধি পাঠায়নি। শ্রীলঙ্কা, আফগানিস্তান ক্রিকেট বোর্ডও ভারতের পথে হাঁটে। শেষপর্যন্ত ভার্চুয়াল বৈঠক হলেও বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে অচলাবস্থা কাটেনি। আসন্ন বৈঠকে যে জট ছাড়াতে বাড়তি উদ্যোগ থাকবে।

এসিসি চেয়ারম্যান হিসেবে বৈঠকে সভাপতিত্ব করবেন পিসিবি প্রধান মহসিন নকভি। অ্যাজেন্ডা এখনও চূড়ান্ত না হলেও চলতি এশিয়া কাপে হ্যান্ডশেক বিতর্ক, ম্যাচ রেফারি ইস্যুতে পাকিস্তানের বয়কটের হুমকির মতো বিষয় নিয়ে বৈঠকে ঝড় ওঠার সম্ভাবনা। বৈঠকে এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিলের সহ সভাপতি পদের নির্বাচন হওয়ার সম্ভাবনা। এমিরেটস ক্রিকেট বোর্ডের সেক্রেটারি জেনারেল মুবাশির উসমানি পদের বড় দাবিদার।

৩০ সেপ্টেম্বরই 'আইএলটি২০' লিগের নিলাম হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু এসিসি-র এজিএমের প্রেক্ষিতে নিলাম প্রক্রিয়া পিছিয়ে ১ অক্টোবর করা হচ্ছে। বলার কথা, 'আইএলটি২০' লিগে খেলার জন্য নিলাম তালিকায় নাম নথিভুক্ত করেছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। এজিএমে বিসিসিআইয়ের প্রতিনিধিত্ব কে করবেন, তা নিশ্চিত নয়। এজিএমের দিন অসমের গুয়াহাটিতে মহিলা ওডিআই বিশ্বকাপের উদ্বোধনী ম্যাচ

৩০ সেপ্টেম্বর এসিসি-র এজিএমে ঝড়ের ইঙ্গিত

রয়েছে। বোর্ডের শীর্ষ আধিকারিকদের উপস্থিত থাকার কথা। ঢাকার গত ভার্চুয়াল বৈঠকে অংশ নিয়েছিলেন রাজীব শুক্লা, আশিস শেলার।

এদিকে, পাইক্রফটকে নিয়ে বোমাবাজি অব্যাহত পাক শিবিরের। প্রাক্তন পিসিবি প্রধান তথা পাক অধিনায়ক রামিজ রাজার অভিযোগ, পাইক্রফট আদপে ভারতের 'স্থায়ী ফিক্সার'! ভারতের খেলা মানেই ম্যাচ রেফারির দায়িত্বে পাইক্রফট এবং বরাবর টিম ইন্ডিয়ার পক্ষ নিয়ে কাজ করেন। পাশাপাশি সূর্যকুমার যাদব যেভাবে পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে রাজনৈতিক বার্তা দিয়েছে, তা অক্রিকেটীয় বলে মন্তব্য করেন রামিজ।

খেলায় মন দাও, পরামর্শ কপিলের

বাচ্চারাও ভালো, শাহিনদের কটাক্ষ

নয়াদিল্লি, ১৮ সেপ্টেম্বর : সংযুক্ত আরব আমিরশাহি ম্যাচ শুরুর আগে পাকিস্তান দলের নাটক নিয়ে কটাক্ষের সুর ভারতীয় ক্রিকেটমহলের। ভারত ম্যাচে হ্যান্ডশেক বিতর্কে মুখ বাঁচাতে যাকে কাঁচা হাতের স্ক্রিপ্ট বলে আখ্যা দিয়েছেন অনেকে। প্রাক্তন স্পিনার মুরলী কার্তিকের কথায়, কিন্ডারগার্টেনের বাচ্চারাও শাহিন শা আফ্রিদি, সলমন আলি আঘাদের তুলনায় ভালো আচরণ করে।

এশিয়া কাপের মতো আন্তর্জাতিক ক্রিকেট মঞ্চে পাকিস্তান দলের আচরণ হাস্যকর। শিশুসুলভ আচরণ। এই ইস্যুতে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড চূড়ান্ত অপেশাদারিত্ব দেখিয়েছে। এক সাক্ষাৎকারে কার্তিক বলেছেন, 'পাকিস্তান যা করেছে, তাতে একটা শব্দই ব্যবহার করতে পারি-শিশুসুলভ। চূড়ান্ত অসভ্যতা। এছাড়া আর কিছু বলার নেই। কোনও সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকলে সেই পদক্ষেপে অনড় থাকা উচিত। কিন্তু...।'

কটাক্ষের সুর আরও চড়িয়ে মুরলীর ধারণা, হ্যান্ডশেক বিতর্কে বয়কটের হুমকি দিয়েছিল। কিন্তু অর্থ বড় বালাই। বয়কট করলে বিশাল পরিমাণ অর্থ হারাতে হত। সেই ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষমতা নেই পিসিবি-র। ফলস্বরূপ নিজেদের দাবি ঠান্ডা ঘরে পাঠিয়ে বিস্তর নাটকের পর খেলতে নামে পাকিস্তান দল।

কপিল দেব আবার বিতর্ক সরিয়ে খেলায় মনোনিবেশের পরামর্শ দিলেন পাকিস্তানকে। ভারতের প্রথম বিশ্বজয়ী অধিনায়ক বলেছেন, 'এসব ছোটখাটো ব্যাপার পিছনে সরিয়ে ক্রিকেটে নজর দেওয়া উচিত। আর কেউ যদি তোমার সঙ্গে হাত মেলাতে না চায়, সেটা তার ব্যাপার। এটা কোনও বড় ইস্যু নয়। বিতর্ক তৈরি করা অনুচিত। কে হাত মেলাল, কে মেলাল না এসব নিয়ে মাথা না ঘামিয়ে নিজেদের ক্রিকেট নিয়ে ভাবুক ওরা। কোথায় কোথায় ঘাটতি থাকছে, কোন জায়গায় খাটতে হবে, সেটাই অগ্রাধিকার পাওয়া উচিত।'

এক টিভি শো-এ সূর্যকুমার যাদবকে 'শুয়োর' বলে কটাক্ষ করায় মহম্মদ ইউসুফের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়েই প্রশ্ন তুললেন অমিত মিশ্র। প্রাক্তন ভারতীয় স্পিনারের মতে, এই ধরনের মন্তব্য বুঝিয়ে দেয় ওরা কতটা শিক্ষিত। একজন টেস্ট ক্রিকেটারের থেকে এরকম মন্তব্য আশা করা যায় না। অমিত আরও বলেছেন, 'পহলগামের ঘটনা আমরা ভুলিনি, হ্যান্ডশেক না করে বিশ্বের

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে আগ্রাসী ব্যাটিংয়ের পর দুই উইকেট। ফুটছেন শাহিন শা আফ্রিদি।

কাছে সেই বার্তাটা দিয়েছে ভারতীয় দল। পাশাপাশি সেনাবাহিনীকে জয় উৎসর্গ করে তাদের সাহসিকতাকে সম্মান দেখিয়েছে।'

সূর্যদের সিদ্ধান্তকে সমর্থন জানিয়ে অমিত বলেছেন, 'পাকিস্তান দলের প্রতি কোনওরকম বন্ধুত্বের বার্তা না দেওয়ার যে পদক্ষেপ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্ট, ভারতীয় দল নিয়েছে, আমি তার সমর্থক। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ম্যাচ খেলে ক্রিকেটীয় স্পিরিট দেখিয়েছে। ওটাই যথেষ্ট। ওদের সঙ্গে হাত না মিলিয়ে সূর্যরা বুঝিয়েছে পহলগাম জঙ্গিহানায় নিহতদের পাশে রয়েছে গোটা দেশ।'

'ব্যাটিংয়েও অবদান রাখতে চাই'

ফখরদের বিরুদ্ধে 'ছক' প্রস্তুত কুলদীপের

দুবাই, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্রথম দুই ম্যাচে ঝোলায় ৭ শিকার।

সংযুক্ত আরব আমিরশাহির বিরুদ্ধে চার উইকেট। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে তিন। আগামীকাল দুর্বল ওমানের বিরুদ্ধে গ্রুপ লিগের শেষ ম্যাচে খেলতে নামার আগে কুলদীপ ম্যাচে কুলদীপের স্পিনে মজে স্বয়ং ওয়াসিম আক্রম। বলেন, কুলদীপকে পড়তেই পারেনি পাকিস্তানের ব্যাটাররা। রবিবার সুপার ৪-এ পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আরও এক মহারণ। যে মহারণে ফের সবার চোখ কুলদীপের ওপর।

বোলিং অস্ত্রে শান দিয়ে নিচ্ছেন কুলদীপ যাদব।

যাদবের সামনে বড় নজিরের হাতছানি। আর চার উইকেট নিলে কুলদীপ (১৩ ম্যাচে ২৬) এশিয়া কাপে ভারতীয় হিসেবে সবচেয়ে বেশি উইকেট নেওয়ার কীর্তি গড়বেন। পিছনে ফেলবেন রবীন্দ্র জাদেজাকে (২৬ ম্যাচে ২৯)।

পরিসংখ্যান ছাপিয়ে 'আনপ্লেয়বল' হয়ে ওঠা। পাক

আগামীকাল ওমানের বিরুদ্ধে নামার আগে কুলদীপের ভাবনায় রবিবারের পাক দ্বৈরথ। জানিয়ে দিলেন ছক প্রস্তুত। ভারতের রিস্ট স্পিনারের কথায়, হাতে যখন বল থাকে, তখন লক্ষ্য থাকে সামনের ব্যাটারকে বোকা বানিয়ে দ্রুত সাজঘরে পাঠানো। আর অন্য কিছু মাথায় রাখেন না। পাকিস্তান ম্যাচেও বরাবর একই মানসিকতা, পরিকল্পনা নিয়ে মাঠে নামেন। রবিবারও তার ব্যতিক্রম হবে না।

গত কয়েক সিরিজে দলে অনিয়মিত। ইংল্যান্ড সফরে পাঁচ টেস্টেই রিজার্ভ বেঞ্চে কাটাতে হয়েছে। চলতি এশিয়া কাপে যেন তারই জবাব দিচ্ছেন। এদিনের সাংবাদিক সম্মেলনে কুলদীপ বলেন, 'ছন্দে আছি। শুরুর দিকে কিছু সমস্যা হলেও এই মুহূর্তে সবকিছু ঠিকঠাক চলছে। উইকেট স্পিনারদের জন্য আদর্শ। চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফির চেয়েও ভালো। যার সুযোগ হাতছাড়ায় রাজি নই।'

লম্বা বিরতির পর ফেরা চ্যালেঞ্জ। কুলদীপের মতে, ছন্দে থাকতে নিয়মিত খেলা জরুরি। দলে অনিয়মিত হলে ছন্দে ব্যাঘাত ঘটে। তবে সব অভিজ্ঞতা নতুন কিছু শেখায়। তিনিও শিখছেন। কুলদীপের মতে, দলীপ ট্রফি ভালো যায়নি। তবে লম্বা সময় বোলিং করা তাঁকে ছন্দে ফিরতে সাহায্য করেছে।

ইংল্যান্ড সফরে ব্যাটিং গভীরতা বাড়াতে অলরাউন্ডারে জোর দিয়েছিলেন গৌতম গম্ভীররা। ফলে প্রথম এগারোয় জায়গা হয়নি। বিষয়টাকে কুলদীপ ইতিবাচক হিসেবেই নিচ্ছেন। স্পিন তারকার মতে, বোলিংয়ের পাশাপাশি ব্যাটিংয়ে জোর দিতে হবে, টিম ম্যানেজমেন্টের থেকে যে পরিষ্কার বার্তা পেয়েছিলেন। চেষ্টা করছেন সেই দাবি মেটাতে। মূল কাজ উইকেট নেওয়া। পাশাপাশি লোয়ারঅর্ডারে ব্যাটিং অবদান রাখতে পরিশ্রম করছেন।

কাল সভাপতি নিয়ে বৈঠকে শা

অরিন্দম বন্দ্যোপাধ্যায়

কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : বছর তিনেক আগেও এমন একটা বৈঠক হয়েছিল। আর সেই বৈঠকের পরই ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের সভাপতির পদ থেকে সরে যেতে হয়েছিল সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়কে।

মাঝে অনেকটা সময় পার। সৌরভের পর বোর্ড সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছেন রজার বিনি। ৭০ বছর বয়স হয়ে যাওয়ার কারণে বিনিকে সরতে হয়েছে বিসিসিআই সভাপতির পদ থেকে। সহ সভাপতি রাজীব শুক্লা অন্তর্বর্তীকালীন সভাপতির পদে রয়েছেন আপাতত। আর তার মধ্যেই চলছে বোর্ডের নয়া সভাপতি নিয়ে তুমুল জল্পনা।

২৮ সেপ্টেম্বর মুম্বইয়ে বিসিসিআইয়ের বার্ষিক সাধারণ সভা। এজিএমের আসরেই স্পষ্ট হয়ে যাবে বোর্ড সভাপতি পদে কে বসবেন। যদিও এজিএমের আটদিন আগেই বিসিসিআইয়ের নয়া সভাপতির নাম সামনে আসতে পারে। আগামী শনিবার নয়াদিল্লিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা'র বাড়িতে ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনের সাম্প্রতিককালের সবচেয়ে হাইপ্রোফাইল বৈঠক হতে চলেছে বলে খবর। যেখানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর

বিসিসিআই এজিএম ২৮ সেপ্টেম্বর

সঙ্গে বৈঠকে থাকবেন বোর্ডের শীর্ষকর্তারা। সেদিনই চূড়ান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বোর্ডের নয়া সভাপতির নাম।

কে হতে পারেন বিসিসিআইয়ের নয়া সভাপতি? প্রাক্তন ভারত অধিনায়ক সৌরভের নাম নতুনভাবে শোনা যাচ্ছে। মহারাজ একা নন, তাঁর একসময়ের বিশ্বস্ত সতীর্থ হরভজন সিংয়ের নামও রয়েছে দৌড়ে। কর্ণাটক ও জাতীয় দলের প্রাক্তন ক্রিকেটার রঘুরাম ভাটের নামও শোনা যাচ্ছে। প্রবলভাবে দৌড়ে রয়েছেন জাতীয় দলের প্রাক্তন উইকেটকিপার কিরণ মোরেও। এছাড়া মিঠুন মানহাসের মতো আরও কয়েকজনের নাম রয়েছে। কার ভাগ্যে শেষ পর্যন্ত শিকে ছিঁড়বে, হয়তো শনিবারই তার আন্দাজ মিলতে পারে। কিন্তু তার আগে ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনে 'রাজনৈতিক সমীকরণের' নানা খেলা চলছে। আগামী কয়েকদিনে সেই খেলার তীব্রতা আরও বাড়বে বলে খবর। রাতের দিকে মুম্বই থেকে বোর্ডের এক শীর্ষকর্তা নাম না লেখার শর্তে উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলেছেন, 'নয়া বোর্ড সভাপতি কে হবেন, এখনও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। নিয়মিত বদলে যাচ্ছে নানা অঙ্ক ও সমীকরণ। কোনও প্রাক্তন ক্রিকেটারই বিসিসিআই সভাপতি হবেন। কিন্তু কে হবেন, সেটা নিয়েই রয়েছে ধোঁয়াশা।' জানা গিয়েছে, ভারতীয় ক্রিকেট প্রশাসনকে নিজেদের 'অদৃশ্য' নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য কেন্দ্রের বিজেপি সরকার বরাবরই সচেষ্ট। অতীতের মতো সেই ধারা এবারও দেখা যাবে।

সৌরভ কি আদৌ ফের বোর্ড সভাপতি হতে পারেন? বাংলা ক্রিকেট সংস্থার একটা বড় অংশ মহারাজকে নিয়ে প্রবল আশাবাদী। সৌরভের বাস্তব সম্ভাবনা বেশ কম। কারণ, তাঁকে বোর্ড সভাপতি পদে আসতে গেলে একটি বিশেষ রাজনৈতিক দলের কিছু 'শর্ত' মানতে হবে বলে খবর। মহারাজ কি আদৌ সেই পথে হাঁটবেন? সম্ভাবনা বেশ ক্ষীণ। স্বরাষ্টমন্ত্রীর বাড়ির বিশেষ বৈঠকে সৌরভ থাকবেন কিনা, রাত পর্যন্ত সেটাও স্পষ্ট হয়নি।

বেঙ্গালুরুতে আজ শুরু জাতীয় শিবির

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : শুক্রবার থেকে শুরু হচ্ছে ভারতীয় ফুটবল দলের জাতীয় শিবির।

এশিয়ান কাপের বাছাইপর্বে সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে ভারতের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ ৯ অক্টোবর। যা সিঙ্গাপুরে গিয়ে খেলতে হবে খালিদ জামিলের দলকে। তারই প্রস্তুতি হিসাবে অন্তত সপ্তাহ দুয়েকের এই শিবির শুরু করতে চলেছেন জাতীয় দলের হেড কোচ। এই শিবিরের জন্য এদিন থেকেই বেঙ্গালুরুতে জড়ো হতে শুরু করলেন ফুটবলাররা। কাফা নেশনস কাপে ব্রোঞ্জ জয়ের ফলে গোটা দলই মানসিকভাবে আপাতত উজ্জীবিত। আশা করা যায় যা কাজে লাগবে এই বাছাইপর্বের ম্যাচে। এসিএল টুয়ের গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ থাকায় এবার শিবিরে ডাকা হয়নি মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট ও এফসি গোয়ার ফুটবলারদের। তাঁদের পরে ডাকা হবে বললেও সম্ভবত সিঙ্গাপুরের বিপক্ষে অ্যাওয়ে ম্যাচ এই দুই দলের ফুটবলারদের বাদ দিয়েই খেলবে ভারত। কারণ ৩০ সেপ্টেম্বর ও ১ অক্টোবর যথাক্রমে মোহনবাগান ও এফসি গোয়ার অ্যাওয়ে ম্যাচ। ফলে তাদের ফিরতে অক্টোবরের ২-৩ তারিখ হয়ে যাবে। তার দুই-একদিনের মধ্যেই সিঙ্গাপুর রওনা দেবেন সুনীল ছেত্রীরা। ফলে নতুন করে ফুটবলার যোগ দিলে দলের ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার সম্ভাবনা থাকবেই। তাই এই দুই দলের ফুটবলারদের না ডাকা হলে অবাক হওয়ার কিছু থাকবে না। তবে ১৪ অক্টোবর ঘরের মাঠে ম্যাচের আগে ক্লাব রাজি থাকলে মনবীর সিং, লিস্টন কোলাসোদের ডাকা হতে পারে। তার আগে সন্দেশ ঝিংগানের ডাক পাওয়া নির্ভর করছে ফিটনেসের উপর। কাফা নেশনস কাপে খেলতে গিয়ে থুতনিতে চোট লাগার পর তাঁর অস্ত্রোপচার হওয়ায় তাঁকে ৬ সপ্তাহ মাঠের বাইরে থাকতে বলা হয়েছে।

বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ অন্তিমের

জাগ্রেব, ১৮ সেপ্টেম্বর : প্যারিস অলিম্পিক তাঁর কেরিয়ারের বিতর্কিত অধ্যায়। বৃহস্পতিবার বিশ্ব কুস্তি চ্যাম্পিয়নশিপে ব্রোঞ্জ জিতে সেই ক্ষতে কিছুটা হলেও প্রলেপ লাগালেন অন্তিম পাঙ্ঘাল। মহিলাদের ৫৩ কেজি ওজন বিভাগে ব্রোঞ্জ পদকের ম্যাচে তিনি ৯-১ পয়েন্টে সুইডেনের এম্মা জোনা ম্যালমগ্রেনকে হারিয়েছেন। দুই বছর আগেও বিশ্বসেরার মঞ্চে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন অন্তিম। ভিনেশ ফোগটের পর দ্বিতীয় ভারতীয় হিসেবে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে দুইটি ব্রোঞ্জ পেলেন তিনি।

ইরান যাওয়ার আগে প্রস্তুতি ম্যাচ খেলবে না বাগান

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : আপামর বঙ্গজীবন যেদিন ব্যস্ত থাকবে অষ্টমীর অঞ্জলি আর লুচি-আলুর দমে সেদিন সুদূর ইরানে নিজেদের সম্মান ফেরানোর লড়াই করবেন লিস্টন কোলাসোরা।

তবে মোহনবাগান সুপার জায়েন্টকে খানিক স্বস্তি দিয়ে নিজেদের মাঠে সেপাহান এফসি-কে ১-০ হারায় আল হুসেন। এমনিতেই নিজেদের ঘরোয়া লিগেও সেপাহানের অবস্থা বেশ খারাপ। আপাতত তারা ১৩ নম্বর স্থানে আছে। ইরানের ফুটবল এমনিতে ভারতের থেকে সবসময়ই অনেকটা এগিয়ে। ফলে ম্যাচটা যে কঠিন হবে সেটা জানা হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনা ও তাঁর ছেলেদের। তবু বুধবারের ফল খানিকটা হলেও চিন্তামুক্ত করবে মোহনবাগান শিবিরকে। কারণ প্রতিপক্ষ হিসাবে যতটা ভয়ংকর তাদের ভাবা হয়েছিল, ততটা নয় বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে সমস্যা কি একেবারেই নেই? আছে। প্রথম সমস্যা, দলে একাধিক অস্ট্রেলীয় ভিসা নিয়ে আসা বিদেশিরা।

দিমিত্রিস পেত্রাতোস, জেমি ম্যাকলারেন, জেসন কামিন্সরা আদৌ ইরানের ভিসা পাবেন কি না তা নিয়েই প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। রাজনৈতিক কারণে ইরান ও অস্ট্রেলিয়ার মধ্যে ভিসা সংক্রান্ত সমস্যা আছে। তবে ক্লাব এই টুর্নামেন্টকে বিশেষ পরিস্থিতি দেখিয়ে অজি ফুটবলারদের ভিসা পাওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে। দ্বিতীয় সমস্যা, চোট-আঘাত ও ফিটনেস দুর্বলতা। মনবীর সিংয়ের চোট সারবে কি না তার উপরে ডানদিকের শক্তি অনেকটাই নির্ভর করছে। তিনি না থাকায় স্টপ গ্যাপ হিসাবে কিয়ান নাসিরি ও পরে নামা রবসন রোবিনহো যে সেভাবে কার্যকরী নন, সেটা প্রথম ম্যাচেই বোঝা গেছে।

তবে দলের আশা, মনবীর সিং সম্ভবত তার মধ্যে ফিট হয়ে উঠবেন। তিন নম্বর সমস্যা অবশ্য বেশ গভীর। প্রথম ম্যাচের পর দলের অন্দরের কোন্দল প্রকাশ্যে এসে পড়েছে। বিশেষ করে দিমিকে মাঠে না নামানো নিয়ে সমর্থকরা যেমন প্রশ্ন তুলছেন তেমনি এই অজি তারকা নিজেই প্রকাশ্যে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ম্যাচের পর। ভিসা না পেলে একরকম। নাহলে এই

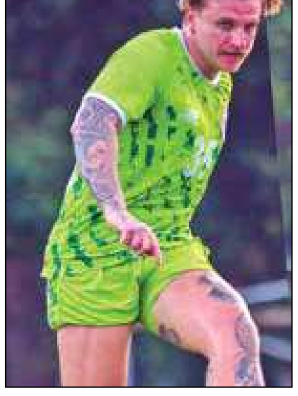

প্রস্তুতিতে জেসন কামিন্স।

ক্ষোভ প্রশমিত করে কতটা দলের মধ্যে একতা নিয়ে আসতে পারেন মোলিনা, তার উপরেও কিন্তু নির্ভর করছে সাফল্য।

এএফসি টুর্নামেন্ট খেলা যে সহজ নয়, একথা না বোঝার মতো বোকা নন মোলিনা। তাছাড়া এই টুর্নামেন্ট এশিয়ার দ্বিতীয় সেরা। ফলে আরও খানিকটা কঠিন। তাই সেপাহান ম্যাচ যে আরও কঠিন হতে পারে সেটা বুঝেই মোলিনার বক্তব্য, 'এএফসি-র টুর্নামেন্ট খেলা যে কঠিন সেটা আমরা জানি। তবে আমরা অবশ্যই চেষ্টা করব ম্যাচ জিততে। বিশেষ করে নিজেদের ঘরের মাঠের ম্যাচগুলো। ঘরের মাঠের ম্যাচ তুলনায় সহজ মনে হলেও, আমরা বাইরের ম্যাচও জিততে চেষ্টা করি। তাই পরের ম্যাচটা ইরানে গিয়েও আমরা জিততে চেষ্টা করব। সেপাহান খুবই শক্তিশালী দল, এটা জানি। কিন্তু আমরা লড়ব এবং জেতার চেষ্টা করব।'

তবে যাওয়ার আগে আর কোনও প্রস্তুতি ম্যাচ খেলার ভাবনা নেই তাদের। মোলিনা বলেছেন, 'আমাদের তেমন কোনও পরিকল্পনা নেই। আসলে ইরানের দলটার সম মানের কোনও দল, যারা আমাদের ঝামেলায় ফেলতে পারবে, এমন কাউকে তো পাব না কলকাতায়। তার থেকে অনুশীলন করে যাওয়াই ভালো। আশা করছি, পরের ম্যাচটা আমাদের ভালো হবে।' কত দ্রুত তিনি দলের নানাবিধ সমস্যা মিটিয়ে ফেলতে পারেন, তার উপরেই হয়তো নির্ভর করছে তাঁর দলের সাফল্য।

সোনালি টোকিওতে স্বপ্নভঙ্গ নীরজের

৪০ সেন্টিমিটারের জন্য পদক মিস রোহিতের

টোকিও, ১৮ সেপ্টেম্বর : জ্যাভলিন হাতে 'ফিল্ডে' নামলেই পদক নিশ্চিত-গত কয়েক বছরে নীরজ চোপড়ার থেকে এই দৃশ্য আসমুদ্রহিমাচল অভ্যাসে পরিণত করে ফেলেছিল। কিন্তু বৃহস্পতিবার ভারতীয় সময় বিকেলের দিকে যা হল, সেটার জন্য সম্ভবত কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। নীরজ নিজেও না। সোনালি টোকিওতে স্বপ্নভঙ্গ হল ভারতের তারকা জ্যাভলিন থ্রোয়ারের। বিশ্ব অ্যাথলেটিক্স চ্যাম্পিয়নশিপের ফাইনালে জঘন্য পারফরমেন্স করে আট নম্বরে শেষ করলেন। ষষ্ঠ থ্রো পর্যন্ত পৌঁছাতেই পারলেন না! ৭ বছর পর কোনও আন্তর্জাতিক মিট থেকে খালি হাতে ফিরলেন নীরজ। ছেদ পড়ল গত ৪ বছর ধরে যে কোনও প্রতিযোগিতায় প্রথম দুইয়ে থাকার ধারাবাহিকতাতেও।

২০২১ সালের ৯ অগাস্ট। টোকিওতে বৃহস্পতিবারের মতোই এক বিকেলে জন্ম হয়েছিল ভারতীয় অ্যাথলেটিক্সের নতুন পোস্টারবয়ের। সেদিন বিশ্ব চমকে দিয়ে অলিম্পিকে সোনা জিতেছিলেন হরিয়ানার নীরজ। মাঝের সময়ে শুধুই এগিয়ে চলা। গত দুটি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা, ব্রোঞ্জ, ডায়মন্ড লিগের ফাইনালসে নিয়ম করে পোডিয়ামে দাঁড়ানো, প্যারিস অলিম্পিকে রুপো-দেশবাসীকে একের পর এক স্মরণীয় মুহূর্ত উপহার দিয়েছিলেন ২৭ বছরের নীরজ।

বৃহস্পতিবার ভারতের সোনার ছেলের সামনে ছিল বিশ্বের তৃতীয় জ্যাভলিন থ্রোয়ার হিসেবে বিশ্বসেরার আসরে টানা দুইবার সোনা জেতার সুযোগ। উদ্বুদ্ধ করার জন্য নীরজের প্লেয়ার্স বক্সে ছিলেন তাঁর কোচ জান জেলেজনি। যিনি নিজেই ১৯৯৩ ও ১৯৯৫ এবং ২০০১ সালে বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপে সোনা জিতেছিলেন। বুধবার যোগ্যতা অর্জন পর্বে নীরজ প্রথম থ্রোয়ে ৮৪.৮৫ মিটার ছুড়ে ফাইনালের টিকিট পেয়ে যাওয়ায় তাঁকে ঘিরে প্রত্যাশার পারদ আরও বেড়ে গিয়েছিল।

জীবন প্রত্যাশিত চেনা স্ক্রিপ্টে এগোয় না। ২০২১ সালের ৭ অগাস্ট টোকিও অলিম্পিকের ফাইনালে প্রথম থ্রোয়ে বাজিমাত করেছিলেন নীরজ। কিন্তু এদিন টোকিওর ভ্যাপসা গরমে নীরজের প্রথম থ্রো মাত্র ৮৩.৬৫ মিটার দূরত্ব অতিক্রম করল। মনটা তখনই কু ডেকেছিল। দ্বিতীয় থ্রোয়েও আহামরি কিছু করতে না পারায় আট নম্বরে নেমে যান নীরজ। তৃতীয় থ্রো ফাউল করেন। চার নম্বর প্রচেষ্টায় ছোড়েন মাত্র ৮২.৮৬ মিটার। ষষ্ঠ থ্রো পর্যন্ত পৌঁছাতে হলে নীরজকে প্রথম ছয়ে থাকতে হত। কিন্তু দিনটা নীরজের ছিল না। তাই পঞ্চম থ্রো ফাউল হওয়ায় আট নম্বরেই থেকে যান নীরজ।

পঞ্চম থ্রোয়ের পর নিজের ওপরই ক্ষোভ উগরে দিলেন নীরজ চোপড়া।

তারপরই ছিটকে যাওয়ার হতাশায় কোমরের বেল্টটা খুলে মুখ ঢেকে ফেলেন। সঙ্গে বিষণ্ণতা মাখানো এক গগনভেদী চিৎকার। নীরজের মনের অবস্থা তখন সহজেই বোঝা যাচ্ছিল। পরে তিনি বলেছেন, 'জানি না আজ কী হল। এই রকম গত কয়েক বছরে হয়নি। টোকিওতে আসার আগে কোমরে একটা সমস্যা ছিল। কাউকে জানাইনি। ভেবেছিলাম অসুবিধা হবে না। কিন্তু জ্যাভলিন কঠিন খেলা। এখানে আপনি ১০০ শতাংশ সুস্থ না থাকলে ছিটকে যাবেন। এদিনের পারফরমেন্স থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্তিশালী হয়ে ফিরব। হয়তো আরও বেশি প্রস্তুতির, টেকনিকালি সঠিক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আমার।'

ফাইনালে নীরজের সঙ্গে পাকিস্তানের আর্শাদ নাদিমের টক্কর নিয়ে বাড়তি আগ্রহ ছিল। প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী নাদিম থামলেন ১০ নম্বরে। বরং নীরজের স্বপ্নভঙ্গের মঞ্চে চতুর্থ হয়ে দেশকে আগামীর আশা দিয়ে গেলেন উত্তরপ্রদেশের ২৫ বছরের রোহিত যাদব। প্রথম থ্রোয়ে কেরিয়ারের সেরা ৮৬.২৭ মিটার ছুড়ে রুপো জয়ের দৌড়ে ঢুকে পড়েছিলেন তিনি। কিন্তু ত্রিনিদাদ ও টোবাগোর কেসহর্ন ওয়ালকট (৮৮.১৬ মিটার, সোনা), গ্রেনাডার অ্যান্ডারসন পিটার্স (৮৭.৩৩ মিটার, রুপো), মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কার্টিস জনসনরা (৮৬.৬৭ মিটার, ব্রোঞ্জ) নিজেদের পারফরমেন্সের উন্নতি ঘটানোয় পিছনে পড়ে যান রোহিত। মাত্র ৪০ সেন্টিমিটারের জন্য পদক মিস করেন তিনি। তবে বিশ্বসেরার মঞ্চে চতুর্থ হওয়া রোহিতকে নিয়ে স্বপ্ন দেখা যেতেই পারে।

একের পর এক খারাপ থ্রো। ভেঙে পড়লেন নীরজ চোপড়া।

> টোকিওতে আসার আগে কোমরে একটা সমস্যা ছিল। কাউকে জানাইনি। ভেবেছিলাম অসুবিধা হবে না। কিন্তু জ্যাভলিন কঠিন খেলা। এখানে আপনি ১০০ শতাংশ সুস্থ না থাকলে ছিটকে যাবেন। এদিনের পারফরমেন্স থেকে শিক্ষা নিয়ে শক্তিশালী হয়ে ফিরব। হয়তো আরও বেশি প্রস্তুতির, টেকনিকালি সঠিক হওয়ার প্রয়োজন রয়েছে আমার।
>
> **নীরজ চোপড়া**

লখনউ ছেড়ে কেকেআরের পথে জাহির?

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৮ সেপ্টেম্বর : লখনউ সুপার জায়েন্টস ছেড়ে দিলেন প্রাক্তন জোরে বোলার জাহির খান। লখনউয়ের সঙ্গে মেন্টর জাহিরের চুক্তি ছিল এক বছরের। মাসখানেক আগেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল, ২০২৬ সালের আইপিএলে জাহির লখনউয়ে থাকছেন না। বৃহস্পতিবার সরকারিভাবে এলএসজি-র তরফে সেই ঘোষণা হয়ে গিয়েছে। সঙ্গে জাহিরকে নিয়ে শুরু হয়েছে নয়া জল্পনা। আগামী আইপিএলে তাঁকে কি কলকাতা নাইট রাইডার্সের সাজঘরে দেখা যাবে? প্রশ্নটা ক্রমশ জোরদার হচ্ছে।

শেষ আইপিএলে ব্যর্থতার পর কোচ চন্দ্রকান্ত পণ্ডিতকে ছাঁটাই করেছিল কেকেআর। পণ্ডিত ছাঁটাইয়ের কিছুদিন পরই নাইটদের বোলিং কোচের দায়িত্ব ছেড়ে লখনউয়ে যোগ দেন ভরত অরুণ। ফলে কেকেআরের কোচ, বোলিং কোচ- সব জায়গাই এখন খালি। নাইটদের তরফে নয়া কোচ কি খোঁজ চলছে। সেই কোচের ভূমিকায় কি এবার জাহিরকে দেখা যাবে? কেকেআরের তরফে এখনও কোনও মন্তব্য করা না হলেও এমন সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না।

মারমুখী অর্ধশতরানের পথে আফগানিস্তানের মহম্মদ নবি। বৃহস্পতিবার।

শেষ ওভারে ৫ ছক্কা নবির

আফগানিস্তান-১৬৯/৮
শ্রীলঙ্কা- ৭২/২ (৯ ওভার পর্যন্ত)

আবু ধাবি, ১৮ সেপ্টেম্বর : আগের কয়েকটি ম্যাচের তুলনায় আবু ধাবির বাইশ গজে এদিন ঘাসের উপস্থিতি অনেকটাই বেড়েছিল। কিন্তু ডাবল পেসড উইকেটে শট খেলার আগে বাইশ গজে সেট হওয়া প্রয়োজন। ডু অর ডাই ম্যাচে যা সঠিকভাবে করে দেখিয়ে আফগানিস্তানকে ১৬৯/৮-এর চ্যালেঞ্জিং স্কোরে পৌঁছে দিলেন মহম্মদ নবি (৬০)। শ্রীলঙ্কান অধিনায়ক চরিথ আসালাঙ্কার স্ট্র্যাটেজিগত কিছু ভুল তাঁর কাজ সহজ করে দিয়েছিল। ইনিংসের ২০তম ওভারে তিনি বল তুলে দেন বৃহস্পতিবারই এবারের এশিয়া কাপে প্রথম ম্যাচ খেলতে নামা বাঁহাতি স্পিনার দুনিথ ওয়েল্লালাগের হাতে। সুযোগ কাজে লাগিয়ে ওভারের প্রথম পাঁচ বলেই ছক্কা মারেন নবি। গা গরমটা অবশ্য তিনি করে নিয়েছিলেন আগের ওভারেই দুষ্মন্ত চামিরার বোলিংয়ে বাউন্ডারির হ্যাটট্রিকে।

শ্রীলঙ্কার পেসার নুয়ান থুশারার (১৮/৪) দাপটে একটা সময় যা অসম্ভব মনে হচ্ছিল। ৫ ওভারের মধ্যে টপ থ্রি-কে তুলে নিয়ে তিনি চাপে ফেলে দিয়েছিলেন। আগ্রাসন দেখিয়ে প্রথম ২ ওভারে ২৬ রান তোলার পরই তিন ধাক্কায় আফগানদের চুপ করিয়ে দিয়েছিলেন থুশারা। রহমানুল্লাহ গুরবাজ (১৪), সেদিকুল্লাহ অটলদের (১৮) পরপর বিদায়ের ধাক্কা সামলাতে আগ্রাসনে কাঁটছাঁট করেও আফগানিস্তানকে বেশি দূর টেনে নিয়ে যেতে পারেনি তাদের মিডল অর্ডার। ইব্রাহিম জাদরান (২৪), রশিদ খান (২৪) চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি।

রানতাড়ায় নেমে শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত শ্রীলঙ্কা ৯ ওভারে ২ উইকেটে ৭২ রান তুলেছে।

ফের ভারতের হয়ে নামবেন অশ্বীন!

চেন্নাই, ১৮ সেপ্টেম্বর : তিনি অবসর নিয়েছেন আগেই। অবসরের পর আইপিএল খেলেছেন। কিন্তু আইপিএলের আসর থেকেও মাসখানেক আগে অবসর নিয়েছেন রবিচন্দ্রন অশ্বীন। এবার নতুন ইনিংস শুরু করতে চলেছেন তিনি। আর সেটা ভারতের জার্সি গায়েই।

আগামী নভেম্বর মাসের ৭ থেকে ৯ পর্যন্ত হংকংয়ে হতে চলেছে হংকং সিক্সেস ২০২৫ প্রতিযোগিতা। সেই প্রতিযোগিতার আসরেই ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে ফের মাঠে নামতে চলেছেন কিংবদন্তি অফস্পিনার। হংকং ক্রিকেট সংস্থার পক্ষ থেকে আজ এই ঘোষণা হয়েছে। জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, অশ্বীনের মতো কিংবদন্তিকে হংকং সিক্সেস প্রতিযোগিতায় পেয়ে তারা গর্বিত। অশ্বীন নিজেও হংকংয়ের মাটিতে ভারতের জার্সি গায়ে খেলার জন্য মুখিয়ে রয়েছেন। অশ্বীনের কথায়, 'হংকং সিক্সেস প্রতিযোগিতা আগে টিভিতে দেখেছি। এবার ভারতীয় দলের প্রতিনিধি হিসেবে সেই প্রতিযোগিতায় অংশ নেওয়ার সুযোগ পেয়ে আমি খুশি। ক্রিকেটার হিসেবে ফের মাঠে নামার জন্য মুখিয়ে রয়েছি আমি।'

শেষ আটে সিন্ধু, সাতচি

বেজিং, ১৮ সেপ্টেম্বর : চায়না মাস্টার্স ব্যাডমিন্টনের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠলেন ভারতের তারকা শাটলার পিভি সিন্ধু।বৃহস্পতিবার সিন্ধু মাত্র ৪১ মিনিটে হারিয়েছেন প্রতিযোগিতার ষষ্ঠ বাছাই পোর্নপাউই চোচুংকে। ম্যাচের ফল ২১-১৫, ২১-১৫। জয়ের পর সিন্ধু বলেছেন, 'পোর্নপাউই খুব কঠিন প্রতিপক্ষ। এর আগে ইন্দোনেশিয়া ওপেনে ওর বিরুদ্ধে খেলেছি। তাই প্রথম গেম জেতার পর দ্বিতীয় গেমে আরও বেশি সতর্ক হয়ে গিয়েছিলাম। শেষপর্যন্ত নিজের সেরাটা দিয়ে ম্যাচ জিততে পেরেছি।' তবে কোয়ার্টার ফাইনালের লড়াই মোটেও সহজ হবে না সিন্ধুর। কারণ প্রতিপক্ষ প্রতিযোগিতার শীর্ষ বাছাই কোরিয়ার আন সে ইয়ং।

এদিকে, পুরুষদের ডাবলসের কোয়ার্টার ফাইনালে উঠেছেন ভারতের সাত্ত্বিকসাইরাজ রেঙ্কিরেড্ডি-চিরাগ শেট্টি। তাঁরা ২১-১৩, ২১-১২ পয়েন্টে চাইনিজ তাইপেইয়ের সিয়াং চেই চু-ওয়াং চি লিনকে হারিয়েছেন। শেষ আটে 'সাতচি'-দের প্রতিপক্ষ চিনের রেন জিয়াং উ-জিয়েই হনান।

সামনে ওমান,
নজরে পাকিস্তান
-খবর এগারোর পাতায়

Notice Inviting e-Tender
Vides NIeT No.WB/APD/KMG/TTKGP/ET/06/2024-2025, & NIT-05, Dated: 19/09/2025
Last date and Time for Online Bid Submission is 25/09/2025 at 15.55 hours. for more information please visit: **www.wbtenders.gov.in** & **office of the under sign**
SD/-
Pradhan
Turturikhanda Gram Panchayat

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে জিতে শুরু বায়ার্ন ও পিএসজি-র

কোচের জন্মদিনে 'স্লট টাইম'-এ জয় লিভারপুলের

লিভারপুলকে জেতানোর জন্য ভার্জিল ভ্যান ডায়েককে অভিনন্দন মহম্মদ সালাহর।

লন্ডন, ১৮ সেপ্টেম্বর : 'ফার্গি টাইম' অনেক আগেই অতীত হয়ে গিয়েছে। এবার বিশ্ব ফুটবল দেখছে 'স্লট টাইম'।

চলতি মরশুমে বেশ কয়েকটি ম্যাচে একেবারে শেষমুহূর্তে গোল করে জিতেছে আর্নে স্লটের ছেলেরা। অ্যালেক্স ফার্গুসনের 'ফার্গি টাইম'-এর অনুকরণে ইউরোপের সংবাদমাধ্যম যার নাম দিয়েছে 'স্লট টাইম'। চ্যাম্পিয়ন্স লিগেও তার ব্যতিক্রম হল না। ঘরের মাঠে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদের বিরুদ্ধে শেষমুহূর্তের গোলে ৩-২ ফলে জিতল লিভারপুল।

ম্যাচের দশ মিনিটের মধ্যে অ্যান্ড্রু রবার্টসন ও মহম্মদ সালাহের গোলে ২-০ ফলে এগিয়ে গিয়েছিল লিভারপুল। দেখে মনে হয়েছিল কোচ স্লটের জন্মদিনে বড় জয় উপহার দেবেন লিভারপুল ফুটবলাররা। কিন্তু জোড়া গোল করে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে সমতায় ফেরান ডিফেন্ডার মার্কাস লরেন্তে। অবশেষে ম্যাচের সংযোজিত সময়ে গোল করে কোচের মুখে হাসি ফোটান অধিনায়ক ভার্জিল ভ্যান ডায়েক। এদিকে লিভারপুল সমর্থকদের সঙ্গে তর্কাতর্কি করে লাল কার্ড দেখেন অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ কোচ দিয়েগো সিমিওনে।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অপর ম্যাচে হ্যারি কেনের দাপটে চেলসিকে ৩-১ গোলে হারিয়েছে বায়ার্ন মিউনিখ। ম্যাচের ২০ মিনিটেই ট্রেভর চালোবাহর আত্মঘাতী গোলে এগিয়ে যায় বায়ার্ন। ২৭ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান হ্যারি কেন। তবে মিনিট দুয়েক পরে চেলসির হয়ে একটি গোল শোধ করেন কোল পামার। ৬৩ মিনিটে দলের তৃতীয় ও নিজের দ্বিতীয় গোলটি করে যান বায়ার্নের ইংলিশ গোলমেশিন কেন।

জোড়া গোলের উল্লাস হ্যারি কেনের।

দাপুটে জয় দিয়ে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অভিযান শুরু করেছে ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন প্যারিস সাঁ জাঁ। তারা ঘরের মাঠে ৪-০ ফলে বিধ্বস্ত করেছে ইতালিয়ান ক্লাব আটালান্টাকে। ম্যাচের ৩ মিনিটে প্রথম গোলটি করেন ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার মার্কুইনোস। ৩৯ মিনিটে ব্যবধান বাড়ান কভিচা কাভারাতস্কেইয়া। ৫১ মিনিটে তৃতীয় গোলটি করেন নুনো মেন্ডেস। সংযোজিত সময়ে পিএসজি-র হয়ে চতুর্থ গোল করেন গঞ্জালো র‍্যামোস।

অন্যদিকে মার্কাস থুরামের জোড়া গোলে আয়াখস আমস্টারডামকে ২-০ ব্যবধানে হারিয়েছে ইন্টার মিলান।

ফলাফল

লিভারপুল ৩-২ অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদ
বায়ার্ন মিউনিখ ৩-১ চেলসি
প্যারিস সাঁ জাঁ ৪-০ আটালান্টা
আয়াখস আমস্টারডাম ০-২ ইন্টার মিলান
অলিম্পিয়াকোস ০-০ পাফোস
স্লাভিয়া প্রাহা ২-২ বোডো/গ্লিম্ট

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়িনী হলেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, দক্ষিণ ২৪ পরগণা - এর একজন বাসিন্দা জ্যোৎস্না হালদার - কে 26.06.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির টিকিট নম্বর 36H 42027 এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়িনী বললেন "স্বল্প পরিমাণ টিকিট মূল্যের বিনিময়ে কোটিপতি করার এই সুন্দর একটি প্রকল্প পরিচালনা করার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারিকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি সমস্ত সাধারণ মানুষকে বলবো খুব বেশি বাধা ছাড়াই ডিয়ার লটারির মাধ্যমে তাদের ভাগ্য পরীক্ষা করতে। ডিয়ার লটারির টিকিট কিনলে চমৎকার একটি অভিজ্ঞতা হবে।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয় তাই এর সত্যতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

জুরেলের শতরান, ব্যর্থ শ্রেয়স

লখনউ, ১৮ সেপ্টেম্বর : বেসরকারি টেস্টের তৃতীয় দিনে অস্ট্রেলিয়া 'এ' দলের বিরুদ্ধে পালটা লড়াই ভারতীয় 'এ'-দলের। বৃহস্পতিবার ১১৬/১ স্কোর নিয়ে খেলতে নামে ভারত। নারায়ণ জগদীশান ৬৪ রান করে আউট হন। বি সাই সুদর্শন করেন ৭৩ রান। তবে ব্যর্থ অধিনায়ক শ্রেয়স আইয়ার (৮)। চতুর্থ উইকেট জুটিতে ১৮১ রান তোলেন ধ্রুব জুরেল (অপরাজিত ১১৩) ও দেবদত্ত পাডিক্কাল (অপরাজিত ৮৬)।

এদিন জুরেল কিছুটা মারমুখী ব্যাটিং করলেও পাডিক্কাল বেশ সংযম দেখিয়েছেন। আপাতত দিনের শেষে ৪ উইকেটে ৪০৩ রান সংগ্রহ করেছে ভারত। প্রথম ইনিংসে ৬ উইকেটে ৫৩২ রান করার পর ইনিংস ডেক্লেয়ার করেছিল অস্ট্রেলিয়া। এখনও ভারত অস্ট্রেলিয়ার থেকে ১২৯ রানে পিছিয়ে। শুক্রবার ম্যাচের শেষদিন। যা পরিস্থিতি তাতে ম্যাচ ড্রয়ের দিকেই এগোচ্ছে।

ট্রফি নিয়ে হেলাপাকড়ি মোড় একাদশ। ছবি : শতাব্দী সাহা

চ্যাম্পিয়ন হেলাপাকড়ি মোড়

চ্যাংরাবান্ধা, ১৮ সেপ্টেম্বর : চ্যাংরাবান্ধা দেবী কলোনি ফুটবল অ্যাকাডেমির অনূর্ধ্ব-১৭ একদিনের ৮ দলীয় ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হল হেলাপাকড়ি মোড় জুনিয়ার একাদশ। বৃহস্পতিবার ফাইনালে তারা ১-০ গোলে দেবী কলোনি জুনিয়ার একাদশকে হারিয়েছে। গোলটি করে ফাইনালের সেরা হাসিবুল হোসেন। প্রতিযোগিতার সেরা দেবী কলোনির সৌরভ সরকার।